অধ্যায় ১২ বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্য

Transport System & Trade of Bangladesh

এ অধ্যায়ে অনন্য A+ সংযোজন

এক নজরে অধ্যায় বিশ্লেষণ | প্রস্তুতি সহায়ক সুপার কুইজ | শিখনফল ও টপিকের ধারায় প্রশ্নোত্তর | বোর্ড ও স্কুলের প্রশ্নোত্তর | মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্নোত্তর | যাচাই ও মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়াবলি

▸ বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা : সড়কপথ, রেলপথ, নৌপথ ও আকাশপথের ▸ যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব ▸ দুর্ঘটনা এড়াতে সাবধানতা ▸ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ▸ আমদানি ও রপ্তানি।

ভূমিকা — অধ্যায়ের প্রাথমিক ধারণা

যোগাযোগ ব্যবস্থা যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে অর্থনীতিতে কার্যকরী অবদান রাখে। দেশের একস্থান হতে অন্যস্থানে কাঁচামাল ও লোকজনের নিয়মিত চলাচল, উৎপাদিত দ্রব্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, উৎপাদনের উপকরণসমূহের গতিশীলতা বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভাবিত করে বাণিজ্যকে। আমাদের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো একই স্থানে উৎপাদন বা তৈরি হয় না যার ফলে পণ্যগুলো বণ্টনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখনই বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে এ বাণিজ্য দুভাবে হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে রয়েছে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য। এসব বাণিজ্য দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা কৃষি, শিল্প প্রভৃতির ভারসাম্য আনয়ন করে।

পরিচিতি ও অবদান — অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী

ভাস্কো দা গামা

নাবিক ভাস্কো দা গামা (১৪৬০ – ১৫২৪)

ভাস্কো দা গামার জন্ম পর্তুগালে। তিনি সমুদ্রপথের অভিযাত্রী এবং নতুন ভৌগোলিক স্থানের আবিষ্কারক। যেমন– তিনি ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন। এর ফলে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, যোগাযোগ শুরু হয়।

বিজ্ঞানী জর্জ স্টিফেনসন (১৭৮১ – ১৮৪৫)

বিজ্ঞানী জর্জ স্টিফেনসন ১৭৮১ সালে যুক্তরাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'রেলপথের জনক' হিসেবে খ্যাত। তিনিই প্রথম রেলইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। তাঁর এ অবদানের জন্য বিশ্বব্যাপী রেল যোগাযোগে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়।

জর্জ স্টিফেনসন

এক নজরে অধ্যায় সূচি — অধ্যায়ে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- অধ্যায়ের প্রবাহ চিত্র ---------- পৃষ্ঠা ৬০৬
- বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---------- পৃষ্ঠা ৬০৭
- অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান ---------- পৃষ্ঠা ৬০৮
- সুপার কুইজ ---------- পৃষ্ঠা ৬১০
- বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ---------- পৃষ্ঠা ৬১০
- সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর ---------- পৃষ্ঠা ৬১৮
- জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---------- পৃষ্ঠা ৬২০
- সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---------- পৃষ্ঠা ৬২৩
- এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স ---------- পৃষ্ঠা ৬৩৬
- অধ্যায়ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ মডেল টেস্ট ---------- পৃষ্ঠা ৬৩৭

এক নজরে

অধ্যায়ের প্রবাহ চিত্র

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কোনো অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ধারাবাহিকতা সম্পর্কে পূর্ব হতে ধারণা থাকলে প্রশ্ন ও উত্তর আয়ত্ত করা সহজ হয়। নিচে এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি প্রবাহ চিত্র (Flow Chart) আকারে উপস্থাপন করা হলো, যা তোমাদের সহজেই একনজরে অধ্যায়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে সহায়তা করবে।

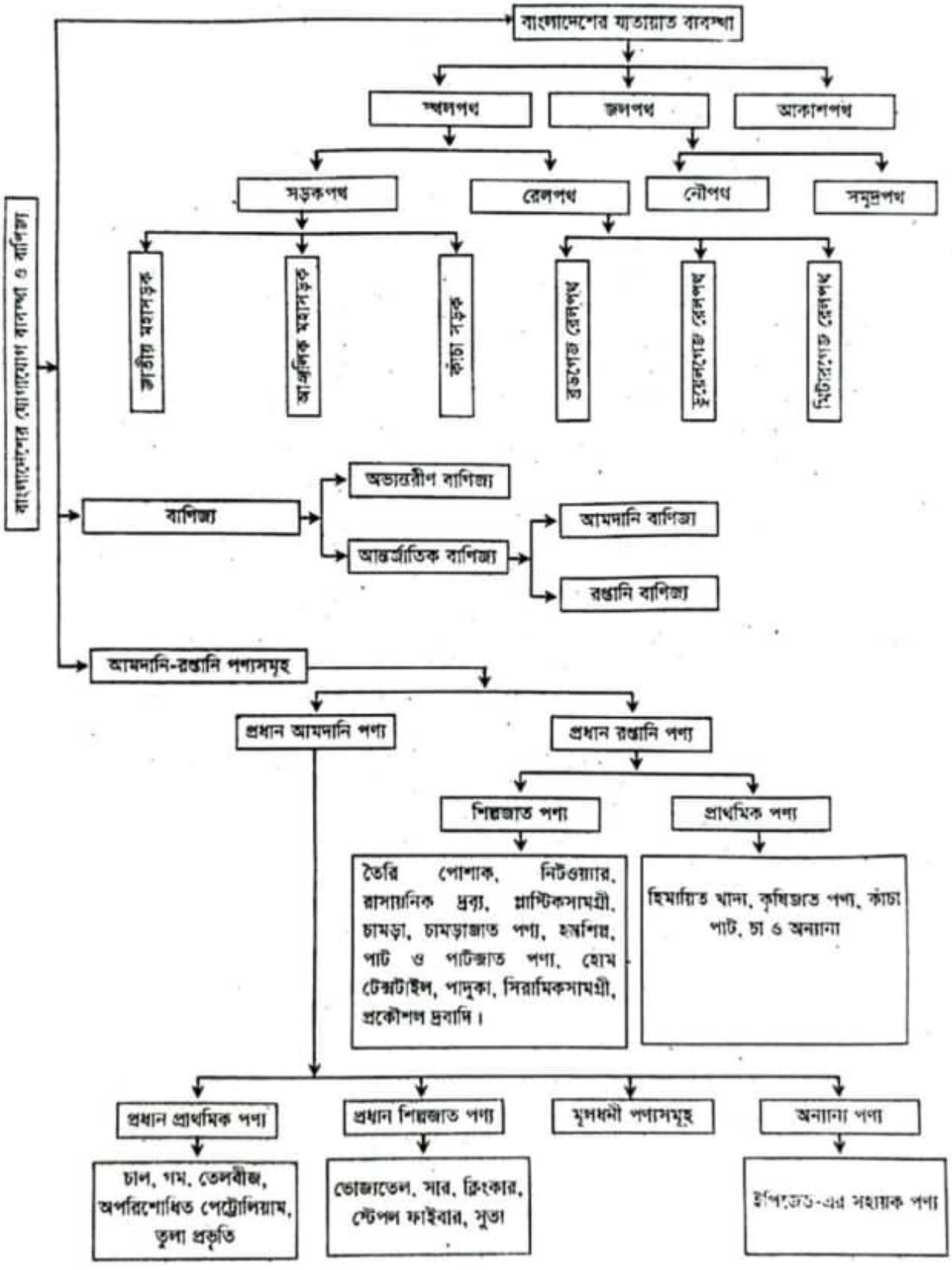

PART 01 **বিশ্লেষণ** *Analysis*

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পাঠ্যবইয়ের শিখনফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যায়ের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ — সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে অধ্যায়ের গুরুত্ব

ছকে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায় থেকে বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় (২০১৫–২০২৪) কয়টি বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে তা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। ছকের বিশ্লেষণ দেখে শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারবে অধ্যায়টি এবারের বোর্ড পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বোর্ড / সাল	ঢাকা		রাজশাহী		যশোর		কুমিল্লা		চট্টগ্রাম		সিলেট		বরিশাল		দিনাজপুর		ময়মনসিংহ	
	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ
২০২৪	২টি	১টি	–	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	–	১টি	২টি	–	২টি	–	২টি	১টি	২টি	–
২০২৩	এসএসসি পরীক্ষা ২০২৩-এর শর্ট সিলেবাসে এ অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কোনো প্রশ্ন আসে নি।																	
২০২২	এসএসসি পরীক্ষা ২০২২-এর শর্ট সিলেবাসে এ অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কোনো প্রশ্ন আসে নি।																	
২০২১	এসএসসি পরীক্ষা ২০২১-এর শর্ট সিলেবাসে এ অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কোনো প্রশ্ন আসে নি।																	
২০২০	৪টি	১টি	২টি	–	–	–	২টি	২টি	৫টি	–	৩টি	–	১টি	–	১টি	১টি	২টি	–
২০১৯	১টি	১টি	২টি	১টি	২টি	–	২টি	১টি	৩টি	১টি	১টি	১টি	২টি	–	১টি	–	–	–
২০১৮	সমন্বিত বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে ৩ টি বহুনির্বাচনি ও ১ টি সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে।																	
২০১৭	সমন্বিত বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে ২ টি বহুনির্বাচনি ও – টি সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে।																	
২০১৬	সমন্বিত বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে ৩ টি বহুনির্বাচনি ও ১ টি সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে।																	
২০১৫	সমন্বিত বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে ২ টি বহুনির্বাচনি ও – টি সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে।																	

লেখচিত্রে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায়টি ২০২৭ সালের বোর্ড পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে লেখচিত্রে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো। বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল উভয় লেখচিত্রের X অক্ষে 'বোর্ড' এবং Y অক্ষে 'প্রশ্নসংখ্যা' উপস্থাপিত হলো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বিশ্লেষণ

সৃজনশীল প্রশ্ন বিশ্লেষণ

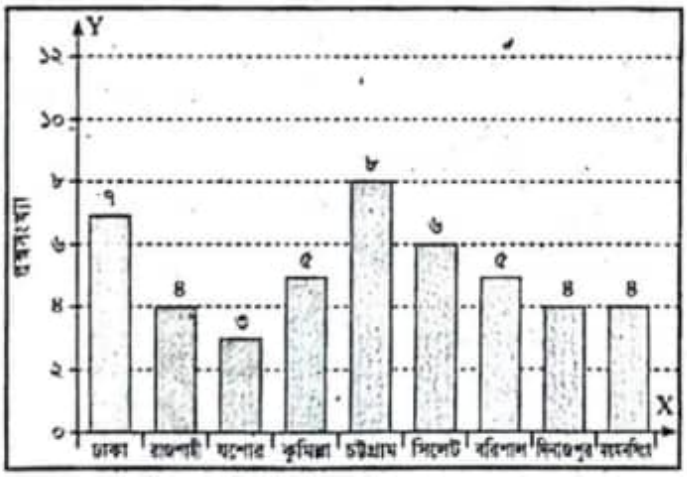

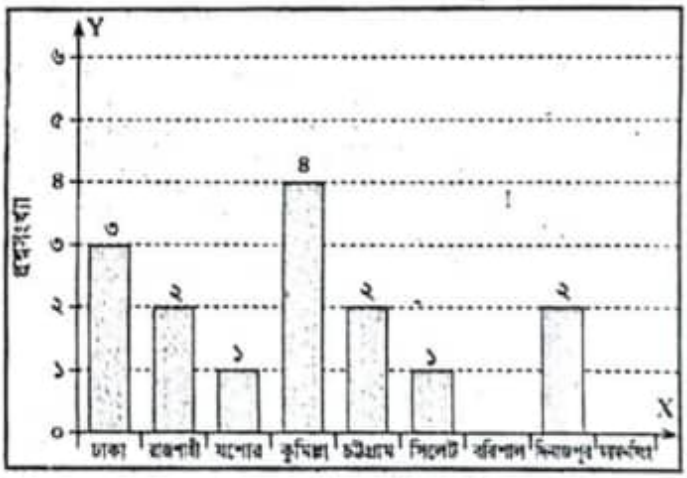

শিখনফল ও টপিক বিশ্লেষণ — বোর্ড মার্কের মাধ্যমে শিখনফল ও টপিকের গুরুত্ব নির্ধারণ

শিখনফল	বোর্ড ও সাল	গুরুত্ব
শিখনফল ১ : বাংলাদেশের সড়কপথ, রেলপথ, নৌপথ ও আকাশপথের বর্ণনা করতে পারবে।	ঢা. বো. '২৪, '২০; রা. বো. '২৪, '১৯; য. বো. '২৪; কু. বো. '২৪, '২০, '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; দি. বো. '২৪, '২০; সকল বোর্ড '১৮, '১৬	[illegible]
শিখনফল ২ : যোগাযোগ পরিবহনে সড়কপথ, রেলপথ, নৌপথ ও আকাশপথের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	ঢা. বো. '২৪, '২০, '১৯; রা. বো. '২৪; য. বো. '২৪; কু. বো. '২৪, '২০, '১৯; চ. বো. '২৪, '১৯; সি. বো. '১৯; সকল বোর্ড '১৮	[illegible]
শিখনফল ৩ : সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথে চলাচলের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়াতে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করব এবং অন্যকে সাবধান করবে।		[illegible]
শিখনফল ৪ : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।	রা. বো. '১৯; চ. বো. '২৪; সকল বোর্ড '১৬	[illegible]
শিখনফল ৫ : বাণিজ্য আমদানি ও রপ্তানি পণ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।	কু. বো. '২০	[illegible]

PART 02 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য
১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে শিখনফল এবং
টপিকের/বিষয়বস্তুর ধারায় প্রশ্ন ও উত্তর

অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান

সৃজনশীল, সংক্ষিপ্ত, বহুনির্বাচনি ও দক্ষতা স্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর এবং চিন্তন দক্ষতা ও মেধাবিকাশে সহায়ক

কাজ-১ ▸ উপরের পরিসংখ্যান থেকে তথ্য নিয়ে নিচের ছক পূরণ কর। ◈ পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৮৭

সড়কপথের নাম	বেড়েছে	কমেছে	কারণ
জাতীয় মহাসড়ক			
আঞ্চলিক মহাসড়ক			
জেলা সড়ক			

উত্তর : শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কাজটি তোমরা নিজেরা চেষ্টা করবে। তবে তোমাদের সুবিধার্থে নিচে ছকে পূরণ করে দেখানো হলো—

সড়কপথের নাম	বেড়েছে	কমেছে	কারণ
জাতীয় মহাসড়ক	√		ব্রিজ বা কালভার্ট নির্মিত হওয়ায় জাতীয় মহাসড়কের সাথে সংযোগ বেড়েছে।
আঞ্চলিক মহাসড়ক	√		কাঁচা সড়কগুলো পাকা করার কারণে বেড়েছে।
জেলা সড়ক	√		নতুন নতুন আঞ্চলিক সড়ক নির্মিত হওয়ার কারণে জেলা সড়ক বেড়েছে।

কাজ-২ ▸ খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, বরিশাল, পটুয়াখালী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, মেহেরপুর, কক্সবাজার ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে কোনো রেলপথ নেই।

উক্ত অঞ্চলগুলোতে রেল যোগাযোগ নেই কেন ভৌগোলিক কারণসমূহ বের কর। দলগতভাবে কারণগুলো মিলিয়ে ব্যাখ্যা করে শিক্ষকের কাছে জমা দাও। ◈ পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৯০

উত্তর : শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা দলগতভাবে আলোচনার মাধ্যমে উল্লিখিত অঞ্চলগুলোতে রেলপথ না থাকার কারণগুলো বের করার চেষ্টা করবে। তবে তোমাদের সুবিধার্থে উক্ত অঞ্চলগুলোতে রেলযোগাযোগ না থাকার ভৌগোলিক কারণসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো—

খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলা তিনটি পাহাড়িয়া অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এ অঞ্চলে রেলপথ নেই। কারণ পাহাড়িয়া এলাকা দুর্গম ও ঢালু পথ।

কক্সবাজার জেলা উপর্যুক্ত তিনটি জেলার দক্ষিণে অবস্থিত। যেহেতু উপর্যুক্ত ৩টি জেলাতে রেলপথ নেই সেহেতু কক্সবাজার জেলায় রেলপথ সংযোগ নেই।

পটুয়াখালী, বরিশাল, শরীয়তপুর, মাদারীপুর প্রভৃতি জেলাগুলো সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী এবং এর আগে পদ্মা ও মেঘনা নদী থাকায় এ অঞ্চলগুলোতে রেলপথ নেই। এছাড়া লক্ষ্মীপুর জেলা ও সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় এবং মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত না হওয়ায় রেলপথ গড়ে ওঠেনি।

কাজ-৩ ▸ 'নৌপথ সাশ্রয়ী পথ' ব্যাখ্যা কর। ◈ পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৯১

উত্তর : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থায় নৌপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নদীপথের পর্যাপ্ততাহেতু নৌপথে সহজে কুকিহীনভাবে সাশ্রয়ী খরচে পণ্যসামগ্রী একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া যায়।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও পরিবহনে এ পথের গুরুত্ব অত্যধিক। যাত্রী পরিবহন, খাদ্যশস্য প্রেরণ, কাঁচামাল পরিবহন, বাণিজ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ, ভারী পণ্য পরিবহন, কৃষি ও শিল্পপণ্য অন্যান্য পরিবহন পথের তুলনায় সাশ্রয়ী খরচে একস্থান হতে অন্য স্থানে আনা-নেওয়া করা যায় বিধায় নৌপথকে সাশ্রয়ী পথ বলা হয়।

কাজ-৪ ▸ বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দরগুলো মানচিত্রে চিহ্নিত কর এবং শিক্ষকের কাছে জমা দাও। ◈ পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৯২

উত্তর : শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কাজটি তোমরা নিজেরা চেষ্টা করবে। তবে তোমাদের সুবিধার্থে নিচে বাংলাদেশের একটি মানচিত্র অঙ্কন করে প্রধান নদীবন্দরগুলো চিহ্নিত করা হলো। বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দরগুলোর মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গোয়ালন্দ, বরিশাল, খুলনা, চৌরবাজার, আশুগঞ্জ, চাঁদপুর, ঝালকাঠি, আরিচা, আজমিরীগঞ্জ, মোহনগঞ্জ ও মাদারীপুর উল্লেখযোগ্য। নিচে উল্লিখিত নদীবন্দরগুলোর অবস্থান মানচিত্রে উপস্থাপন করা হলো—

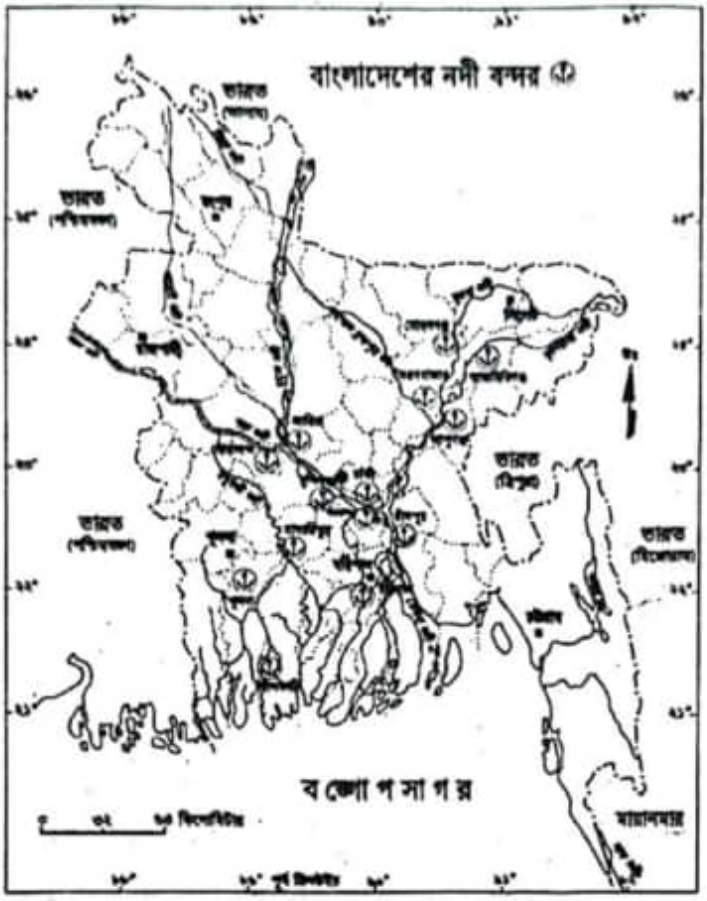

কাজ-৫ ▸ তোমার এলাকায় বিভিন্ন দোকানে কী কী পণ্য অন্য অঞ্চল থেকে আসে এবং কোন দ্রব্য বা পণ্য অন্য অঞ্চলে বিক্রি হচ্ছে তার তালিকা তৈরি কর।

▸ পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৯৪

উত্তর : শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কাজটি তোমরা নিজেরা চেষ্টা করবে। তবে তোমাদের সুবিধার্থে এলাকার বিভিন্ন দোকানে কী কী পণ্য অন্য অঞ্চল থেকে আসছে এবং কোন দ্রব্য বা পণ্য অন্য অঞ্চলে বিক্রি হচ্ছে নিচে তার একটি তালিকা তৈরি করে দেখানো হলো। আমার এলাকা বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। নিম্নলিখিত পণ্যগুলো এ অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের মধ্যে আদান-প্রদান হচ্ছে—

পণ্যদ্রব্য	আগমনকৃত এলাকা	গমনকৃত এলাকা
১. ধান, গম, সরিষা		নারায়ণগঞ্জ জেলা
২. আলু		বগুড়া জেলা
৩. দুধ		ঢাকা জেলা
৪. পিয়াজ, আদা, কাঁচামরিচ	সিরাজগঞ্জে আসছে	
৫. শিল্পজাত পণ্য	সিরাজগঞ্জে আসছে	

কাজ-৬ ▸ তোমার এলাকায় বাণিজ্যের সঙ্গে যাতায়াতের সম্পর্ক দেখাও।

▸ পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৯৪

পণ্যদ্রব্য আমার অঞ্চল থেকে যাচ্ছে	যাতায়াত ব্যবস্থা	পণ্যদ্রব্য আমার অঞ্চলে আসছে

উত্তর : শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কাজটি তোমরা নিজেরা চেষ্টা করবে। তবে তোমাদের সুবিধার্থে নিচে আমার এলাকায় বাণিজ্যের সঙ্গে যাতায়াতের সম্পর্ক দেখানো হলো। আমার এলাকা সিরাজগঞ্জে। এ এলাকা থেকে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য বিভিন্ন পথে অন্যত্র যাচ্ছে এবং অন্য অঞ্চল থেকেও আমার এলাকায় স্থল ও জলপথে আসছে। নিচে তা দেখানো হলো—

পণ্যদ্রব্য আমার অঞ্চল থেকে যাচ্ছে	যাতায়াত ব্যবস্থা	পণ্যদ্রব্য আমার অঞ্চলে আসছে
১. ধান, পাট, সরিষা, মসুর	নৌপথে	
	স্থলপথে	১. পিয়াজ, আদা
	স্থলপথে ও নৌপথে	২. সার, ঔষধ
২. দুধ	স্থলপথে	

সুপার কুইজ

যেকোনো বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের নিশ্চয়তায় অনুচ্ছেদের লাইনের ধারায় কুইজ আকারে প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, নতুন পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারাবাহিকতায় জিঞ্জ ধারার কুইজ টাইপ প্রশ্নাবলি এ অংশে সংযোজন করা হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর ফটাপট পড়ে নাও। এরপর বহুনির্বাচনি অংশের প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন করো। দেখবে, সহজেই যেকোনো বহুনির্বাচনির সঠিক উত্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

১। দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ কৃষি, শিল্প প্রভৃতির ভারসাম্য আনয়ন করে ☞ বাণিজ্য।
২। পণ্য কেনাবেচা ও তার আনুষঙ্গিক কার্যাবলিকে বলে ☞ বাণিজ্য।
৩। যাত্রী এবং পণ্যসামগ্রী একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরকে বলে ☞ পরিবহন।
৪। বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা ☞ ৪ প্রকার।
৫। উঁচু-নিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় সড়কপথ নির্মাণ করা ☞ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য।
৬। বর্তমানে জাতীয় মহাসড়কের পরিমাণ ☞ ২১,৪৬২ কিমি.।
৭। যমুনা নদীর পূর্বাংশে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে মিটারগেজ রেলপথের পরিমাণ ☞ ১৮৪৩ কিমি.।
৮। জামতৈল হতে জয়দেবপুর পর্যন্ত ডুয়েলগেজ রেলপথের পরিমাণ ☞ ৩৭৫ কিমি.।
৯। ২০১২-১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট রেলপথের পরিমাণ ☞ ২,৮৭৭ কিলোমিটার।
১০। বাংলাদেশে সর্বমোট রেলস্টেশন রয়েছে ☞ ৪৪৩টি।
১১। বাংলাদেশে রেলপথ নেই ☞ বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী অঞ্চলে।
১২। সড়কপথের ঘনত্ব কম ☞ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে।
১৩। বাজার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ☞ সড়কপথ।
১৪। বসতি বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে সড়কপথ গড়ে উঠেছে ☞ বাংলাদেশে।
১৫। বাংলাদেশে সর্বমোট রেলস্টেশন আছে ☞ ৪৪৩টি।
১৬। দেশের প্রধান বন্দর, শহর সংযুক্ত করে ☞ রেলপথ।
১৭। ১.৬৮ মিটার প্রস্থ রেলপথকে বলে ☞ ব্রডগেজ।
১৮। ২০১৮ সালে জাতীয় মহাসড়ক হলো ☞ ৩,৮১৩ কি.মি.।
১৯। সড়কপথের ঘনত্ব কম ☞ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে।
২০। বাজার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ☞ সড়কপথ।
২১। বসতি বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে সড়কপথ গড়ে উঠেছে ☞ বাংলাদেশে।
২২। বাংলাদেশে সর্বমোট রেলস্টেশন আছে ☞ ৪৪৩টি।
২৩। দেশের প্রধান বন্দর, শহর সংযুক্ত করে ☞ রেলপথ।
২৪। ১.৬৮ মিটার প্রস্থ রেলপথকে বলে ☞ ব্রডগেজ।
২৫। ২০১৮ সালে জাতীয় মহাসড়ক হলো ☞ ৩,৮১৩ কি.মি.।
২৬। বাংলাদেশের জলপথ প্রধানত ☞ ২ ধরনের।
২৭। অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথের পরিমাণ ☞ ৮,৪০০ কিলোমিটার।
২৮। সারাবছর নৌচলাচলের উপযোগী থাকে প্রায় ☞ ৫,৮০০ কিমি.।
২৯। বর্ষা মৌসুমে নৌচলাচলের উপযোগী হয় ☞ ৩,০০০ কিমি.।
৩০। বাংলাদেশে সমুদ্র পরিবহনে বন্দর রয়েছে ☞ ২টি।
৩১। আমদানি বাণিজ্য সংঘটিত হয়ে থাকে ☞ চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে।
৩২। দ্রুত ডাক চলাচল এবং পচনশীল দ্রব্য প্রেরণে ব্যবহৃত হয় ☞ বিমান পরিবহন।
৩৩। মোট আমদানির প্রায় ৮৫ শতাংশ সম্পন্ন হয় ☞ চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে।
৩৪। মংলা বন্দর দিয়ে রপ্তানি বাণিজ্য সম্পন্ন হয় ☞ ১৩ শতাংশ।
৩৫। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ☞ ঢাকায়।
৩৬। যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ☞ আকাশপথ।
৩৭। নদীমাতৃক দেশ বলা হয় ☞ বাংলাদেশকে।
৩৮। বাংলাদেশের ভৌগোলিক গঠন ☞ নৌপথের অনুকূলে।
৩৯। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর রয়েছে ☞ ৩টি।
৪০। বাংলাদেশের প্রধান আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নাম হলো ☞ শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।
৪১। যে নির্দিষ্ট পথে পণ্য একদেশ থেকে অন্যদেশে পাঠানো হয় তাকে বলে ☞ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।
৪২। আমাদের দেশে বাণিজ্য সংঘটিত হয় ☞ ২ ধরনের।
৪৩। বর্তমানে আমাদের রপ্তানিতে ৭৫ ভাগ আয় হয় ☞ তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার থেকে।
৪৪। জরুরি ভিত্তিতে ও পচনশীল দ্রব্যের বাণিজ্য করা হয় ☞ আকাশপথে।
৪৫। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশি পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হলো ☞ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।
৪৬। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে রপ্তানি বাবদ আয় হয় ☞ ১২,৫৯৯.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
৪৭। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় হয় ☞ ১৬,৪৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
৪৮। ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশের মোট আমদানির শতকরা ১৮.৯৮ ভাগ আসে ☞ চীন থেকে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় নির্ভুল উত্তর সংবলিত A+ গ্রেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

১. কোন জেলায় রেলপথ নেই?
ক টাঙ্গাইল খ মাদারীপুর
গ হবিগঞ্জ ঘ ভৈরববাজার

২. বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হলে–
i. উৎপন্ন দ্রব্যের খরচ কমাতে হবে
ii. উৎপন্ন দ্রব্যের শুল্ক বৃদ্ধি করতে হবে
iii. দ্রব্যসামগ্রীর মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব রাইয়ান একজন কম্পিউটার ব্যবসায়ী। মুম্বাই থেকে প্রতিবছর তিনি কম্পিউটার আমদানি করেন।

৩. জনাব রাইয়ান কোন পথে কম্পিউটার আমদানি করেন?
ক সড়কপথ খ রেলপথ
গ আকাশপথ ঘ সমুদ্রপথ

৪. উক্ত পথে পণ্যটি আনার সুবিধা–
i. সময়ের সাশ্রয় ii. পরিবহন খরচ কম
iii. যন্ত্রাংশের ক্ষতির সম্ভাবনা কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় টপ গ্রেডেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর | চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ১৮৬

বিভিন্ন স্থানে পরিবহনের মাধ্যমে মালপত্র ও লোক চলাচলকে যাতায়াত বলে। ভূপ্রকৃতি, পরিবেশ ও উন্নয়নশীলতার ওপর নির্ভর করে একেক দেশে একেক ধরনের যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাবু অফিসের জরুরি কাজে সৈয়দপুর থেকে বিমানে ঢাকা যায়। সে ট্রেনে ফিরে আসে। [রা. বো. '২০]

৫. বাবুর প্রথম পথটি ব্যবহারের কারণ ছিল—
ⓚ সহজলভ্য ⓚ সময়ের স্বল্পতা
ⓖ আবহাওয়া খারাপ ⓘ ঝুঁকিপূর্ণ
উত্তর: খ

৬. দ্বিতীয় বাহনটির জন্য প্রয়োজন—
ⓚ সমতল ভূমি ⓚ বন্ধুর ভূপ্রকৃতি
ⓖ বনভূমি ⓘ জলাবদ্ধতা
উত্তর: ক

৭. কোন পথে যোগাযোগ খরচ কম? [চ. বো. '১৯]
ⓚ সড়কপথ ⓚ জলপথ
ⓖ রেলপথ ⓘ বিমানপথ
উত্তর: খ

৮. যাত্রী ও পণ্যসামগ্রী একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরকে বলে—
ⓚ পরিবহন ⓚ যাতায়াত পথ
ⓖ যোগাযোগ পথ ⓘ পথপরিবহন
উত্তর: ক

৯. বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা কয় ধরনের?
ⓚ দুই ⓚ তিন
ⓖ চার ⓘ পাঁচ
উত্তর: গ

১০. দেশের পূর্বাঞ্চলের সাথে পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো—
i. জলপথ
ii. রেলপথ
iii. সড়কপথ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

বাংলাদেশের সড়কপথ ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ১৮৬

প্রতিটি দেশের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হিসেবে আমরা সড়কপথকেই মনে করে থাকি। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বণ্টন, দ্রুত যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সড়কপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ঢাকা থেকে প্রতিটি থানা শহরে সড়কপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা রয়েছে।

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১ ও ১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব রহিম একজন ব্যবসায়ী। তিনি ঢাকা যাতায়াতে সচরাচর ট্রেন ব্যবহার করেন। সম্প্রতি তিনি সবজি ও অন্যান্য মালামাল সড়কপথে পাকিস্তানে পাঠান। এতে অনেক দ্রব্য পচে যায়। [দি. বো. '২৪]

১১. রহিম সাহেবের ঢাকা যাতায়াতে ব্যবহৃত পথটি সাধারণত গড়ে ওঠে—
i. বনাঞ্চলে
ii. শক্ত মৃত্তিকায়
iii. সমতল ভূমিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii
উত্তর: গ

১২. দ্রব্যগুলো যথাসময়ে পাঠানোর সর্বোত্তম মাধ্যম কোনটি?
ⓚ সড়কপথ ⓚ রেলপথ
ⓖ সমুদ্রপথ ⓘ আকাশপথ
উত্তর: ঘ

১৩. বাংলাদেশে সড়কপথে প্রতিবন্ধকতার কারণ— [ব. বো. '২৪]
i. নদীর বহুলতা
ii. ভূ-প্রকৃতি
iii প্লাবিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

১৪. বাংলাদেশে সড়কপথ যে কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— [দি. বো. '২৪]
i. উৎপাদিত কৃষিপণ্য বণ্টন
ii. দ্রুত যোগাযোগ
iii. বাজার ব্যবস্থার উন্নতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

১৫. সড়কপথ গড়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা হলো— [চ. বো. '২৩]
i. বন্ধুর ভূমিরূপ
ii. নিম্নভূমি
iii. অধিক নদনদীর উপস্থিতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

১৬. সড়কপথ গড়ে উঠার অনুকূল অবস্থা কোনটি? [দি. বো. '২০]
ⓚ মৃত্তিকার গঠন ⓚ ভূমির ঢাল
ⓖ বন্ধুর ভূপ্রকৃতি ⓘ নিম্নভূমি
উত্তর: ক

১৭. সড়কপথ গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন— [দি. বো. '২০]
i. ঢালু ভূমি
ii. সমতল ভূমি
iii. মৃত্তিকার শক্ত বুনন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ i ও iii ⓘ ii ও iii
উত্তর: ঘ

১৮. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন পথটির অবদান সর্বাধিক? [রা. বো. '১৯]
ⓚ সড়কপথ ⓚ রেলপথ
ⓖ আকাশপথ ⓘ সমুদ্রপথ
উত্তর: ক

১৯. পার্বত্য চট্টগ্রামে সড়কপথ কম হওয়ার কারণ কী? [ব. বো. '১৯]
ⓚ বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি ⓚ মৃত্তিকার স্থায়ী বুন
ⓖ অধিক নিম্নভূমি ⓘ বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি
উত্তর: ক

২০. সড়কপথ গড়ে ওঠার অনুকূল অবস্থা কোনটি?
[সকল বোর্ড '১৭; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ⓚ ঢালবিশিষ্ট ভূমি ⓚ ভূমির বন্ধুরতা
ⓖ জলাভূমির আধিক্য ⓘ মৃত্তিকার শক্ত বুনন
উত্তর: ঘ

২১. উৎপাদিত কৃষিপণ্য বণ্টনের জন্য কোন পথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ?
ⓚ সড়কপথ ⓚ রেলপথ
ⓖ নৌপথ ⓘ আকাশপথ
উত্তর: ক

২২. সড়কপথ গড়ে উঠার জন্য অনুকূল অবস্থা কোনটি?
ⓚ দুর্বল সমতল ভূমি ⓚ সমতল ভূমি
ⓖ উর্বর সমতল ভূমি ⓘ কাঁকরযুক্ত সমতল ভূমি
উত্তর: ঘ

২৩. যমুনা সেতুকে বহুমুখী বলার কারণ—
ⓚ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে পূর্বাঞ্চলের সংযোগ সাধন করেছে
ⓚ বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও যাত্রী পারাপার করছে
ⓖ উত্তরাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করছে
ⓘ বিদ্যুৎ, রেল, গ্যাস ও টেলিযোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে
উত্তর: ঘ

২৪. সড়কপথ গড়ে ওঠার জন্য মৃত্তিকার বুনন কেমন হতে হয়?
ⓚ দুর্বল ⓚ কর্দমাক্ত
ⓖ স্থায়ী বা মজবুত ⓘ পানিবিহীন
উত্তর: গ

ভূগোল ও পরিবেশ ◂ ৯ম-১০ম

২৫. সড়কপথ গড়ে ওঠার প্রতিকূল অবস্থা কোনটি?
ক সমতল ভূমি খ মৃত্তিকার মজবুত বুনন
গ সমুদ্র উপকূলীয় বন্দর ঘ বন্ধুর ভূপ্রকৃতি

২৬. পার্বত্য এলাকায় সড়কপথ কম থাকার কারণ কী?
ক উঁচু-নিচু ও বন্ধুর ভূমিরূপ খ ঢালু ভূমিরূপ
গ পাথরযুক্ত ভূমিরূপ ঘ আঠালো মৃত্তিকা

২৭. কোনটি দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে সংযোগ করেছে?
ক মেঘনা সেতু খ হার্ডিঞ্জ সেতু
গ যমুনা সেতু ঘ রূপসা সেতু

২৮. বাংলাদেশের সড়কপথের উন্নয়নের জন্য কোন সংস্থা গঠন করা হয়েছে?
ক জাতীয় জনপথ সংস্থা খ জেলা বোর্ড সংস্থা
গ পৌরসভা ঘ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা

২৯. যমুনা বহুমুখী সেতুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—
i. এটি খুলনা ও রাজশাহী বিভাগকে সংযুক্ত করেছে
ii. এতে যাতায়াতের জন্য সড়ক ও রেলপথ উভয়ই রয়েছে
iii. এটি নির্মাণ করতে বড় ধরনের বিদেশি আর্থিক সহায়তা নেওয়া হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. বাংলাদেশে উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা কঠিন, কারণ—
i. নদীমাতৃক এদেশে বড় বড় অনেক নদী রয়েছে
ii. পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব
iii. সড়ক নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১. সড়কপথের অনগ্রসরতা দূরীকরণের পদক্ষেপ—
i. সড়কসমূহ প্রশস্ত করা
ii. উঁচু করে সড়ক নির্মাণ করা
iii. পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও নির্মাণসামগ্রী সরবরাহ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩২ ও ৩৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব হাফিজ মানিকগঞ্জের একজন ব্যবসায়ী। তাকে প্রতি সপ্তাহে একবার ঢাকার ইসলামপুর থেকে পণ্য আনতে হয়।

৩২. জনাব হাফিজ কোন পথে পণ্য আনয়ন করেন?
ক সড়কপথ খ রেলপথ
গ আকাশপথ ঘ সমুদ্রপথ

৩৩. উক্ত পথে পণ্যটি আনার সুবিধা—
i. স্বল্প খরচের রেলপথ ব্যবস্থা
ii. দ্রুত পণ্য পরিবহন
iii. পণ্যের ক্ষতির সম্ভাবনা কম
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

বাংলাদেশের রেলপথ ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ১৮৮

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থায় রেলপথের ব্যাপক প্রাধান্য রয়েছে। এদেশে রেলপথের পরিমাণ অল্প হলেও ভারী দ্রব্য পরিবহন, শিল্প ও কৃষিজ দ্রব্য, যাত্রী পরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রে রেলপথ উত্তম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

৩৪. বাংলাদেশের রেলপথ কয় ধরনের? [কু. বো. '২৪]
ক ১ খ ২
গ ৩ ঘ ৪

৩৫. বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ কম থাকার কারণ— [সি. বো. '২৪]
i. নিম্নভূমি ও মৃত্তিকা
ii. সমতল ভূমি
iii. বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৬. বাংলাদেশের মিটার গেজ রেলপথের দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার? [সি. বো. '২৪; রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ৩৭৫ কিলোমিটার খ ৪৭৪ কিলোমিটার
গ ৬৫৯ কিলোমিটার ঘ ১,৮৪৩ কিলোমিটার

৩৭. কোন কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে রেলপথ নাই? [সি. বো. '২৪]
ক নিম্নভূমি খ বন্ধুর ভূমিরূপ
গ মৃত্তিকার বুনন ঘ নদীবহুল ভূ-প্রকৃতি

৩৮. কোন জেলায় রেলপথ নাই? [চা. বো. '২০]
ক রংপুর খ দিনাজপুর
গ মাদারিপুর ঘ চাঁদপুর

৩৯. ব্রডগেজ রেলপথের প্রস্থ কত মিটার? [চা. বো. '২০; নবাব ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
ক ১ খ ১.৬৮
গ ২ ঘ ২.১৭

৪০. নিচের কোন জেলায় রেলপথ নেই? [কু. বো. '২০; সকল বোর্ড '১৬]
ক ফরিদপুর খ টাঙ্গাইল
গ নাটোর ঘ বরিশাল

৪১. ১.৬৮ মিটার প্রস্থের রেলপথকে কী বলে? [চ. বো. '২০; সকল বোর্ড '১৮]
ক মিটার গেজ খ কিলোগেজ
গ ডুয়েল গেজ ঘ ব্রড গেজ

৪২. রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে ব্রডগেজ রেলপথ কত কিলোমিটার? [সি. বো. '২০; ব. বো. '২৪]
ক ৩৭৫ খ ৬৫৯
গ ১,৮৪৩ ঘ ৫,৪০০

৪৩. বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলস্টেশন কোনটি? [ব. বো. '১৯]
ক গোরীপুর খ ঈশ্বরদী
গ কমলাপুর ঘ আখাউড়া

৪৪. কত মিটার প্রস্থ রেলপথকে মিটারগেজ বলে? [সি. বো. '১৯]
ক ১.০০ খ ১.৫০
গ ১.৬৮ ঘ ১.৮৫

৪৫. কোন জেলায় রেলপথ নেই? [সকল বোর্ড '১৮]
i. রাঙামাটি
ii. মাদারীপুর
iii. মেহেরপুর
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও ii

৪৬. বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ কম থাকার কারণ হলো— [সকল বোর্ড '১৭]
i. মৃত্তিকার বুনন দুর্বল
ii. নদনদীর আধিক্য
iii. বন্ধুর ও উঁচু-নিচু ভূপ্রকৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৪৭. ব্রডগেজ রেলপথ দেখা যায় কোন বিভাগে? [হাজী রুস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক ঢাকা খ চট্টগ্রাম
ঘ সিলেট ঘ খুলনা

৪৮. কোন জেলায় রেলপথ নেই?
[মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর : ক-সেট]
(ক) চট্টগ্রাম (খ) রাঙামাটি
খ (গ) ফরিদপুর (ঘ) মুন্সিগঞ্জ

৪৯. দেশের প্রধান বন্দর, শহর, বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ সাধন করেছে কোন পথ?
(ক) সড়কপথ (খ) রেলপথ
খ (গ) নৌপথ (ঘ) আকাশপথ

৫০. রেলপথের যানবাহন কোনটি?
(ক) স্টীমার (খ) লঞ্চ
ঘ (গ) প্লেন (ঘ) ট্রেন

৫১. যমুনা নদীর পশ্চিমাংশে কোন ধরনের রেলপথ আছে?
(ক) মিটারগেজ (খ) ন্যারোগেজ
গ (গ) ব্রডগেজ (ঘ) এক্সট্রাগেজ

৫২. বর্তমানে ব্রডগেজ রেলপথের দৈর্ঘ্য কত?
(ক) ৬৬০ কিমি. (খ) ৬৫৯ কিমি.
খ (গ) ৬৯৫ কিমি. (ঘ) ৫৫৯ কিমি.

৫৩. বাংলাদেশে ডুয়েল রেলপথ কত কিলোমিটার?
(ক) ৩৬৫ কিমি. (খ) ৩৭৫ কিমি.
খ (গ) ৪৫৫ কিমি. (ঘ) ৪৬৫ কিমি.

৫৪. বাংলাদেশে মোট রেলপথ আছে কত কি. মি.?
(ক) ২৬৯০ কি. মি. (খ) ২৮৯১ কি. মি.
ঘ (গ) ২৭৯৩ কি. মি. (ঘ) ২৮৭৭ কি. মি.

৫৫. বর্তমানে জামতৈল থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ডুয়েল গেজ রেলপথের দূরত্ব কত কিমি.?
(ক) ৩০৬ কিমি. (খ) ৩৭৫.০০ কিমি.
খ (গ) ৩৫৬ কিমি. (ঘ) ৩৬০.৮৩ কিমি.

৫৬. যমুনা নদীর পূর্বাংশে কী ধরনের রেলপথ চালু আছে?
(ক) ব্রডগেজ (খ) মিটারগেজ ও ডুয়েলগেজ
খ (গ) ন্যারোগেজ (ঘ) সবগুলো

৫৭. কোনটি রেলওয়ে ফেরিঘাট?
(ক) পাটুরিয়াঘাট ও দৌলদিয়াঘাট (খ) তিস্তামুখঘাট ও বাহাদুরাবাদঘাট
খ (গ) মাওয়াঘাট ও কাওরাকান্দি (ঘ) আরিচাঘাট ও নগরবাড়িঘাট

৫৮. বাংলাদেশে সর্বমোট কয়টি রেলস্টেশন রয়েছে?
(ক) ৪০৪টি (খ) ৪৩০টি
গ (গ) ৪৭৪টি (ঘ) ৪৩৪টি

৫৯. কোন বিভাগে ব্রডগেজ রেলপথ নেই?
(ক) ঢাকা (খ) রাজশাহী
গ (গ) চট্টগ্রাম (ঘ) খুলনা

৬০. কোনটি রেলওয়ে জংশন নয়?
(ক) লাকসাম (খ) আখাউড়া
ঘ (গ) সান্তাহার (ঘ) হাজিগঞ্জ

৬১. আমদানিকৃত বৃহৎ কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ঢাকায় পরিবহন সবচেয়ে সুবিধাজনক—
(ক) রেলপথে (খ) নদীপথে
ক (গ) সড়কপথে (ঘ) আকাশপথে

৬২. রেলপরিবহনের সমস্যা সমাধানের জন্য সবার আগে কোন ব্যবস্থাটি নেওয়া জরুরি?
(ক) সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন
(খ) রেলপরিবহনের আধুনিকীকায়ন
(গ) দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধ করা
ঘ (ঘ) সেবার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা

৬৩. বাংলাদেশে পার্বত্য অঞ্চলে রেলপথ তেমন নেই কেন?
(ক) দস্যুদের ভয়ে (খ) বৃষ্টিবহুল বলে
ঘ (গ) বন্যা কবলিত বলে (ঘ) পাহাড়-পর্বত বলে

৬৪. বাংলাদেশে রেলপথে সমস্যাগুলো হলো—
i. ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা
ii. ত্রুটিপূর্ণ সংকেত পদ্ধতি
iii. বগির অপ্রতুলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬৫. বাংলাদেশ রেলপথে—
i. ব্রডগেজ রেলপথ ৬৫৯ কি. মি.
ii. ডুয়েলগেজ রেলপথ ৩৭৫ কি. মি.
iii. মিটারগেজ রেলপথ ১৭০০ কি. মি.
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৬ থেকে ৬৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে বর্তমানে ঢাকা থেকে রেলের মাধ্যমে, যমুনা নদীর উভয় পাশে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এর প্রভাব যাত্রী পরিবহন ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়।

৬৬. নদীটির পূর্বাংশে কোন ধরনের রেলপথ চালু আছে?
(ক) ব্রডগেজ (খ) ডুয়েলগেজ
গ (গ) মিটারগেজ (ঘ) ন্যারোগেজ

৬৭. ঢাকার কমলাপুর কীভাবে সারাদেশে যোগাযোগ রক্ষা করে?
(ক) নদীপথের মাধ্যমে (খ) রেলপথের মাধ্যমে
খ (গ) সড়কপথের মাধ্যমে (ঘ) আকাশপথের মাধ্যমে

৬৮. উল্লিখিত পরিবহনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে জরুরি—
i. সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
ii. রেল পরিবহনের আধুনিক কায়ন
iii. বেসরকারিকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের মানচিত্রটি দেখে ৬৯ ও ৭০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

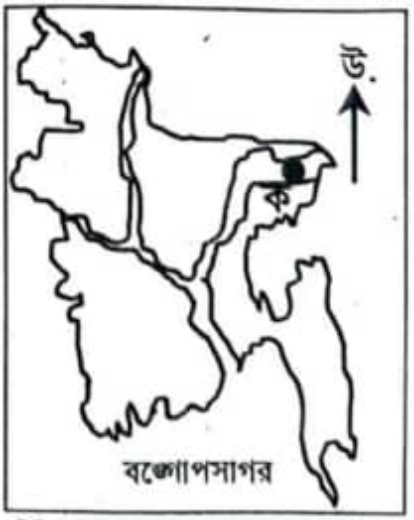

৬৯. চিত্রে ক চিহ্নিত অংশে রেলপথের কোন অংশটি বিদ্যমান?
(ক) চট্টগ্রাম (খ) ঢাকা
গ (গ) সিলেট (ঘ) যশোর

৭০. চিত্রে ক অঞ্চলটি থেকে ঢাকা আসতে কোন পথ উত্তম?
(ক) সড়কপথ (খ) নদীপথ
গ (গ) রেলপথ (ঘ) আকাশপথ

বাংলাদেশের নৌপথ ▸ পাঠাবই: পৃষ্ঠা ১৯০

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় সর্বত্র নদী জালের মতো ছড়িয়ে আছে। তাই এখানে সমৃদ্ধ নৌপথ গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে মোট অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ আছে ৮,৪০০ কি.মি.। এর মধ্যে সারা বছর চলে ৫,৪০০ কি.মি. এবং ৩,০০০ কি.মি. শুধু বর্ষাকালে ব্যবহার করা যায়।

৭১. নিচের কোনটি নদীবন্দর? [ব. বো. '২৪]
ক চাঁদপুর খ দিনাজপুর
গ রংপুর ঘ সৈয়দপুর

৭২. তারেক একজন কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য বরিশাল থেকে ঢাকায় পাইকারি বিক্রি করেন। তারেকের পরিবহন খরচ কম হবে কোন পথে? [ব. বো. '২৪]
ক সড়ক খ নৌ
গ রেল ঘ আকাশ

৭৩. বরিশাল অঞ্চলের প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা নৌপথ। কারণ– [রা. বো. '২০]
i. উঁচুভূমির অবস্থান
ii. অসংখ্য নদীর অবস্থান
iii. ভূমির গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৪ ও ৭৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রমজান তার উৎপাদিত পণ্য বরিশাল থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তিনি যে পথ ব্যবহার করেন তাতে সময় একটু বেশি লাগলেও পরিবহন খরচ কম হয়। [ব. বো. '২০]

৭৪. রমজান কোন পথ ব্যবহার করেন?
ক নৌপথ খ রেলপথ
গ সড়কপথ ঘ আকাশপথ

৭৫. উদ্দীপকের পরিবহনটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে–
i. পণ্য পরিবহন করে
ii. যাত্রী পরিবহন করে
iii. পর্যটক আকর্ষণ করার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৬. বাংলাদেশে কত কিলোমিটার নাব্য জলপথ আছে? [ব. বো. '১৯]
ক ৮,৪০০ খ ৫,৪০০
গ ৪,৩২৩ ঘ ৩,০০০

৭৭. জলপথকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

৭৮. বাংলাদেশে সারাবছর নাব্য অভ্যন্তরীণ জলপথের দৈর্ঘ্য কত?
ক ৩,৪০০ কিমি খ ৫,৪০০ কিমি
গ ৮,৪০০ কিমি ঘ ৩,০০০ কিমি

৭৯. কত কিলোমিটার নৌপথ শুধু বর্ষাকালে ব্যবহার করা যায়?
ক ৫,৪০০ কিমি খ ৩,৪০০ কিমি
গ ৮,৪০০ কিমি ঘ ৩,০০০ কিমি

৮০. কোন অঞ্চলের নদীগুলো নৌ-চলাচলের জন্য বেশি উপযোগী?
ক দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল খ দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল
গ উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল ঘ উত্তর ও পূর্বাঞ্চল

৮১. বর্তমানে লঞ্চঘাটের সংখ্যা কয়টি?
ক ৩৬৭টি খ ৩৮০টি
গ ৩৭৫টি ঘ ৩৫৬টি

৮২. বর্তমানে ফেরিঘাটের সংখ্যা কয়টি?
ক ৩৬টি খ ৩৭টি
গ ৩৫টি ঘ ৫৩টি

৮৩. বাংলাদেশের অন্যতম নদীবন্দর ও শিল্পকেন্দ্র কোনটি?
ক নারায়ণগঞ্জ খ টঙ্গি
গ সাভার ঘ সিরাজগঞ্জ

৮৪. চাঁদপুর থেকে টাটকা ইলিশ মাছ ঢাকায় আনার জন্য যে নদীপথটি ব্যবহৃত হয় সেটি হলো–
ক মেঘনা-শীতলক্ষ্যা খ পদ্মা-মেঘনা
গ পদ্মা-বুড়িগঙ্গা ঘ বুড়িগঙ্গা-মেঘনা

৮৫. নৌযান চলাচলের ক্ষেত্রে নৌপথের প্রধান সমস্যা–
i. নদীর নাব্যতা হ্রাস
ii. যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার অভাব
iii. দক্ষ চালক ও নাবিকের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৬. নৌ চলাচলের জন্য বেশি উপযোগী–
i. দেশের দক্ষিণাঞ্চল
ii. দেশের উত্তরাঞ্চল
iii. দেশের পূর্বাঞ্চল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৭. বাংলাদেশে নৌপথের সমস্যা সমাধানের উপায় হলো–
i. অধিকসংখ্যক আধুনিক নৌযান সরবরাহ করা
ii. যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা
iii. ভাড়ার হার হ্রাস করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৮. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীপথের অবদান ব্যাপক। কারণ–
i. মোট অভ্যন্তরীণ পণ্যের শতকরা ৩৫ ভাগ পণ্য নৌপথে পরিবাহিত হয়
ii. বৈদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্য মূলত নৌপথকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে
iii. নদীপথ ব্যতীত ব্যবসায়-বাণিজ্য অসম্ভব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৯. দক্ষিণাঞ্চলে জলপথ প্রধান কারণ–
i. নদীবহুল
ii. বন্যা কবলিত হয়
iii. কঠিন মৃত্তিকার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯০. যমুনা সেতুর অর্থায়নে রয়েছে–
i. বাংলাদেশ ব্যাংক
ii. বিশ্বব্যাংক ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক
iii. জাপান সরকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৯১. নৌ দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; যেমন–
i. বিদ্যমান নৌযান আইনের যথাযথ প্রয়োগ
ii. নৌ চলাচলের উপযোগী আধুনিক নৌযানের সংখ্যা বৃদ্ধি
iii. যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

বাংলাদেশের সমুদ্রপথ ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ১৯২

দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সমুদ্রপথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমুদ্রবন্দর গড়ে উঠার জন্য উপযুক্ত পোতাশ্রয়, উপকূলের গভীরতা, সুবিস্তৃত সমভূমি, জলবায়ু প্রয়োজন।

৯২. সমুদ্রপথ গড়ে উঠার ভৌগোলিক কারণ হলো— [ব. বো. '২৪]
i. পোতাশ্রয়
ii. নিম্নভূমি
iii. উপকূলের গভীরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৩. মংলা বন্দর দিয়ে দেশের মোট রপ্তানির শতকরা কত ভাগ সম্পন্ন হয়? [ঢা. বো. '২০]
ক ৮৫ খ ৮০
গ গ ১৩ ঘ ৮

৯৪. কোনটির উপস্থিতির কারণে ঝড়-ঝাপটা, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতির কবল থেকে জাহাজ রক্ষা পায়? [দি. বো. '২০]
ক উপকূলের গভীরতা খ পোতাশ্রয়
খ গ সুবিস্তৃত সমভূমি ঘ জলবায়ু

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯৫ ও ৯৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সজল একজন কম্পিউটার ব্যবসায়ী। প্রতিবছর তিনি ভারত থেকে জরুরি ভিত্তিতে কম্পিউটার আমদানি করেন। [সকল বোর্ড '১৬]

৯৫. সজল কোন পথে কম্পিউটার আমদানি করেন?
ক সমুদ্রপথে খ সড়কপথে
গ গ আকাশপথে ঘ রেলপথে

৯৬. উক্ত পথে পণ্যটি আনার সুবিধা হলো—
i. সময়ের সাশ্রয়
ii. পরিবহন খরচ কম
iii. যন্ত্রাংশের ক্ষতির সম্ভাবনা কম
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৭. সমুদ্রবন্দর গড়ে উঠার অন্যতম ভৌগোলিক কারণ কোনটি?
ক পোতাশ্রয় খ গভীর সমুদ্র
গ গ সুবিস্তৃত সমভূমি ঘ অনুকূল জলবায়ু

৯৮. বাংলাদেশে কয়টি সমুদ্রবন্দর আছে?
ক ২টি খ ৩টি
খ গ ৪টি ঘ ৫টি

৯৯. বাংলাদেশের কত ভাগ মোট রপ্তানি বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়?
ক ৭০ ভাগ খ ৮৫ ভাগ
গ গ ৮০ ভাগ ঘ ৬০ ভাগ

১০০. মংলা সমুদ্রবন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক কর্ণফুলী খ যমুনা
গ গ পশুর ঘ ধলেশ্বরী

১০১. কোন বন্দর দিয়ে মোট আমদানির ৮৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৮০ শতাংশে বাণিজ্য সম্পন্ন হয়?
ক মংলা খ চট্টগ্রাম
খ গ চাঁদপুর ঘ নারায়ণগঞ্জ

১০২. বাংলাদেশের কত ভাগ মোট রপ্তানি বাণিজ্য মংলা বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়?
ক ৫ ভাগ খ ৭ ভাগ
গ গ ১৩ ভাগ ঘ ১০ ভাগ

১০৩. বাংলাদেশের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর কোনটি?
ক চট্টগ্রাম খ মংলা
ক গ চাঁদপুর ঘ পায়রা

১০৪. কোন শিল্পজাত পণ্যটি বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্য?
ক যন্ত্রপাতি খ পাটজাত দ্রব্য
ক গ চামড়া ঘ তেলবীজ

১০৫. নিচের কোন শহরটিকে বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার বলা হয়?
ক চট্টগ্রাম খ ঢাকা
ক গ খুলনা ঘ সিলেট

১০৬. চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক কর্ণফুলী নদী খ মেঘনা নদী
ক গ পশুর নদী ঘ সাঙ্গু নদী

১০৭. বাংলাদেশের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর কোনটি?
ক চাঁদপুর খ পায়রা
গ গ মংলা ঘ চট্টগ্রাম

১০৮. মংলা সমুদ্রবন্দর কোন দুটি নদীর মিলনস্থলে অবস্থিত?
ক মংলা ও ভৈরব খ পশুর ও মংলা
খ গ রূপসা ও মংলা ঘ পশুর ও শিবসা

বাংলাদেশের আকাশপথ ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ১৯২

দ্রুত ডাক চলাচল এবং পচনশীল দ্রব্য পরিবহনে আকাশপথের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া যাত্রী পরিবহন, যুদ্ধবিগ্রহ এবং ত্রাণ বিতরণেও আকাশপথের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

১০৯. নিচের কোন স্থানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে? [রা. বো. '১৯]
ক রাজশাহী খ যশোর
ঘ গ বরিশাল ঘ সিলেট

■ নিচের মানচিত্রটি লক্ষ করে ১১০ ও ১১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

[কু. বো. '১৯]

১১০. উদ্দীপকে চিহ্নিত স্থানসমূহ কোন পথের নির্দেশ করে?
ক রেলপথ খ আকাশপথ
খ গ সড়কপথ ঘ নদীপথ

১১১. উক্ত পথের গুরুত্ব—
i. শিক্ষা ক্ষেত্রে
ii. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে
iii. স্বল্প মূল্যে পণ্য পরিবহনে
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১২. আশিক দিনাজপুরে থাকে। সে আকাশপথে ঢাকা যেতে চায়। তার নিকটতম বিমানবন্দর হলো— [সকল বোর্ড '১৮]
(ক) সৈয়দপুর (খ) যশোর
ক (গ) বরিশাল (ঘ) রাজশাহী

১১৩. কোন ধরনের দ্রব্য পরিবহনের জন্য আকাশপথ ভালো? [সকল বোর্ড '১৫]
(ক) শিল্পজাত (খ) খাদ্যশস্য
গ (গ) পচনশীল (ঘ) ভারীমাল

১১৪. আকাশপথে পণ্য পরিবহনে সুবিধা— [... উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]
i. সময়ের সাশ্রয়
ii. পরিবহন খরচ কম
iii. পণ্যের ক্ষতির সম্ভাবনা কম
নিচের কোনটি সঠিক?
খ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১৫. নিকুম 'ক' দেশে যাবার জন্য একটি পথ বেছে নিল। সেই পথটি কুয়াশা এবং ঝড়ঝঞ্ঝামুক্ত হতে হয়। এ পথটি খুব ব্যয়বহুল। নিকুম কোন পথ বেছে নিল? [মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর : ক-সেট]
(ক) আকাশ (খ) সড়ক
ক (গ) রেল (ঘ) নৌ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১৬ ও ১১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব রাইয়ান একজন কম্পিউটার ব্যবসায়ী। মুম্বাই থেকে প্রতি বছর তিনি কম্পিউটার আমদানি করেন। [চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল ও কলেজ; সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]

১১৬. জনাব রাইয়ান কোন পথে কম্পিউটার আমদানি করেন?
(ক) সড়কপথে (খ) রেলপথে
গ (গ) আকাশপথে (ঘ) সমুদ্রপথে

১১৭. উক্ত পথে পণ্যটি আনার সুবিধা—
i. সময়ের সাশ্রয়
ii. পরিবহন খরচ কম
iii. যন্ত্রাংশের ক্ষতির সম্ভাবনা কম
নিচের কোনটি সঠিক?
খ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১৮. দ্রুত যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের জন্য সবচেয়ে ভালো মাধ্যম কোনটি?
(ক) সড়কপথ (খ) রেলপথ
গ (গ) আকাশপথ (ঘ) নৌপথ

১১৯. বিমান অবতরণ এবং উড্ডয়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে কিসের প্রয়োজন?
(ক) সমতল ভূমি (খ) আকাশপথ
ক (গ) উর্বর ভূমি (ঘ) বন্ধুর ভূমিরূপ

১২০. কোন পথের জন্য কুয়াশামুক্ত ও ঝড়ঝঞ্ঝামুক্ত বন্দর প্রয়োজন?
(ক) সড়কপথ (খ) রেলপথ
গ (গ) আকাশপথ (ঘ) নৌপথ

১২১. বাংলাদেশে কয় ধরনের বিমান সার্ভিস রয়েছে?
(ক) চার ধরনের (খ) তিন ধরনের
গ (গ) দুই ধরনের (ঘ) এক ধরনের

১২২. বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কয়টি?
(ক) দুইটি (খ) তিনটি
খ (গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

১২৩. বাংলাদেশের প্রধান বিমানবন্দরের নাম কী?
(ক) শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (খ) ওসমানি বিমানবন্দর
ক (গ) শাহ আমানত বিমানবন্দর (ঘ) যশোর বিমানবন্দর

১২৪. বাংলাদেশে কোনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর?
(ক) সৈয়দপুর বিমানবন্দর (খ) বরিশাল বিমানবন্দর
গ (গ) শাহ আমানত বিমানবন্দর (ঘ) কক্সবাজার বিমানবন্দর

১২৫. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা রাখে না—
(ক) সড়কপথ (খ) রেলপথ
গ (গ) আকাশপথ (ঘ) নৌপথ

১২৬. বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কোনটি?
(ক) কক্সবাজার বিমানবন্দর (খ) ওসমানি বিমানবন্দর
গ (গ) সৈয়দপুর বিমানবন্দর (ঘ) যশোর বিমানবন্দর

১২৭. বাংলাদেশ বিমান সংস্থার প্রকৃত নাম কী?
(ক) বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স (খ) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
গ (গ) বাংলাদেশ বিমান (ঘ) বাংলাদেশ বিমান সংস্থা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২৮ ও ১২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ মালয়েশিয়ায় কাজ করতে যায়।

১২৮. উদ্দীপকে কোনটি যাত্রীরা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে?
(ক) আকাশপথ (খ) সমুদ্রপথ
ক (গ) নদীপথ (ঘ) সড়কপথ

১২৯. উক্ত ব্যবস্থাটি কোথায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে—
i. শিক্ষাক্ষেত্রে
ii. সংস্কৃতি ক্ষেত্রে
iii. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে
নিচের কোনটি সঠিক?
গ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩০ ও ১৩১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব সোয়াদ একজন পচনশীল পণ্য ব্যবসায়ী। মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিবছর তিনি পচনশীল পণ্য রপ্তানি করেন।

১৩০. জনাব সোয়াদ কোন পথে পচনশীল পণ্য রপ্তানি করেন?
(ক) সড়কপথ (খ) রেলপথ
গ (গ) আকাশপথ (ঘ) সমুদ্রপথ

১৩১. উক্ত পথে পণ্যটি আনার সুবিধা—
i. সময়ের সাশ্রয়
ii. পরিবহন খরচ কম
iii. পণ্যের ক্ষতির সম্ভাবনা কম
নিচের কোনটি সঠিক?
খ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জলিল সাহেব মৌসুমি ফলের ব্যবসা শুরু করলেন। ফল দ্রুত পচে যায় ও নষ্ট হয় দেখে তিনি দ্রুত ফলগুলো রপ্তানি করলেন। এতে অধিক মুনাফা হলো।

১৩২. জলিল সাহেব রপ্তানির জন্য কোন যোগাযোগ পথটি বেছে নিয়েছেন?
(ক) সড়কপথ (খ) রেলপথ
গ (গ) আকাশপথ (ঘ) নৌপথ

বাণিজ্য : অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ► পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ১১৩

মানুষের অভাব ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পণ্যদ্রব্য বিনিময় কার্যক্রমকে বাণিজ্য বলে। বাণিজ্যের মাধ্যমে মানুষের অভাব পূরণ হয় এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। বাণিজ্য প্রধানত দুই প্রকার। যথা— ১. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, ২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

১৩৩. বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় কোন দেশে? [কু. বো. '২০]
(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (খ) ভারতে
ক (গ) জার্মানিতে (ঘ) চীনে

১৩৪. বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিকৃত প্রাথমিক পণ্য কোনটি? [ব. বো. '২০]
(ক) চিংড়ি (খ) ভোজ্যতেল
ঘ (গ) তেলবীজ (ঘ) কাঁচা পাট

১৩৫. কোন দেশের সাথে বাংলাদেশ রপ্তানি বাণিজ্যে এগিয়ে আছে? [সি. বো. '১৯]
(ক) চীন (খ) ভারত
ঘ (গ) জাপান (ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

১৩৬. বাংলাদেশের সাথে চীনের কোন ধরনের বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান? [দি. বো. '১৯]

(ক) মোট আমদানি = মোট রপ্তানি (খ) মোট আমদানি > মোট রপ্তানি

খ (গ) মোট আমদানি < মোট রপ্তানি (ঘ) মোট আমদানি + মোট রপ্তানি

১৩৭. কোনগুলো বাংলাদেশের আমদানি পণ্য? [চ. বো. '১৯]

(ক) কয়লা ও চামড়া (খ) ইলেকট্রনিক ও লৌহসামগ্রী

খ (গ) পাট ও পাটজাত দ্রব্য (ঘ) সুতা ও তৈরি পোশাক

১৩৮. মংলা বন্দর দিয়ে মোট আমদানির প্রায় কত শতাংশে বাণিজ্য সম্পন্ন হয়? [সি. বো. '১৯]

(ক) ৮ (খ) ১৩

গ (গ) ৮০ (ঘ) ৮৫

১৩৯. বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে কোন দেশ থেকে? [সকল বোর্ড '১৮]

(ক) চীন (খ) ভারত

ক (গ) আমেরিকা (ঘ) জাপান

১৪০. বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় কোন দেশে? [বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ]

(ক) চীন (খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

খ (গ) ভারত (ঘ) পাকিস্তান

১৪১. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের কোথা থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়?

(ক) গ্রাম (খ) হাট

গ (গ) গ্রাম বা হাট (ঘ) গঞ্জ

১৪২. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কিসের সমন্বয় ঘটে?

(ক) চাহিদা ও উৎপাদনের (খ) উৎপাদন ও ভোগের

ঘ (গ) চাহিদা ও যোগানের (ঘ) চাহিদা ও ভোগের

১৪৩. চীন ও ভারতের সাথে বাংলাদেশের কী ধরনের বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান?

(ক) অসম বাণিজ্য (খ) সমবাণিজ্য

ক (গ) সমতালের বাণিজ্য (ঘ) অসমতালের বাণিজ্য

১৪৪. বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানির প্রায় ৭৫ ভাগ আসে কোন পণ্য থেকে?

(ক) পোশাক (খ) নীটওয়্যার

গ (গ) পোশাক ও নীটওয়্যার (ঘ) কৃষিপণ্য

১৪৫. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্যে ভূমিকা রাখে—

i. সড়কপথ

ii. রেলপথ

iii. রেলপথ ও নৌপথ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৪৬. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্যে ভূমিকা রাখে—

i. সড়কপথ

ii. রেলপথ

iii. রেলপথ ও নৌপথ

নিচের কোনটি সঠিক?

ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

আমদানি ও রপ্তানি পণ্য ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ১১৭

প্রকৃতি ও পরিবেশগত পার্থক্যের জন্য একেক অঞ্চলে একেক ধরনের পণ্য উৎপাদন হয়। ফলে চাহিদা অর্জনের জন্য বাণিজ্যের প্রয়োজন পড়ে। এ বাণিজ্য একই দেশের ভিন্ন অঞ্চলের সাথে হলে অভ্যন্তরীণ এবং ভিন্ন দেশের মধ্যে হলে বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আবার আমদানি ও রপ্তানি এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১৪৭. কোন দেশটি বাংলাদেশ হতে চা আমদানি করে?

(ক) কানাডা (খ) ভারত

গ (গ) জাপান (ঘ) চীন

১৪৮. ২০১৮-১৯ সালে বাংলাদেশ কত মিলিয়ন ইউএস ডলার দ্রব্য আমদানি করে?

(ক) ৩০,৯৮০.০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার

(খ) ৮৫,৮৬৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার

(গ) ৪০,৮৯৫.০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার

ঘ (ঘ) ৯৯,৮৬৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার

১৪৯. কোন দ্রব্যসমূহ বাংলাদেশ আমদানি করে থাকে?

(ক) কাচ, মোটরগাড়ি, চামড়া (খ) কাচ, মোটরগাড়ি, রেফ্রিজারেটর

খ (গ) কাচ, মোটরগাড়ি, তৈরি পোশাক (ঘ) কাচ, মোটরগাড়ি, চা

১৫০. বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য কোনটি?

(ক) খাদ্যসামগ্রী (খ) কৃষি যন্ত্রপাতি

গ (গ) চামড়া (ঘ) ওষুধ

১৫১. বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলো হলো—

(ক) শিশুখাদ্য, শিল্পের কাঁচামাল (খ) কৃষি যন্ত্রপাতি, খাদ্যসামগ্রী

গ (গ) কাপড়, মাছ ও হিমায়িত খাদ্য (ঘ) তৈরি পোশাক, কাঁচা পাট

১৫২. কোনগুলো বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য?

(ক) কয়লা, সিমেন্ট, ডিজেল (খ) সাইকেল, রেডিও, ঘড়ি

ঘ (গ) কাচ, মোটরগাড়ি, রবার (ঘ) পাট, চা, চামড়া

১৫৩. কোন পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে?

(ক) পাট ও পাটজাত দ্রব্য (খ) তৈরি পোশাক

খ (গ) চিংড়ি (ঘ) চা

১৫৪. তৈরি পোশাক থেকে আমাদের রপ্তানি আয় কত?

(ক) ৭৫% (খ) ৭০%

গ (গ) ৮৫% (ঘ) ৮০%

১৫৫. বাংলাদেশে মোট কয়টি চা বাগান রয়েছে?

(ক) ১৬৮টি (খ) ১৫৮টি

ক (গ) ১৬৮টি (ঘ) ১৭৮টি

১৫৬. বাংলাদেশের প্রধান শিল্পজাত আমদানি পণ্য কোনটি?

(ক) গম (খ) তেলবীজ

গ (গ) মূলধনী পণ্য (ঘ) ভোজ্য তেল

১৫৭. কোন কোন দেশ বাংলাদেশের কাঁচা পাটের প্রধান ক্রেতা?

(ক) যুক্তরাজ্য, জাপান, ভারত (খ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, চীন

গ (গ) চীন, ইতালি, বেলজিয়াম (ঘ) কুয়েত, সৌদি আরব, লেবানন

১৫৮. কোন কোন দেশ বাংলাদেশের কাঁচাপাটের প্রধান ক্রেতা?

(ক) পাকিস্তান ও আফগানিস্তান (খ) পাকিস্তান ও ভারত

গ (গ) ভারত ও শ্রীলংকা (ঘ) ভারত ও ভুটান

১৫৯. বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চায়ের স্থান—

(ক) পঞ্চম (খ) ষষ্ঠ

গ (গ) সপ্তম (ঘ) অষ্টম

১৬০. ২০১৮-১৯ সালে বাংলাদেশ কত কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানি করে?

(ক) ৪১,৭১৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার (খ) ৫১,৭১৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার

গ (গ) ৭১,৭১৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার (ঘ) ২৭,৬৫২.৮০ মিলিয়ন ইউএস

১৬১. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য বাংলাদেশের কততম স্থান অধিকারী রপ্তানি দ্রব্য?

(ক) প্রথম স্থান (খ) দ্বিতীয় স্থান

গ (গ) তৃতীয় স্থান (ঘ) চতুর্থ স্থান

১৬২. বর্তমানে আমাদের দেশের রপ্তানিতে কত ভাগ আয় হচ্ছে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার থেকে?

(ক) ৬০ ভাগ (খ) ৬৫ ভাগ

গ (গ) ৭০ ভাগ (ঘ) ৭৫ ভাগ

১৬৩. বাংলাদেশ কোন দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি আমদানি করে?

(ক) চীন (খ) ভারত

ক (গ) জাপান (ঘ) রাশিয়া

১৬৪. বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যজাত দ্রব্য—

i. পোশাক

ii. চিংড়ি

iii. চা

নিচের কোনটি সঠিক?

ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় A+ গ্রেড সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নের মান ২

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৮৬

প্রশ্ন ১। পরিবহন ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ এবং মালপত্র ও লোক চলাচলের মাধ্যমকে পরিবহন ব্যবস্থা বলে। পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যম হলো তিনটি। যথা– স্থল, জল এবং আকাশপথ। স্থলপথের মধ্যে রয়েছে সড়কপথ ও রেলপথ।

প্রশ্ন ২। বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থাকে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

উত্তর : বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থাকে নিচে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো–

বাংলাদেশের সড়কপথ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৮৬

প্রশ্ন ৩। সড়কপথ গড়ে ওঠার অনুকূল অবস্থা সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : সড়কপথ গড়ে ওঠার অনুকূল অবস্থা সম্পর্কে নিচে লেখা হলো–

- সমতলভূমি সড়কপথ গড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে অনেক সড়কপথ গড়ে উঠেছে।
- মৃত্তিকার বুনন যদি স্থায়ী বা মজবুত হয় তবে বৃষ্টিতে কম ক্ষয় হয়। শক্ত মৃত্তিকার উপর সড়কপথ গড়ে উঠলে তা স্থায়ী হয়।
- সমুদ্র উপকূলে বন্দর গড়ে ওঠে। বন্দর ও শিল্পক্ষেত্রকে কেন্দ্র করেও অনেক সড়কপথ গড়ে ওঠে। এজন্য মংলা এবং চট্টগ্রাম ও অন্যান্য শিল্প অঞ্চলে সড়কপথ গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ৪। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সড়কপথ কম কেন?

উত্তর : নিম্নভূমি ও নদীপূর্ণ অঞ্চলে বেশি কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণে খরচ বেশি হয়। এজন্য এ সকল অঞ্চলে সড়কপথ কম গড়ে ওঠে। তাই বাংলাদেশের সিলেটের হাওর অঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে সড়কপথ কম। নৌপথ এ অঞ্চলে অগ্রাধিকার পায়।

প্রশ্ন ৫। সড়কপথ গড়ে ওঠার পেছনে বন্ধুর ভূপ্রকৃতি এবং ভূমির ঢাল প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে কেন?

উত্তর : সড়কপথ গড়ে ওঠার পেছনে বন্ধুর ভূপ্রকৃতি এবং ভূমির ঢাল প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করার কারণ নিম্নরূপ –

- উঁচুনিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় সড়কপথ নির্মাণ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে সড়কপথ আছে, কিন্তু কম।
- ঢালযুক্ত স্থানে সড়কপথ তৈরি করা কষ্টকর ও ব্যয়বহুল। এতে গাড়ির জ্বালানি খরচ বেশি হয়। অর্থাৎ বেশি ঢাল সড়কপথ তৈরির ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। এজন্য বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সড়কপথের ঘনত্ব কম।

প্রশ্ন ৬। ঢাকাকেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ যোগাযোগে সড়কপথের দুটি রুট উল্লেখ কর।

উত্তর : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগে সড়কপথ ঢাকাকেন্দ্রিক। রুটসমূহ নিম্নরূপ :

- ঢাকা : আরিচা নগরবাড়ি হয়ে পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও তেঁতুলিয়া।
- ঢাকা : কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও টেকনাফ।

বাংলাদেশের রেলপথ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৮৮

প্রশ্ন ৭। বাংলাদেশে কয় ধরনের রেলপথ রয়েছে, ছকাকারে তা উপস্থাপন কর।

উত্তর : বাংলাদেশে তিন ধরনের রেলপথ রয়েছে। নিচে তা ছকাকারে উপস্থাপন করা হলো–

প্রশ্ন ৮। রেলপথ গড়ে ওঠার অনুকূল দুটি অবস্থা সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : নিচে রেলপথ গড়ে ওঠার অনুকূল দুটি অবস্থা সম্পর্কে লেখা হলো–

- সমতলভূমি রেলপথ নির্মাণের জন্য সুবিধাজনক। এতে খরচ কম হয় ও সহজে নির্মাণ করা যায়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চল সমতল। এজন্য পাহাড়ি, বনাঞ্চল ও জলাভূমি ছাড়া প্রায় সব স্থানেই রেলপথ গড়ে উঠেছে।
- সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে বন্দর গড়ে ওঠে। এই বন্দরের কারণে অন্যান্য সমস্যা থাকলেও রেলপথ গড়ে ওঠে। এজন্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল বাদ দিয়ে বন্দরকে কেন্দ্র করে সমতলভূমিতে রেলপথ গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ৯। রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে এমন পাঁচটি বিষয় উল্লেখ কর।

উত্তর : নিচে রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে এমন পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করা হলো–

- কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ।
- কাঁচামাল ও জনসাধারণের নিয়মিত চলাচল।
- উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ।
- শ্রমিক স্থানান্তর।
- কর্মসংস্থান তথা বাংলাদেশের সুসম অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও পুনর্গঠন।

প্রশ্ন ১০। কোন অঞ্চলগুলোতে রেলপথ নেই? লেখ।

উত্তর : যেসব অঞ্চলে রেলপথ নেই নিচে তা উল্লেখ করা হলো–

- খাগড়াছড়ি
- রাঙামাটি
- বান্দরবান
- বরিশাল
- পটুয়াখালী
- মাদারিপুর
- শরীয়তপুর
- মেহেরপুর
- কক্সবাজার
- লক্ষ্মীপুর

প্রশ্ন ১১। কোনো অঞ্চলে রেলপথ গড়ে না ওঠার কারণগুলো লেখ।

উত্তর : রেলপথ যেকোনো অঞ্চলে যোগাযোগের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু রেলপথ সব অঞ্চলে গড়ে ওঠে না। বিশেষ করে যেসব এলাকা বন্ধুর প্রকৃতির বা উঁচুনিচু সেসব এলাকায় রেলপথ নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত না হলে ঐ অঞ্চলে রেলপথ গড়ে ওঠে না। এছাড়া যে অঞ্চলে নদী বেশি থাকে ঐ অঞ্চলে রেলপথ গড়ে ওঠাও বেশ কঠিন।

বাংলাদেশের নৌপথ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৯০

প্রশ্ন ১২। বাংলাদেশে নৌপথ গড়ে ওঠার দুটি কারণ উল্লেখ কর।

উত্তর : বাংলাদেশে নৌপথ গড়ে ওঠার দুটি কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো–

- নিম্নভূমি সহজে বন্যা কবলিত হয়, ফলে সড়কপথ ও রেলপথ গড়ে উঠতে পারে না। এজন্য সিলেট অঞ্চলের হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলের ফরিদপুর, ভোলা, মাদারিপুর ও বরিশাল অঞ্চলে নৌপথ প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- স্বাভাবিকভাবেই নদীবহুল অঞ্চলে সড়ক ও রেল যোগাযোগ সহজে গড়ে ওঠে না। ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নৌপথই বেশি ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ১৩। নৌপথ সাশ্রয়ী পথ কেন?

উত্তর : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশে অসংখ্য নদী জালের মতো ছড়িয়ে আছে। নৌপথে নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার প্রভৃতি চলাচল করে। প্রকৃতিপ্রদত্ত এ পথে কোনো নির্মাণ ব্যয় নেই। এছাড়া এ পথে চলাচলকারী নৌকা, লঞ্চ ও স্টিমার নির্মাণ ব্যয়ও তুলনামূলক কম। সবকিছু মিলে নৌপথে যাতায়াত খরচ অন্য পথের তুলনায় কম। তাই নৌপথ সাশ্রয়ী।

প্রশ্ন ১৪। দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে নৌপথ উন্নতি লাভ করার কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : নদীপথ বাংলাদেশের সুলভ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা।

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অসংখ্য নদ-নদী জালের ন্যায় ছড়িয়ে আছে। ফলে এই অঞ্চলে রাস্তা-ঘাট বা রেলপথ তৈরি করতে হলে প্রচুর ছোট-বড় সেতু, কালভার্ট প্রভৃতি তৈরি করা প্রয়োজন যা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। এ কারণে আমাদের দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে উন্নত সড়ক ও রেল যোগাযোগ গড়ে উঠেনি বরং স্বল্প ব্যয়ের নৌপথভিত্তিক যোগযোগ ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করেছে।

প্রশ্ন ১৫। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নদীবন্দরের নাম লেখ।

উত্তর : নিচে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নদীবন্দরের নাম লেখা হলো–

- ঢাকা
- নারায়ণগঞ্জ
- মুন্সিগঞ্জ
- গোয়ালন্দ
- বরিশাল
- খুলনা
- ভৈরববাজার
- আশুগঞ্জ
- মোহনগঞ্জ
- চাঁদপুর
- ঝালকাঠি
- আরিচা
- আজমিরীগঞ্জ
- মাদারিপুর

সমুদ্রপথ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৯২

প্রশ্ন ১৬। সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার প্রধান দুটি ভৌগোলিক কারণ লেখ।

উত্তর : সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার প্রধান দুটি ভৌগোলিক কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো–

- পোতাশ্রয় থাকলে ঝড়-ঝাপটা, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতির কবল থেকে জাহাজ রক্ষা পায়।
- বন্দরের উপকূলস্থ সমুদ্র বেশ গভীর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে সব ধরনের আধুনিক জাহাজ বন্দরে যাতায়াত করতে পারে।

প্রশ্ন ১৭। বাংলাদেশের প্রধান দুটি সমুদ্রবন্দর দিয়ে কত শতাংশ বাণিজ্য হয়ে থাকে?

উত্তর : চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে দেশের মোট আমদানির প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৮০ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। মংলা বন্দর দিয়ে মোট রপ্তানির প্রায় ১৩ শতাংশ এবং আমদানির প্রায় ৮ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়।

প্রশ্ন ১৮। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পোতাশ্রয় গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে জলপথেই বেশি পরিমাণ বাণিজ্য পরিচালিত হয়। আর এসব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারী মালামাল ও যাত্রী নৌপথে জাহাজে আসে এবং তা এই পোতাশ্রয়ে এসেই ভিড় জমায়। যদি কোনো দেশে পোতাশ্রয়ই না থাকে তবে ঐ দেশে জলপথে বাণিজ্য সম্ভব নয়। এ কারণে বাণিজ্যের জন্য পোতাশ্রয় এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের আকাশপথ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৯২

প্রশ্ন ১৯। দ্রুত যোগাযোগে আকাশপথ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর : দ্রুত ডাক চলাচল এবং পচনশীল দ্রব্য প্রেরণেও আকাশপথের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি জাতীয় দুর্যোগের সময় আকাশপথ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে আকাশপথকে বাদ দিয়ে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ কল্পনাও করা যায় না।

প্রশ্ন ২০। বাংলাদেশে কয়টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে? কী কী?

উত্তর : বাংলাদেশে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে। বিমানবন্দর তিনটি হলো–

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।
- চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।
- সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং

প্রশ্ন ২১। আকাশপথ গড়ে ওঠার জন্য কোন দুটি বিষয় আবশ্যক?

উত্তর : আকাশপথ গড়ে ওঠার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় দুটি হলো–

- বিমান অবতরণ এবং উড্ডয়নের জন্য পর্যাপ্ত সমতলভূমি প্রয়োজন।
- আকাশপথের জন্য কুয়াশামুক্ত ও ঝড়ঝঞ্ঝামুক্ত বন্দর প্রয়োজন।

প্রশ্ন ২২। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কোন কোন রুটে বিমান চলাচল করে?

উত্তর : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিমান রুটগুলো হলো–

- কক্সবাজার
- যশোর
- রাজশাহী
- সৈয়দপুর
- বরিশাল

বাণিজ্য: অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৯৩, ১৯৪

প্রশ্ন ২৩। বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য। আমাদের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো একই স্থানে উৎপাদন বা তৈরি হয় না যার ফলে পণ্যগুলো বণ্টনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখনই বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন ২৪। বাণিজ্য কয় প্রকার ছক তৈরি করে দেখাও।

উত্তর : বাণিজ্যের কয় প্রকারভেদ নিচে ছক তৈরি করে দেখানো হলো–

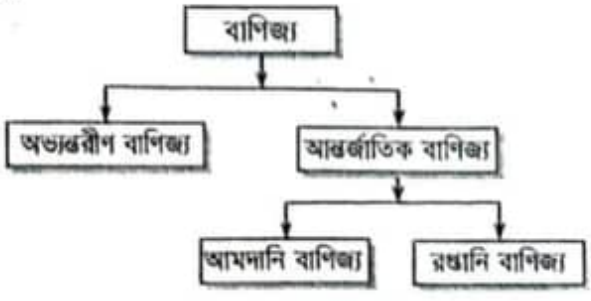

প্রশ্ন ২৫। **অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে কী বোঝ?**

উত্তর : দেশের অভ্যন্তরে পণ্যসামগ্রী আদান-প্রদান তথা ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।

আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সাধারণত গ্রাম বা হাট থেকে কাঁচামাল, খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হয় এবং উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য জেলা, সদর, গঞ্জ ও হাটে বণ্টন করা হয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেশের চাহিদা ও ভোগের সমন্বয় ঘটে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বাংলাদেশে যাতায়াত ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথ। এই পথগুলো বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ করে।

প্রশ্ন ২৬। **আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়?**

উত্তর : এক দেশ হতে অন্য দেশে খাদ্যশস্য ও শিল্পজাত দ্রব্য এবং কাঁচামাল আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যকে সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে এক দেশের উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রী ঘাটতিপূর্ণ দেশে আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পায়। এতে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিল্পায়নের অগ্রগতি সাধিত হয়।

আমদানি ও রপ্তানি পণ্য ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৯৫

প্রশ্ন ২৭। **আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি হলে কী ঘটে?**

উত্তর : দুটি দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে যদি একটি দেশের আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি হয় তাহলে ঐ দেশের উদ্বৃত্ত বাণিজ্য সংঘটিত হয়। যেমন— বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ পণ্য বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে তার থেকে বেশি রপ্তানি করে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উদ্বৃত্ত বাণিজ্য ঘটছে।

প্রশ্ন ২৮। **আমাদের দেশে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য থাকছে না কেন?**

উত্তর : রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হয় বিধায় আমাদের দেশে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য থাকছে না। আমাদের দেশে কিছু কাঁচামাল, কৃষিপণ্য, তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি করে। তার বিপরীতে শিশুখাদ্য, কৃষিপণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্য ব্যাপকভাবে আমদানি করে থাকে। যার দরুন আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য থাকছে না।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় A+ গ্রেড জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৮৬

প্রশ্ন ১। যাতায়াত ব্যবস্থা কাকে বলে? [দি. বো. '২০; চ. বো. '১৯]

উত্তর : বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগের মাধ্যম এবং মালপত্র ও লোক চলাচলের মাধ্যমকে যাতায়াত ব্যবস্থা বলে।

প্রশ্ন ২। বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা কত প্রকার?

উত্তর : বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা ৪ প্রকার।

বাংলাদেশের সড়কপথ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৮৬

প্রশ্ন ৩। বর্তমানে জাতীয় মহাসড়কের পরিমাণ কত?

উত্তর : বর্তমানে জাতীয় মহাসড়কের পরিমাণ ২১,২৭২ কিমি.।

প্রশ্ন ৪। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সড়কপথ কোন কেন্দ্রিক?

উত্তর : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সড়কপথ ঢাকা কেন্দ্রিক।

প্রশ্ন ৫। সড়কপথে দেশের সকল স্থানে যাওয়া যায় কেন?

উত্তর : সড়কপথ সারা দেশে জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে। তাই এদেশের সকল স্থানে সড়কপথে যাওয়া যায়।

বাংলাদেশের রেলপথ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৮৮

প্রশ্ন ৬। বাংলাদেশে সর্বমোট কতটি রেল স্টেশন আছে? [সকল বোর্ড '১৮]

উত্তর : বাংলাদেশে সর্বোমোট ৪৭৪টি রেল স্টেশন আছে।

প্রশ্ন ৭। ব্রডগেজ রেলপথ কাকে বলে? [রা. বো. '২৪]

উত্তর : ১.৬৮ মিটার প্রশস্ত রেলপথকে ব্রডগেজ বলে।

প্রশ্ন ৮। বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলস্টেশনের নাম কী?

উত্তর : কমলাপুর রেলস্টেশন।

বাংলাদেশের নৌপথ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৯০

প্রশ্ন ৯। বাংলাদেশের 'প্রবেশদ্বার' বলা হয় কোন বন্দরকে?

উত্তর : চট্টগ্রাম বন্দরকে বাংলাদেশের 'প্রবেশদ্বার' বলা হয়।

প্রশ্ন ১০। অর্থনৈতিক দিক থেকে কোন যোগাযোগ ব্যবস্থার অবদান অধিক?

উত্তর : অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার চেয়ে নৌপথ ও সমুদ্রপথের অবদান অধিক।

প্রশ্ন ১১। বাংলাদেশে কয়টি সমুদ্রবন্দর রয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশে ৩টি সমুদ্রবন্দর রয়েছে।

বাংলাদেশের আকাশপথ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৯২

প্রশ্ন ১২। জাতীয় দুর্যোগের সময় কোন পথ গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর : আকাশ পথ।

প্রশ্ন ১৩। বাংলাদেশে কয়টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশে ৩টি অন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে।

বাণিজ্য : অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৯৩

প্রশ্ন ১৪। বাণিজ্য কাকে বলে? [ঢা. বো. '২৪, '১৯; রা. বো. '১৯; য. বো. '২৪, '১৯; কু. বো. '২৪, '২০; চ. বো. '২৪, '১৯; সি. বো. '১৯; দি. বো. '২৪; সকল বোর্ড '১৬]

উত্তর : মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য।

প্রশ্ন ১৫। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী?

উত্তর : এক দেশের সাথে অন্য দেশের যে বাণিজ্য তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। যেমন— বাংলাদেশ ও ভারতের বাণিজ্য।

প্রশ্ন ১৬। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাকে বলে? [ঢা. বো. '২০; কু. বো. '২০]

উত্তর : দেশের অভ্যন্তরে পণ্যসামগ্রী আদান-প্রদান তথা ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।

প্রশ্ন ১৭। বাংলাদেশে কত ধরনের বাণিজ্য সংঘটিত হয়?

উত্তর : বাংলাদেশে ২ ধরনের বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

আমদানি ও রপ্তানিপণ্যসমূহ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৯৫

প্রশ্ন ১৮। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দিয়ে দেশের মোট আমদানির কত শতাংশ সম্পন্ন হয়ে থাকে? [বিএএফ শাহীন কলেজ, শমশেরনগর]

উত্তর : চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে দেশের মোট আমদানির ৮৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ১৯। রপ্তানিজাত প্রাথমিক পণ্যগুলোর নাম লেখ।

উত্তর : প্রাথমিক পণ্যগুলো হলো— হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত পণ্য, কাঁচাপাট, চা ও অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য।

প্রশ্ন ২০। আমদানিকৃত প্রধান শিল্পজাত পণ্যগুলোর নাম লেখ।

উত্তর : আমদানিকৃত প্রধান শিল্পজাত পণ্যগুলো হলো— ভোজ্যতেল, সার, ক্লিংকার, স্টেপল ফাইবার ও সুতা।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর — পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৮৬

প্রশ্ন ১। যাতায়াত ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। [সকল বোর্ড '১৮]

উত্তর : বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ এবং মালপত্র ও লোক চলাচলের মাধ্যমকে যাতায়াত ব্যবস্থা বলে।

যাতায়াত ব্যবস্থার মাধ্যম হলো তিনটি। যথা– স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথ। স্থলপথ আবার সড়কপথ ও রেলপথ এ দুটি ভাগে বিভক্ত।

প্রশ্ন ২। যাতায়াত ব্যবস্থা কীভাবে অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে?

উত্তর : একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কাঠামো হিসেবে পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থায় যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

উন্নত পরিবহন ব্যবস্থায় মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সহজতর হয়। উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল ও পণ্যসামগ্রী বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তর আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি দ্রুততম সময়ে গমনাগমন প্রভৃতির জন্য পরিবহন ব্যবস্থায় বিকল্প নেই। এক কথায় ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণে পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল হাতিয়ার। তাই বলা যায়, পরিবহন ব্যবস্থা অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাববিস্তার করে।

প্রশ্ন ৩। পরিবহন বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। [সকল বোর্ড '১৬]

উত্তর : পণ্য বহন ও লোক চলাচলের বাহনকে পরিবহন বলে।

পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সড়ক, নৌ, রেল, বিমান পরিবহন। দেশের একস্থান হতে অন্য স্থানে কাঁচামাল ও লোকজনের নিয়মিত চলাচল, উৎপাদিত দ্রব্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, উৎপাদনের উপকরণসমূহের গতিশীলতা বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবহন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের সড়কপথ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৮৬

প্রশ্ন ৪। সড়কপথ গড়ে ওঠার পিছনে মৃত্তিকার অবস্থা ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২৪]

উত্তর : সড়কপথ গড়ে ওঠার পেছনে মৃত্তিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মৃত্তিকার বুনন যদি স্থায়ী বা মজবুত হয় তবে বৃষ্টিতে কম ক্ষয় হয়। শক্ত মৃত্তিকার ওপর সড়কপথ গড়ে উঠলে তা স্থায়ী হয়।

প্রশ্ন ৫। শক্ত মৃত্তিকা সড়কপথ গড়ে উঠার জন্য উপযোগী কেন? ব্যাখ্যা কর। [য. বো. '২৪]

উত্তর : সড়কের স্থায়িত্ব ও মজবুতের জন্য শক্ত মৃত্তিকা উপযোগী।

মৃত্তিকার বুনন যদি স্থায়ী বা মজবুত হয় তবে বৃষ্টিতে কম ক্ষয় হয়। শক্ত মৃত্তিকার ওপর সড়কপথ গড়ে উঠলে তা স্থায়ী হয়।

প্রশ্ন ৬। পার্বত্য চট্টগ্রামে সড়কপথ কম কেন? ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. '২৪]

উত্তর : বন্ধুর ভূপ্রকৃতির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে সড়কপথ কম।

উঁচুনিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় সড়কপথ নির্মাণ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে সড়কপথ আছে, কিন্তু কম।

প্রশ্ন ৭। বেশি ঢাল সড়কপথ তৈরিতে বাধাস্বরূপ কেন?

উত্তর : সড়কপথ তৈরির জন্য সমতল ভূমি উপযুক্ত। এজন্য বেশি ঢাল সড়কপথ তৈরিতে প্রতিবন্ধক।

ঢালমুক্ত স্থানে সড়কপথ তৈরি করা কষ্টকর ও ব্যয়বহুল। এতে গাড়ির জ্বালানি খরচ বেশি লাগে। এজন্য বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে সড়কপথের ঘনত্ব কম।

বাংলাদেশের রেলপথ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৮৮

প্রশ্ন ৮। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ গড়ে না ওঠার কারণ ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২০; কু. বো. '২০]

অথবা, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ কম থাকার কারণ ব্যাখ্যা কর। [কু. বো. '২০]

উত্তর : দেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ গড়ে না ওঠার বা কম থাকার কারণ হলো বন্ধুর ভূপ্রকৃতি এবং নিম্নভূমি ও মৃত্তিকা।

উঁচুনিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় রেলপথ নির্মাণ করা দুরূহ। আবার ঐসব অঞ্চলের মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত না হলে রেলপথ গড়ে ওঠে না। এছাড়া নদী বেশি থাকলে রেলপথ গড়ে ওঠাও কঠিন। তাই বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ গড়ে ওঠে না।

প্রশ্ন ৯। বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে রেলপথ গড়ে উঠেনি কেন? ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. '২৪]

অথবা, দুর্গম এলাকায় রেলপথ গড়ে ওঠে না কেন? ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '১৯]

উত্তর : বন্ধুর ভূপ্রকৃতির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে রেলপথ গড়ে ওঠেনি।

উঁচু-নিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িয়া এলাকায় রেলপথ নির্মাণ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। সমতল ভূমিতে রেলপথ নির্মাণ সহজ। তাই বন্ধুর ভূপ্রকৃতির কারণে পাহাড়-পর্বতময় পার্বত্য এলাকায় সমতল ভূমি না থাকায় রেলপথ গড়ে ওঠেনি।

প্রশ্ন ১০। সমতল ভূমি রেলপথ নির্মাণের জন্য কেন সুবিধাজনক? ব্যাখ্যা কর। [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

উত্তর : সমতল ভূমি রেলপথ নির্মাণের জন্য সুবিধাজনক।

সমতল ভূমির মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত হয়। এ ভূমিতে খরচ কম ও সহজে নির্মাণ করা যায়। উঁচুনিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপ রেলপথ নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চল সমতল। এজন্য পাহাড়, বনাঞ্চল ও জলাভূমি ছাড়া প্রায় সব স্থানেই রেলপথ গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের নৌপথ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৯০

প্রশ্ন ১১। বাংলাদেশের নদীগুলো কীভাবে সারা বছর নৌচলাচলের উপযোগী থাকে?

উত্তর : বাংলাদেশের নদীগুলো সারাবছর নৌচলাচলের উপযোগী থাকে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে জালের মতো ছড়িয়ে আছে নদী। অসংখ্য নদী ও খালবিলের সমন্বয়ে গঠিত

দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথের বেশিরভাগ অধিক গভীরতা, নাব্যতা ও নদীস্রোতের প্রবাহ বেশি থাকায় এগুলো সারাবছর নৌচলাচলের উপযোগী থাকে। অর্থাৎ সারাবছর নৌচলাচলের জন্য যেসব অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন তার সবগুলো নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিদ্যমান। তাই বাংলাদেশের নদীগুলো সারাবছর নৌচলাচলের উপযোগী থাকে।

প্রশ্ন ১২। নদীপথ ও রেলপথের মধ্যে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাংলাদেশের নৌপথ ও রেলপথের মধ্যে রেলপথের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। তাই এদেশে ভৌগোলিক অবস্থা নৌপথের অনুকূলে। নৌ পথে সুলভে ও সহজে পণ্য ও যাত্রী পারাপার করা যায়। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের সব নদীতে সারা বছর পানি থাকে না। তাই দক্ষিণাংশের জেলাগুলো বাদে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে নৌ পথের সুবিধা নেই বললেই চলে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের জন্য নৌ পথ বিশেষ সুবিধা বহন করলেও সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য নৌ পথ উপযোগী নয়। অন্যদিকে রেলপথে প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রী পারাপার করে গুটি কয়েক জেলা বাদে বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই রেলপথ আছে। এছাড়া আমদানি রপ্তানি পণ্য আনায়নের জন্য রেলপথ উৎকৃষ্ট মাধ্যম। তাই বলা যায় সমগ্র বাংলাদেশের সার্বিক যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় নৌ পথের চেয়ে রেলপথ বেশি সুবিধাপূর্ণ।

প্রশ্ন ১৩। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল কেন নৌ যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত? ব্যাখ্যা কর। [মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর (সেট-খ)]

উত্তর : অসংখ্য নদী ও খালবিলের সমন্বয়ে গঠিত প্রায় ৮,৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নৌপথ রয়েছে।

এর মধ্যে প্রায় ৫,৪০০ কিলোমিটার সারাবছর নৌচলাচলের উপযুক্ত থাকে, যার অধিকাংশই দক্ষিণাঞ্চলে। তাই দেশের দক্ষিণাঞ্চল নৌ চলাচলের জন্য উপযুক্ত।

বাংলাদেশের সমুদ্রপথ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৯২

প্রশ্ন ১৪। সমুদ্রপথ গড়ে উঠার ভৌগোলিক কারণ কী?

উত্তর : সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার জন্য দেশের পার্শ্বে অবশ্যই সমুদ্রের অবস্থান দরকার। শুধু সমুদ্র থাকলেই হবে না, তার ভৌগোলিক কিছু বৈশিষ্ট্যও দরকার যা থাকলে সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলা যাবে।

সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলার জন্য অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ, পোতাশ্রয়, উপকূলের গভীরতা, সুবিস্তৃত পশ্চাদ ভূমি, জলবায়ু প্রভৃতি নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ১৫। কোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় পোতাশ্রয় ব্যবহার করা হয়? ব্যাখ্যা কর। [ঢ. বো. '১৯]

উত্তর : সমুদ্রপথ যোগাযোগ ব্যবস্থায় পোতাশ্রয় ব্যবহার করা হয়।

সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার জন্য দেশের পাশে অবশ্যই সমুদ্রের অবস্থান দরকার। শুধু সমুদ্র থাকলেই হবে না। তার ভৌগোলিক কিছু বৈশিষ্ট্যও দরকার যা থাকলে সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলা যাবে। তেমনি একটি ভৌগোলিক কারণ হলো পোতাশ্রয়। পোতাশ্রয় থাকলে ঝড়-ঝাপটা, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতির কবল থেকে জাহাজ রক্ষা পায়। তাই সমুদ্রপথ যোগাযোগ ব্যবস্থায় পোতাশ্রয় ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশের আকাশপথ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৯২

প্রশ্ন ১৬। বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কোন যোগাযোগ মাধ্যমটি গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. '১৯]

উত্তর : বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আকাশপথ যোগাযোগ মাধ্যমটি গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বায়নের এ যুগে সারা পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সাথে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পরিবহন মাধ্যমটি হলো আকাশপথ। দ্রুত ডাক চলাচল ও পচনশীল পণ্য পরিবহনে আকাশপথের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বের এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাত্রী পরিবহনে আকাশপথই বেশি উপযোগী। কারণ দূরত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে আন্তর্জাতিক যোগাযাগে সড়কপথ, জলপথ ও রেলপথ কম গুরুত্ব বহন করে। সে হিসেবে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের সাথে দ্রুততম সময়ে যাত্রী পরিবহনসহ অন্যান্য যোগাযোগ রক্ষায় আকাশপথই একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

প্রশ্ন ১৭। বাংলাদেশে কয়টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে? কী কী? [বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা; বিএএফ শাহীন কলেজ, শমশেরনগর]

উত্তর : বাংলাদেশে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে। বিমানবন্দর তিনটি হলো–

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
- চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
- সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

বাণিজ্য : অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৯৩

প্রশ্ন ১৮। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। [কু. বো. '১৯]

উত্তর : দেশের সিংহভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সংঘটিত হয় বলে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এ বন্দরের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি করা হয় এবং দেশের মোট আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৯৭ ভাগ এ বন্দরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। দেশের মোট আমদানির প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৮০ শতাংশ বাণিজ্য এ বন্দর দিয়ে সম্পন্ন হয়। এ বন্দরকে কেন্দ্র করে এখানে বহু শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। এ বন্দরের বিভিন্ন কাজে বহুলোক নিয়োজিত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে।

প্রশ্ন ১৯। বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য বলতে কী বোঝানো হয়? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বিভিন্ন দেশ তাদের চাহিদা পূরণের জন্য কিছু পণ্য আমদানি এবং উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি করে থাকে।

আমাদনি ও রপ্তানি বাণিজ্যে যুক্ত দুটি দেশের আমদানি এবং রপ্তানিকৃত অর্থের পরিমাণ সমান হলে ঐ দুটি দেশের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যে সাম্যাবস্থা বিরাজ করে। এটিই বাণিজ্য ভারসাম্য। এ বিচারে কোনো দেশ বাণিজ্য ঘাটতির (যেমন- বাংলাদেশ) আবার কোনোটি উদ্বৃত্তির (যেমন- জাপান) হতে পারে।

প্রশ্ন ২০। বৈদেশিক বাণিজ্যে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির সুবিধাজনক পথ কোনটি এবং কেন?

উত্তর : বৈদেশিক বাণিজ্যে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির সুবিধাজনক পথ হচ্ছে আকাশপথ।

হিমায়িত খাদ্য পচনশীল। তাই জরুরি ভিত্তিতে রপ্তানির জন্য বিমান ব্যবহার করা অর্থাৎ আকাশপথ ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

প্রশ্ন ২১। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক নগর কোনটি? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাংলাদেশের বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকা ও কর্ণফুলী নদীর তীরে চট্টগ্রাম হলো বাণিজ্যিক নগর।

ক্ষুদ্র বিনিময় কেন্দ্র সম্প্রসারিত হয়ে পৌর বসতিতে রূপান্তরিত হয়। এ বিনিময়কে কেন্দ্র করে একটি বাজার সৃষ্টি হয়। এ সকল স্থানীয় বাজার বিভিন্ন দিক থেকে আগত পথের মিলনস্থলে গড়ে উঠে। এভাবে বিভিন্ন স্থান এবং দেশ থেকে আগত ব্যবসায়ীরা মিলিত হতো বুড়িগঙ্গা ও কর্ণফুলী নদীর তীরে। যা বর্তমানে বাণিজ্যিক নগরে রূপ ন্যায়।

আমদানি ও রপ্তানি পণ্যসমূহ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৯৫

প্রশ্ন ২২। আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি হলে কী ঘটে? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '১৯]

উত্তর : আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি হলে উদ্বৃত্ত বাণিজ্য ঘটে।

দুটি দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে যদি একটি দেশের আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি হয় তাহলে ঐ দেশের উদ্বৃত্ত বাণিজ্য সংঘটিত হয়। যেমন— বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ পণ্য বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে তার থেকে বেশি রপ্তানি করে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উদ্বৃত্ত বাণিজ্য ঘটছে।

প্রশ্ন ২৩। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরকে বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার বলা হয় কেন? [বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : বহির্বিশ্ব থেকে পণ্যসামগ্রী নিয়ে সামুদ্রিক জাহাজগুলো প্রথমে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। বৈদেশিক জাহাজ পণ্যসামগ্রী নিয়ে এ বন্দরে আসে এবং পরবর্তীতে এ বন্দর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্যসামগ্রী পৌঁছানো হয়। এজন্য চট্টগ্রাম বন্দরকে বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার বলা হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখনফল ও বিষয়বস্তুর ধারায় A+ গ্রেড সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১০

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

সায়হান গত শীতের ছুটিতে রাজশাহী থেকে তার ফুফুর বাড়ি সিলেট বেড়াতে যায়। সে কম খরচে এবং আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য একটি পথ বেছে নিয়েছিল। কয়েকদিন পর সেখান থেকে চট্টগ্রাম হয়ে সে খাগড়াছড়ির আলুটিলা সুড়ঙ্গপথ দেখতে যায়।

ক. স্বল্প খরচের যোগাযোগ পথের নাম কী? ১

খ. দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে নৌপথ উন্নতি লাভ করার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সায়হানের রাজশাহী থেকে ফুফুর বাড়ি যাওয়ার পথটি মানচিত্রে নির্দেশ কর। ৩

ঘ. সায়হানের 'সিলেট থেকে চট্টগ্রাম' এবং 'চট্টগ্রাম থেকে আলুটিলা' পর্যন্ত যাতায়াত ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক স্বল্প খরচের যোগাযোগ পথ হলো নৌপথ।

খ নদীপথ বাংলাদেশের সুলভ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা।

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অসংখ্য নদনদী জালের ন্যায় ছড়িয়ে আছে। ফলে এই অঞ্চলে রাস্তাঘাট বা রেলপথ তৈরি করতে হলে প্রচুর ছোট-বড় সেতু, কালভার্ট প্রভৃতি তৈরি করা প্রয়োজন যা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। এ কারণে আমাদের দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে উন্নত সড়ক ও রেল যোগাযোগ গড়ে উঠেনি; বরং স্বল্প ব্যয়ের নৌপথভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করেছে।

গ সায়হানের রাজশাহী থেকে ফুফুর বাড়ি যেতে রেলপথ ব্যবহার করেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সায়হান রাজশাহী থেকে তার ফুফুর বাড়ি সিলেটে কম খরচে এবং আরামদায়ক ভ্রমণ হিসেবে রেলপথে বেড়াতে যায়। রাজশাহী থেকে সিলেটে যাওয়ার পথটি নিচে মানচিত্রে উপস্থাপন করা হলো—

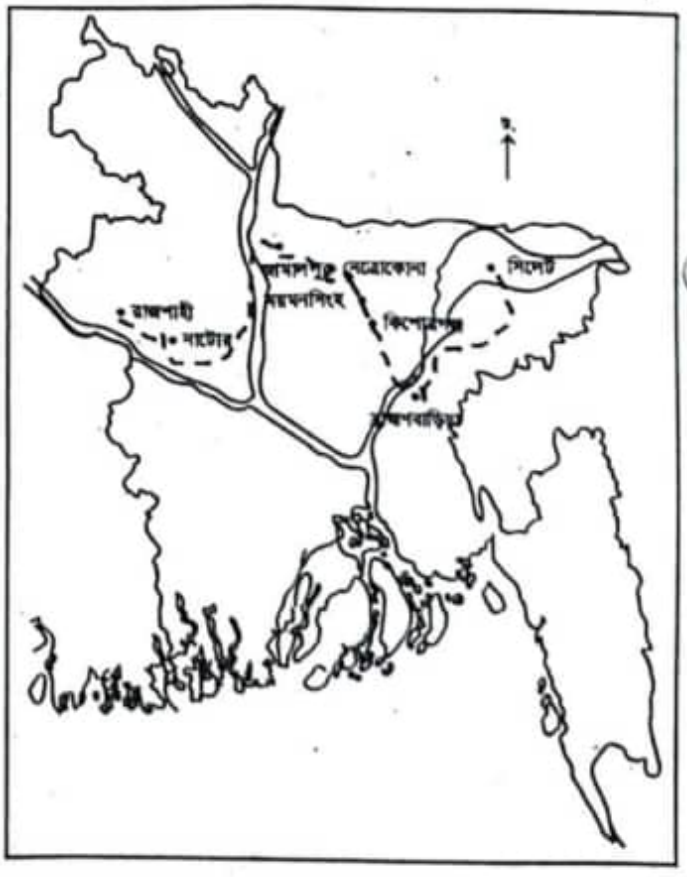

ঘ উদ্দীপকের সায়হান সিলেট থেকে চট্টগ্রামে কম খরচে ও আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য রেলপথ ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে, সে চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়ির আলুটিয়াতে সড়কপথে ভ্রমণ করে। নিচে উল্লিখিত পথ দুটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো–

রেলপথ নির্মাণের জন্য সমতল ভূমি অপরিহার্য। তাই যেসব অঞ্চলে সমতল ভূমি রয়েছে সেখানে রেলপথ গড়ে উঠেছে। রেলপথের নির্মাণ খরচ কম হয় ও সহজে নির্মাণ করা যায়। বাংলাদেশ রেলপথের পরিমাণ অল্প হলেও ভারী দ্রব্য পরিবহন, অল্প ব্যয়, আরামদায়ক যাত্রী পরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অপরদিকে, সমতল ভূমি সড়কপথ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্তিকার বুনন যদি স্থায়ী বা মজবুত হয় তবে বৃষ্টিতে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ফলে সড়কপথ গড়ে উঠলে তা স্থায়ী হয়। তবে এর নির্মাণ খরচ রেলপথের তুলনায় অনেক বেশি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিতে সড়কপথ গড়ে ওঠে। এজন্য বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই সড়কপথ বিদ্যমান।

সিলেট থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য সমতল ভূমি রয়েছে। তাই এপথে রেলপথ ও সড়কপথ উভয়ই গড়ে উঠেছে। কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়ির আলুটিয়া পর্যন্ত ভূমি বন্ধুর প্রকৃতির যেখানে রেলপথ গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাই এখানে সড়কপথ গড়ে উঠেছে। সুতরাং উদ্দীপকের সায়হান সিলেট থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার জন্য উভয়পথ থেকে স্বল্প খরচ, স্বল্প সময় ও আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য রেলপথ ব্যবহার করেন। অপরদিকে চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়ির আলুটিয়ায় রেলপথ নেই বিধায় সড়কপথ ব্যবহার করেন।

প্রশ্ন ২ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ২নং সৃজনশীল প্রশ্ন

সাল	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন ইউএস ডলার)	আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন ইউএস ডলার)
২০১৫-১৬	৩৪,২৫৭.১৮	৪৩,১২২.০০
২০১৬-১৭	৩৪,৬৫৫.৯০	৪৭,০০৫.০০
২০১৭-১৮	৩৬,৬৬৮.১৭	৫৮,৮৬৫.০০
২০১৮-১৯	২৭,৬৫২.৮০	৪০,৮৯৫.০০

ক. আমদানি বাণিজ্য কী? ১

খ. বৈদেশিক বাণিজ্যে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির সুবিধাজনক পথ কোনটি এবং কেন? ২

গ. উপরের সারণিতে কোন বছর রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের ভারসাম্য সবচেয়ে কম? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উল্লিখিত সারণি বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫

ক দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী যখন জনগণের চাহিদা মেটাতে না পারে, তখন জনগণের চাহিদা মেটানোর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে পণ্যসামগ্রী আমদানি করাকে বলে আমদানি বাণিজ্য।

খ বৈদেশিক বাণিজ্যে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির সুবিধাজনক পথ হচ্ছে আকাশপথ।

হিমায়িত খাদ্য পচনশীল। তাই জরুরি ভিত্তিতে রপ্তানির জন্য বিমান ব্যবহার করা অর্থাৎ আকাশপথ ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

গ সারণিতে ২০১৮ অর্থবছরে রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের ভারসাম্য সবচেয়ে কম।

আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্যতা অর্জন করাকে বাণিজ্যিক ভারসাম্য বলে। সারণিতে দেখা যায়, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় ৪৩,১২২.০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং রপ্তানি আয় ৩৪,২৫৭.১৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় ৪৭,০০৫.০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং রপ্তানি আয় ৩৪,৬৫৫.৯০ মিলিয়ন ইউএস ডলার। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় ৫৮,৮৬৫.১০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং রপ্তানি আয় ৩৬,৬৬৮.১৭১ মিলিয়ন ইউএস ডলার। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় ৪০,৯৮৫.০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং রপ্তানি আয় ২৭,৬৫২.৮০ মিলিয়ন ইউএস ডলার।

২০১৫-১৬ সালে বাণিজ্যিক ব্যবধান ছিল ৮,৮৬৪.৮২ মিলিয়ন ইউএস ডলার; ২০১৬-১৭ সালে ১২,৩৪৯.১০ মিলিয়ন ইউএস ডলার; ২০১৭-১৮ সালে ২২,১৯৬.৮৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং ২০১৮-১৯ সালে ১৩,২৪২.২০ মিলিয়ন ইউএস ডলার। সারণি অনুসারে ২০১৭-১৮ সালে বাংলাদেশে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হয়েছে। সুতরাং ২০১৭-১৮ সালে বাণিজ্যিক ভারসাম্য সবচেয়ে কম ছিল।

ঘ উল্লিখিত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৫ সালে বাণিজ্যিক ব্যবধান ছিল ৯,৪৭৬.১০ মিলিয়ন ইউএস ডলার; ২০১৬ সালে ৫,৪৫৭.৮০ মিলিয়ন ইউএস ডলার; ২০১৭ সালে ৮,৮৩৫.১০ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং ২০১৮ সালে ৫০,৭৯৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্য সবচেয়ে কম ছিল ২০১৮ সালে। বিগত চার বছর বিবেচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের আমদানির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যা হুমকিস্বরূপ।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়ন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেলেও আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্য ঠিক থাকছে না। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নয়ন, চা শিল্পের বৃদ্ধি, চিংড়ি রপ্তানি প্রভৃতি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

পক্ষান্তরে, বাংলাদেশে যেসব পণ্যসামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি করত এগুলো ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, বাংলাদেশে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে খনিজ সম্পদ উত্তোলন করা সম্ভব ছিল না এর জন্য বহির্বিশ্ব থেকে যন্ত্র এবং প্রযুক্তিবিদদের অনেক বেশি মূল্যে এদেশে আনা হতো। কিন্তু বর্তমানে 'বাপেক্স' নামে বাংলাদেশি খনিজ সম্পদ উত্তোলন বিষয়ক প্রতিষ্ঠান দেশীয় প্রযুক্তিবিদদের সহায়তায় অনেক খনিজ সম্পদ উত্তোলনের ব্যবস্থা করেছে। যার ফলে এসব খনিজপণ্য বিদেশ থেকে কম আমদানি করতে হয়। আবার উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন করার ফলে খাদ্যশস্য আমদানি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

সুতরাং সময়ের বিবর্তনে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন সাধনের ফলে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি ও আমদানির পরিমাণ হ্রাস হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। তাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং বাণিজ্যিক ভারসাম্য বজায় রাখতে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

প্রশ্ন ৩ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৪

জারিফ সৈয়দপুর থেকে বেশি খরচে কম সময়ে ঢাকা গেল। কাজ শেষে কম খরচে বেশি সময়ে আরামদায়কভাবে যানজট ছাড়া ফিরে এল।

ক. বাণিজ্য কী? ১

খ. শস্য বহুমুখীকরণ বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জারিফের ব্যবহৃত প্রথম পথটি কী? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় পথটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য।

খ একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের শস্য আবাদ করার প্রক্রিয়া হলো শস্য বহুমুখীকরণ।

জমিতে একই শস্য চাষ মাটির পুষ্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই বিভিন্ন শস্য চাষ করলে এসব শস্য গাছের নানা অংশ মাটিতে জৈব সার যোগ করে মাটির পুষ্টি ঘাটতি রোধ করে। এভাবে একই জমিতে বিভিন্ন শস্য আবাদ করা যায়। অর্থাৎ শস্যের বহুমুখীকরণ করা হয়।

গ জারিফের ব্যবহৃত প্রথম পথটি হলো আকাশপথ।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আকাশপথ ব্যবস্থা সর্বত্র নেই। বিমানের অভ্যন্তরীণ সার্ভিসে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, যশোর, রাজশাহী, সৈয়দপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করা যায়। দ্রুত পণ্য পরিবহন ও যাতায়াতে এ পথ ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এ পথে যাতায়াত ও পরিবহন খরচ অনেক বেশি। তথাপি এ পথে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

উদ্দীপকের 'জারিফ সৈয়দপুর থেকে বেশি খরচে কম সময়ে ঢাকা গেল'। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিমান রুটের একটি হলো সৈয়দপুর। বিমান রুটে বা আকাশপথে খরচ বেশি কিন্তু স্বল্প সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানো যায়। তাই বলা যায়, জারিফের ব্যবহৃত প্রথম পথটি হলো আকাশপথ বা বিমানপথ।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় পথটি হলো রেলপথ। যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে

বাংলাদেশের রেলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এপথ দেশের প্রধান শহর, বন্দর, বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রের সঙ্গে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বল্প সময়ে নিরাপদ, আরামদায়ক ও স্বল্প খরচে একসাথে অধিক পরিমাণে পণ্য পরিবহন ও যাত্রী যাতায়াত করতে পারে।

রেলপথটি কম খরচে যানজট ছাড়া আরামদায়কভাবে গন্তব্যে পৌঁছানো যায়। তাছাড়া কম ঝুঁকিপূর্ণ পথ হিসেবে যাতায়াতে এবং পণ্য পরিবহনে অন্যান্য যাতায়াত পথের চেয়ে এটি মানুষের নিকট বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ, কাঁচামাল ও জনসাধারণের নিয়মিত চলাচল, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, শ্রমিক স্থানান্তর, কর্মসংস্থান তথা বাংলাদেশের সুসম অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও পুনর্গঠনে রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ৪ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৪

দৃশ্যকল্প-১ : বরিশালের ব্যবসায়ী আরমান বিশেষ পথে ঢাকার সদরঘাটে মালামাল পাঠান। পরিবহন খরচ খুব কম।

দৃশ্যকল্প-২ : খাগড়াছড়ির ব্যবসায়ী মাসুক চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে মালামাল পাঠাতে বিশেষ পথ ব্যবহার করেন।

দৃশ্যকল্প-৩ : শান্তাহারের নোমান ভারী মালামাল শিল্প ও কৃষিজ পণ্য বিশেষ পথে রাজশাহী ও ঢাকায় প্রেরণ করেন।

ক. ব্রডগেজ রেলপথ কাকে বলে? ১

খ. সড়কপথ গড়ে ওঠার পিছনে মৃত্তিকার অবস্থা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মালামাল প্রেরণে আরমানের ব্যবহৃত পথের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মাসুক ও নোমানের ব্যবহৃত পথ দুটির মধ্যে কোনটি ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিক ভূমিকা রাখে? যুক্তিসহ মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক ১.৬৮ মিটার প্রস্থ রেলপথকে ব্রডগেজ বলে।

খ সড়কপথ গড়ে ওঠার পেছনে মৃত্তিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মৃত্তিকার বুনন যদি স্থায়ী বা মজবুত হয় তবে বৃষ্টিতে কম ক্ষয় হয়। শক্ত মৃত্তিকার ওপর সড়কপথ গড়ে উঠলে তা স্থায়ী হয়।

গ মালামাল প্রেরণে আরমানের ব্যবহৃত পথটি হলো নৌপথ। মালামাল প্রেরণে এ পথের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের সর্বত্র নৌপথ জালের মতো ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক গঠন নৌপথের অনুকূলে। যে কারণে নৌপথ বিস্তার করেছে। দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ-চলাচলের জন্য বেশি উপযোগী।

দৃশ্যকল্প-১ এ বরিশালের ব্যবসায়ী আরমান নৌপথ ব্যবহার করেন। অন্যকোনো বিকল্প পথ ব্যবহারের চেয়ে নৌপরিবহনই সহজ ও সাশ্রয়ী। এছাড়া সমুদ্রপথে বাংলাদেশের প্রায় ৯৫ ভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। সুলভ ও সহজ পরিবহন ব্যবস্থা থাকায় কৃষির উন্নয়ন, শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ ও প্রেরণ, পণ্য ও যাত্রী পরিবহন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে নৌপথ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ মাসুক ও নোমানের ব্যবহৃত পথ দুটি হলো যথাক্রমে সড়কপথ ও রেলপথ। ব্যবহৃত দুটি পথের মধ্যে সড়কপথ ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিক ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে রেলপথের পরিমাণ অল্প হলেও ভারী দ্রব্য পরিবহন, শিল্প ও কৃষিজ দ্রব্য, শ্রমিক পরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি দেশের প্রধান বন্দর, শহর, বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ সাধন করেছে। ঢাকা থেকে দেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরে রেলযোগে যাতায়াত করা যায়। কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ, কাঁচামাল ও জনসাধারণের নিয়মিত চলাচল, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, শ্রমিক স্থানান্তর, কর্মসংস্থান তথা বাংলাদেশের সুসম অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও পুনর্গঠনে রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অপরদিকে, উৎপাদিত কৃষিপণ্য বণ্টন, দ্রুত যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সড়কপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেলপথের মাধ্যমে যোগাযোগ সব স্থানে সম্ভব না। অধিকাংশ সড়ক স্থানীয় যোগাযোগ রক্ষার জন্য রেলপথ ও নৌপথের পরিপূরক হিসেবে নির্মিত হয়েছে।

দৃশ্যকল্প-২ এর ব্যবসায়ী মাসুক চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে সড়কপথে মালামাল পাঠান। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সড়কপথের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বর্তমানে সড়কপথ সারাদেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে তাই এ দেশের সকল স্থানেই সড়কপথে যাওয়া যায়। বাজার ব্যবহারে উন্নতি, সুসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও বণ্টন, শিল্পোন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সড়কপথ যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং মাসুকের ব্যবহৃত সড়কপথটি ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিক ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ৫ ▶ যশোর বোর্ড ২০২৪

যাতায়াত ব্যবস্থা	পরিমাণ
X	৮৪০০ কিলোমিটার নাব্যপথ
Y	১৮৪৩ কিলোমিটার মিটার গেজ

ক. বাণিজ্য কাকে বলে? ১
খ. শক্ত মৃত্তিকা সড়কপথ গড়ে উঠার জন্য উপযোগী কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকে 'Y' চিহ্নিত যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে ওঠার অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ছকে 'X' চিহ্নিত যাতায়াত ব্যবস্থা বাংলাদেশে সুলভ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা হিসাবে পরিচিত। তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ১ ও ২

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য।

খ সড়কের স্থায়িত্ব ও মজবুতের জন্য শক্ত মৃত্তিকা উপযোগী।

মৃত্তিকার বুনন যদি স্থায়ী বা মজবুত হয় তবে বৃষ্টিতে কম ক্ষয় হয়। শক্ত মৃত্তিকার ওপর সড়কপথ গড়ে উঠলে তা স্থায়ী হয়।

গ ছকে 'Y' চিহ্নিত যাতায়াত ব্যবস্থা হলো রেলপথ।

সমতলভূমি রেলপথ নির্মাণের জন্য সুবিধাজনক। এতে খরচ কম হয় ও সহজে নির্মাণ করা যায়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চল সমতল। এজন্য পাহাড়ি, বনাঞ্চল ও জলাভূমি ছাড়া প্রায় সব স্থানেই রেলপথ গড়ে ওঠেছে।

বাংলাদেশের যমুনা নদীর পূর্বাংশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে ১,৮৪৩ কিলোমিটার মিটারগেজ রেলপথ গড়ে ওঠেছে।

ঘ ছকে 'X' চিহ্নিত যাতায়াত ব্যবস্থা হলো নৌপথ। এটি বাংলাদেশে সুলভ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশের নদীগুলো সারাবছর নৌচলাচলের উপযোগী থাকে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে জালের মতো ছড়িয়ে আছে নদী। অসংখ্য নদী ও খালবিলের সমন্বয়ে গঠিত দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথের বেশিরভাগ অধিক গভীরতা, নাব্যতা ও নদীস্রোতের প্রবাহ বেশি থাকায় এগুলো সারাবছর নৌচলাচলের উপযোগী থাকে। অর্থাৎ সারাবছর নৌচলাচলের জন্য যেসব অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন তার সবগুলো নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিদ্যমান।

নৌপথ বাংলাদেশের সুলভ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা। অসংখ্য নদী ও খালবিলের সমন্বয়ে গঠিত প্রায় ৮,৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ আছে। এর মধ্যে প্রায় ৫,৪০০ কিলোমিটার সারাবছর নৌচলাচলের উপযুক্ত থাকে।

এ যাতায়াত ব্যবস্থা সুলভে এবং আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য পরিচিত। কারণ রেলপথে দীর্ঘ সময় যাতায়াত করলেও শরীরের ওপর তেমন প্রভাব পড়ে না। তাছাড়া পণ্য পরিবহন ও যাতায়াতে অন্যান্য পথের তুলনায় খুবই সুলভে করা যায়। এজন্যই রেলপথ ব্যবস্থা বাংলাদেশে সুলভ ও যাতায়াত ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ৬ ▶ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪

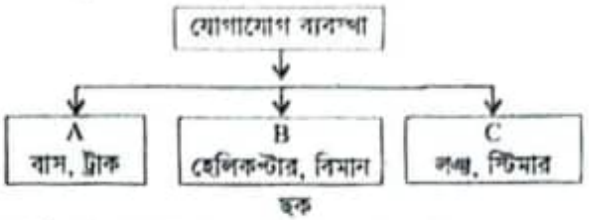

ছক

ক. বাণিজ্য কাকে বলে? ১
খ. বৈদেশিক বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'A' দ্বারা কোন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'B' ও 'C' যোগাযোগ ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ১ ও ২

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য।

খ এক দেশ হতে অন্য দেশে খাদ্যশস্য ও শিল্পজাত দ্রব্য এবং কাঁচামাল আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যকে সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্য বলে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে এক দেশের উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রী ঘাটতিপূর্ণ দেশে আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পায়। এতে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিল্পায়নের অগ্রগতি সাধিত হয়।

গ উদ্দীপকে 'A' দ্বারা সড়কপথকে নির্দেশ করে। নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হলো :

স্থলপথে বাস, ট্রাক প্রভৃতি যানবাহন চলাচল করলে তাকে সড়কপথ বলে। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বণ্টন, দ্রুত যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সড়কপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সড়কপথ গড়ে ওঠার জন্য সমতলভূমি অত্যন্ত প্রয়োজন। মৃত্তিকায় বুনন যদি স্থায়ী বা মজবুত হয় তবে বৃষ্টিতে কম ক্ষয় হয়। শক্ত মৃত্তিকার ওপর সড়কপথ গড়ে উঠলে তা স্থায়ী হয়। বন্দর ও শিল্পক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে সড়কপথ গড়ে ওঠে। উঁচুনিচু বন্ধুর ভূমিরূপ সড়কপথ গড়ে ওঠা ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। বাংলাদেশের সড়কপথগুলোকে জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক, কাঁচা সড়ক এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ২০২৪ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২২,৪৭৬ কিলোমিটার মহাসড়ক রয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৩,৯৯১ কিলোমিটার, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪,৮৯৮ কিলোমিটার, ইট বা কাঁচা সড়ক ১৩,৫৮৭ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সড়কপথের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সড়কপথ সারা দেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। বাজার ব্যবহারে উন্নতি, সুসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও বণ্টন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সড়কপথ যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকে 'B' বলতে আকাশপথ এবং 'C' বলতে জলপথকে বোঝানো হয়েছে। উক্ত পথ দুটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো :

বিমান, হেলিকপ্টার ইত্যাদি যানবাহন যে পথে গমনাগমন করে তাকে আকাশপথ বলে। আকাশপথে বিমান অবতরণ এবং উড্ডয়নের জন্য পর্যাপ্ত সমতলভূমি প্রয়োজন। এছাড়া এ পথের জন্য কুয়াশামুক্ত ও ঝড়ঝঞ্ঝামুক্ত বন্দর প্রয়োজন। দ্রুত ডাক চলাচল এবং পচনশীল দ্রব্য

প্রেরণে আকাশপথের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ, জাতীয় দুর্যোগের সময় এ পথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে এ পথের গুরুত্ব অপরিসীম।

লঞ্চ, স্টিমার, নৌকা প্রভৃতি যানবাহনগুলো যে পথে গমনাগমন করে তাকে জলপথ বলে। এটি ২ ধরনের। যথা : ১. নৌপথ, ২. সমুদ্রপথ। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌপথ জালের মতো ছড়িয়ে আছে। নিম্নভূমি সহজে বন্যাকবলিত হয় এরূপ স্থানে জলপথ গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নদীর সংখ্যা বেশি বলে এখানে নৌপথে পণ্যসামগ্রী ও মালামাল একস্থান হতে অন্যস্থানে পরিবহন করা হয়। জলপথে আন্তর্জাতিকভাবে যাতায়াতকারী যানবাহনগুলো যে পথে যাতায়াত করে তাকে সমুদ্রপথ বলে। এ পথগুলো গড়ে উঠার ক্ষেত্রে সমুদ্র উপকূল গভীর হতে হয়, বন্দরের জাহাজ মেরামত ও জেটি নির্মাণের সুবিস্তৃত সমভূমি থাকতে হয়। বাংলাদেশের তিনটি সমুদ্রবন্দর রয়েছে– চট্টগ্রাম বন্দর ও মংলা ও পায়রা বন্দর। দেশের মোট আমদানি-রপ্তানির ৯৮% বাণিজ্য সমুদ্রপথে হয়ে থাকে।

সুতরাং বলা যায় যে, আকাশপথ ও জলপথ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে বেশিরভাগ মালামাল আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে জলপথই নিরাপদ এবং সহজলভ্য। তবে দ্রুত মালামাল পরিবহনে আকাশপথও যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিটি পথই দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ৭ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪

বাণিজ্য	বাণিজ্যে ব্যবহৃত যাতায়াত ব্যবস্থা
X	সড়কপথ, রেলপথ, নৌপথ
Y	সমুদ্রপথ, আকাশপথ

ক. বাণিজ্য কাকে বলে? ১
খ. পার্বত্য চট্টগ্রামে সড়কপথ কম কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকে 'X' চিহ্নিত বাণিজ্যের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. ছকের 'Y' চিহ্নিত বাণিজ্যটি কেন উল্লিখিত যাতায়াত ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৪ ও ২

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে।

খ বন্ধুর ভূপ্রকৃতির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে সড়কপথ কম।

উঁচুনিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় সড়কপথ নির্মাণ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে সড়কপথ আছে, কিন্তু কম।

গ 'X' চিহ্নিত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে বোঝানো হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে পণ্যসামগ্রী আদান-প্রদান তথা ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সড়কপথ, রেলপথ এবং নৌপথ প্রধান যাতায়াত ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সাধারণত গ্রাম বা হাট থেকে কাঁচামাল, খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হয় এবং উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য, জেলা, সদর, গঞ্জ ও হাটে বণ্টন করা হয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেশের চাহিদা ও ভোগের সমন্বয় ঘটে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বাংলাদেশে যাতায়াত ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথ। এই পথগুলো বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ করে। এক্ষেত্রে উদ্দীপকে 'X' নামক বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত যাতায়াত ব্যবস্থা হিসেবে সড়কপথ, রেলপথ এবং নৌপথকে দেখানো হয়েছে; যা সঠিকভাবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে নির্দেশ করছে।

ঘ ছকের 'Y' চিহ্নিত বাণিজ্যটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে নির্দেশ করছে বিধায় তা উল্লিখিত সমুদ্রপথ এবং আকাশপথ যাতায়াত ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে অন্যকোনো দেশের সাথে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্পন্ন করাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

উদ্দীপকে 'Y' চিহ্নিত বাণিজ্যে ব্যবহৃত যাতায়াত ব্যবস্থা হিসেবে সমুদ্রপথ এবং আকাশপথকে দেখানো হয়েছে। সাধারণত সমুদ্রপথ এবং আকাশপথ ব্যবহৃত হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। দেখা যায় যে, চীন, ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, হংকং, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশ থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী আমদানি করে থাকে।

আবার বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, কানাডা, ইতালি প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়। এরূপ আমদানি এবং রপ্তানি বাণিজ্য সমুদ্রপথ ও আকাশপথ ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

বাংলাদেশের তৈরি বিভিন্ন কৃষিপণ্য, পোশাক ও নিটওয়্যার, খাদ্যশস্য এবং শিল্পজাত পণ্য সমুদ্রপথ ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। আবার বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশ কাঁচামাল ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় মালামাল আমদানি করে থাকে। এক্ষেত্রেও রপ্তানিকারক দেশ সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা করে থাকে। তবে পচনশীল এবং জরুরি পণ্যের ক্ষেত্রে আকাশপথে মালবাহী বিমানের মাধ্যমেও পণ্য পরিবহন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সমুদ্রপথের তুলনায় খরচ অনেক বেশি হয়।

প্রশ্ন ৮ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪

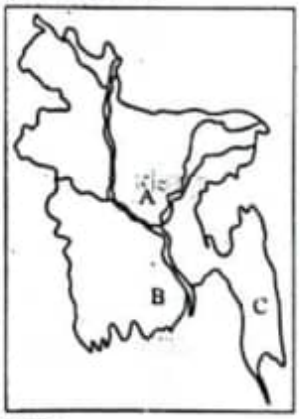

ক. বাণিজ্য কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে রেলপথ গড়ে উঠেনি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'C' বন্দরের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মানচিত্রের 'A' থেকে 'B' তে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পথের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য।

খ বন্ধুর ভূপ্রকৃতির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে রেলপথ গড়ে ওঠেনি।

উঁচু-নিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িয়া এলাকায় রেলপথ নির্মাণ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। সমতল ভূমিতে রেলপথ নির্মাণ সহজ। তাই বন্ধুর ভূপ্রকৃতির কারণে পাহাড়-পর্বতময় পার্বত্য এলাকায় সমতল ভূমি না থাকায় রেলপথ গড়ে ওঠেনি।

গ উদ্দীপকের মানচিত্রের 'C' চিহ্নিত স্থানটি হচ্ছে চট্টগ্রাম জেলা। উক্ত জেলায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর রয়েছে। উক্ত সমুদ্রবন্দরের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো—

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর হলো বাংলাদেশের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর। এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশীয় বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করার উত্তম মাধ্যম হলো চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর। বর্তমানে রপ্তানির প্রায় ৭০ ভাগ তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার সামগ্রী এ পথে আনা-নেওয়া করা হয়। বর্তমানে খাদ্যশস্য ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করতে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করা হয়। এ বন্দর দিয়ে বাংলাদেশের ৯২ ভাগ পণ্যসামগ্রী আমদানি রপ্তানি করা হয়। মোট আমদানির ৮৫ শতাংশ এবং মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশ বাণিজ্য এ বন্দর দিয়ে হয়ে থাকে।

সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তথা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য। আর এই বাণিজ্য কাজে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সমুদ্রপথ তথা সমুদ্রবন্দর। আর এই সমুদ্রবন্দরের মধ্যে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ মানচিত্রে 'A' চিহ্নিত অঞ্চল হলো বাংলাদেশের ঢাকা এবং 'B' চিহ্নিত অঞ্চল হলো দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের বেশ কয়েকটি জেলা। উক্ত 'A' স্থান হতে 'B' স্থানে যেতে সড়কপথে পদ্মা সেতু এবং নৌপথে বিভিন্ন লঞ্চ গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের দীর্ঘতম ও বৃহত্তম সেতু হলো পদ্মা সেতু। এটি ঢাকা হতে সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের জেলার সাথে সেতুবন্ধ রচনা করেছে। বর্তমানে উক্ত জেলাগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্য, কাঁচামাল দ্রুত সময়ে ঢাকা অঞ্চলে এই সেতুর মাধ্যমে নিয়ে আসা যায়। এতে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে গিয়েছে। একসময় যাত্রী এবং মালামাল পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে শুধু নৌপথকে ব্যবহার করা হতো; যা ছিল সময়সাপেক্ষ বিষয়। কিন্তু বর্তমানে পদ্মা সেতুর কারণে অল্প সময়ে পচনশীল দ্রব্যও ঢাকা অঞ্চলে নিয়ে আসা যায়। এতে বাণিজ্য অনেক সহজ হচ্ছে। এছাড়া মানুষ দ্রুত সময়ে দক্ষিণ অঞ্চল হতে ঢাকা অঞ্চলে চলে আসতে পারছে। এতে তাদের সময়ের অপচয় কম হচ্ছে। এছাড়া আরামদায়ক এবং স্বল্পব্যয়ের পরিবহন মাধ্যম হিসেবে নৌপথ এখনও অনেকের কাছে পছন্দের যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্পকারখানা হতে উৎপাদিত পণ্য আমদানি রপ্তানি করতে এই পথ ব্যবহার করার মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা ব্যাপক সুবিধা পেয়ে থাকেন। এছাড়া এক অঞ্চলের সংস্কৃতির সাথে অন্য অঞ্চলের সংস্কৃতির বিনিময় মাধ্যম হিসেবেও উক্ত পথ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ৯ ▸ ঢাকা ও কুমিল্লা বোর্ড ২০২০

চাঁদপুরের ব্যবসায়ী মামুন একটি বিশেষ পথে ভোলায় মালামাল পাঠান যেখানে পরিবহন খরচ খুবই কম।

বান্দরবানের ব্যবসায়ী শফিক চট্টগ্রামে মালামাল পাঠাতে একটি বিশেষ পথ ব্যবহার করেন। অপরদিকে সৈয়দপুরের কালাম ভারী মালামাল ও শ্রমিক একটি পথে রাজশাহী প্রেরণ করেন।

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. দেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ গড়ে না ওঠার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মালামাল প্রেরণে মামুন যে পথ ব্যবহার করেন তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শফিক ও কালামের ব্যবহৃত পথ দুটির মধ্যে কোনটি ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিক ভূমিকা রাখে? যুক্তিসহ মূল্যায়ন কর। ৪

▸ শিখনফল ১ ও ২

৯নং প্রশ্নের উত্তর :

ক দেশের অভ্যন্তরে পণ্যসামগ্রী আদান-প্রদান তথা ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।

খ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ গড়ে না ওঠার কারণ হলো বন্ধুর ভূপ্রকৃতি এবং নিম্নভূমি ও মৃত্তিকা।

উঁচুনিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় রেলপথ নির্মাণ করা দুরূহ। আবার ঐসব অঞ্চলের মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত না হলে রেলপথ গড়ে ওঠে না। এছাড়া নদী বেশি থাকলে রেলপথ গড়ে ওঠাও কঠিন। তাই বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ গড়ে ওঠেনি।

গ উদ্দীপকের মামুন চাঁদপুর থেকে ভোলায় নদীপথে মালামাল পাঠায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উক্ত নদীপথের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থায় নৌপরিবহনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। যাত্রী পরিবহন, খাদ্যশস্য প্রেরণ, কাঁচামাল পরিবহন, বাণিজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ, ভারী পণ্য পরিবহন, কৃষি উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ের সাথে জড়িত বলে এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নৌপথের ভূমিকা অত্যধিক। বাংলাদেশের মোট নৌপথের পরিমাণ ৮,৪০০ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৫,৪০০ কিলোমিটার নৌপথে বারো মাস নৌ চলাচল করতে পারে এবং ৩,০০০ কিলোমিটার নৌপথে বর্ষা মৌসুমে নৌ চলাচল করতে পারে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ-চলাচলের জন্য বেশি উপযোগী বলে দক্ষিণাঞ্চলে নৌপথ বেশি ব্যবহৃত হয়। তাই চাঁদপুরের ব্যবসায়ী মামুন একটি নদীপথে ভোলায় মালামাল পাঠান যেখানে পরিবহন খরচ খুবই কম। সুতরাং বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় নদীপথের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের শফিক বান্দরবান হতে চট্টগ্রামে মালামাল পাঠাতে সড়কপথ ব্যবহার করেন। অন্যদিকে কালাম ভারী মালামাল ও শ্রমিক রেলপথে পরিবহন করেন।

দুটি পথের মাধ্যমেই ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হয়ে থাকে। সড়কপথ ও রেলপথ উভয় পথেই পণ্য পরিবহন করা হলেও সড়কপথ ব্যবসা-বাণিজ্য অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।

রেলপথ সাধারণত উঁচু-নিচু, বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিতে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়, আবার অধিক নদীনালা, খাল, হাওড়-বাঁওড়, মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত না হলে রেলপথ নির্মাণ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সড়কপথ বিদ্যমান। এ কারণে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনে সড়কপথ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে সড়কপথ ব্যবহার হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও সব দেশের সাথে রেল যোগাযোগ না থাকায় রেলপথ উপযুক্ত মাধ্যম নয়।

সুতরাং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে রেলপথের চেয়ে সড়কপথই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ১০ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২০

দৃশ্যকল্প-১ : এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রিয়াজ তার স্কুলের পক্ষ থেকে বাগেরহাট জেলার ষাটগম্বুজ মসজিদ ও সুন্দরবন ভ্রমণে গেল। ষাটগম্বুজ দেখে সুন্দরবন যাওয়ার পথে তারা একটি সমুদ্র বন্দরও দেখতে গেল। এদিকে রিয়াজের বড় ভাই রিপন চাকরিসূত্রে কক্সবাজারে যাওয়ার পথে আরেকটি বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর দেখতে গেল।

দৃশ্যকল্প-২ : মিতা যে পথ দিয়ে ঢাকা গেল সে পথে একটি যানবাহনে এক সাথে কয়েক হাজার যাত্রী যেতে পারে। এ পথে চলাচল করা নিরাপদ ও আরামদায়ক। সময়ও অপেক্ষাকৃত কম লাগে।

ক. বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ কম থাকার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-২ এ কোন পথটির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত সমুদ্রবন্দর দুটি চিহ্নিতপূর্বক কোনটি দেশের মোট আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ৫

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য।

খ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ গড়ে না ওঠার কারণ হলো বন্ধুর ভূপ্রকৃতি এবং নিম্নভূমি ও মৃত্তিকা।

উঁচুনিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় রেলপথ নির্মাণ করা দুরূহ। আবার ঐসব অঞ্চলের মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত না হলে রেলপথ গড়ে ওঠে না। এছাড়া নদী বেশি থাকলে রেলপথ গড়ে ওঠাও কঠিন। তাই বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ গড়ে ওঠেনি।

গ দৃশ্যকল্প-২ এ রেলপথের কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের রেলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এপথ দেশের প্রধান শহর, বন্দর, বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রের সঙ্গে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বল্প সময়ে নিরাপদ, আরামদায়ক ও স্বল্প খরচে একসাথে অধিক পরিমাণে পণ্য পরিবহন ও যাত্রী যাতায়াত করতে পারে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২-এ মিতা রেলপথ দিয়ে ঢাকা গেল সে পথে এক সাথে কয়েক হাজার যাত্রী যেতে পারে। এ পথে চলাচল করা নিরাপদ ও আরামদায়ক। সময়ও অপেক্ষাকৃত কম লাগে। তাই বলা যায়, দৃশ্যকল্প-২-এ রেলপথের কথা বলা হয়েছে।

ঘ দৃশ্যকল্প- ১ এ উল্লিখিত যে দুটি সমুদ্রবন্দরের কথা বলা হয়েছে তা হলো— চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর। দুটি বন্দরই দেশের মোট আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং পুরাতন বন্দর। এটি বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। এ বন্দর দিয়েই বাংলাদেশের ৯২ ভাগ পণ্যসামগ্রী আমদানি-রপ্তানি করা হয়। মোট আমদানির ৮৫ শতাংশ এবং মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশে বাণিজ্য এ বন্দর দিয়ে হয়ে থাকে। এ বন্দরে সহজে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পণ্যবাহী জাহাজ মালামাল খালাস করতে পারে। যে কারণে এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। তাছাড়া এটি সমুদ্রের সাথে লাগানো এবং এখানকার নদীর পানির গভীরতা অনেকবেশি হওয়ায় সহজে ভারী মালামাল নিয়ে বড় বড় পণ্যবাহী জাহাজ আসা-যাওয়া করতে পারে।

মংলা সমুদ্রবন্দর এটি বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর। পণ্য খালাসের জন্য ২২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করতে পারে। এটি বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। এ বন্দর দিয়ে মোট রপ্তানির ১৩ শতাংশে এবং আমদানির ৮ শতাংশে বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

তাই বলা যায়, চট্টগ্রাম ও মংলা দুটি সমুদ্রবন্দরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর দেশের মোট আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ১১ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২০

যোগাযোগ ব্যবস্থা	পরিমাণ/দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
A	৮,৪০০
B	২,৮৭৭

ক. যাতায়াত ব্যবস্থা কাকে বলে? ১

খ. 'পোতাশ্রয়' গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'A' মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থাই সাশ্রয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' যোগাযোগ ব্যবস্থাটি দেশের সর্বত্র গড়ে না ওঠার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১

ক বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগের মাধ্যম এবং মালপত্র ও লোক চলাচলের মাধ্যমকে যাতায়াত ব্যবস্থা বলে।

খ পোতাশ্রয় হলো নদী বা সমুদ্রতীরবর্তী পানি বেষ্টিত এলাকা যেখানে বড় বড় নৌকা বা জাহাজ ভিড় করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে জলপথেই বেশি পরিমাণ বাণিজ্য পরিচালিত হয়। আর এসব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারী মালামাল ও যাত্রী নৌপথে জাহাজে আসে এবং তা এই পোতাশ্রয়ে এসেই ভিড় জমায়। যদি কোনো দেশে পোতাশ্রয়ই না থাকে তবে ঐ দেশে জলপথে বাণিজ্য সম্ভব নয়। এ কারণে বাণিজ্যের জন্য পোতাশ্রয় এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের 'A' মাধ্যম বলতে নৌপথকে বোঝানো হয়েছে। নৌপথ হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার সাশ্রয়ী মাধ্যম।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের সর্বত্র নৌপথ জালের মতো ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক গঠন নৌপথের অনুকূলে। নৌপথ বাংলাদেশের সুলভ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা। অসংখ্য নদী ও খালবিলের সমন্বয়ে গঠিত প্রায় ৮,৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ আছে। নৌপথ নির্মাণে তেমন ব্যয় নেই। ভারী মালামালও সহজে এবং স্বল্প খরচে পরিবহন করা যায় নৌপথে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় জেলাগুলোই নদীর সাথে সংযোগ রয়েছে। এ কারণে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে পণ্য পরিবহন করতে নৌপথই উত্তম মাধ্যম। তাছাড়া নিম্নভূমি সহজে বন্যা কবলিত হয়। ফলে সড়কপথ গড়ে উঠে না।

সুতরাং অন্যান্য পথের চেয়ে নৌপথে সহজে এবং কম খরচে পরিবহন করা যায় বলে এটি একটি সাশ্রয়ী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' দ্বারা রেলপথকে বোঝানো হয়েছে। রেলপথ বাংলাদেশের সর্বত্র গড়ে না ওঠার কারণগুলো উল্লেখ করা হলো।

রেলপথ গড়ে ওঠার জন্য সমতলভূমি প্রয়োজন। এতে খরচ কম হয় ও সহজে নির্মাণ করা যায়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বহু উঁচু-নিচু বন্ধুর প্রকৃতির ভূমি রয়েছে যেখানে রেলপথ নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। এছাড়া রেলপথ নির্মাণে মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত না হলে গড়ে ওঠে না এবং নদী বেশি থাকলে রেলপথ গড়ে ওঠাও কঠিন।

বাংলাদেশের ভূমির ৮০% সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি দ্বারা গঠিত এবং দক্ষিণাঞ্চলের নদীর পাশাপাশি ভূমিগুলো ততটা মজবুত নয় এবং নদীগুলো জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যার কারণে এ অঞ্চলে রেলপথ গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি।

তাছাড়া রেলপথ নির্মাণ অনেক ব্যয়বহুল এবং স্থলভাগের সাথে সাথে জলভাগও থাকায় বিভিন্ন ধরনের ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করা প্রয়োজন। যে কারণে রেলপথের সংখ্যা কম। সুতরাং উপরোল্লিখিত কারণে বাংলাদেশে রেলপথ সর্বত্র গড়ে ওঠে নি।

প্রশ্ন ১২ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০১৯

দৃশ্যকল্প-১ : সজল চট্টগ্রামে যেতে যে পথটি ব্যবহার করে সেটি সমতল ভূমিতে গড়ে ওঠে। দেশের হাওড় ও নদীবহুল অঞ্চলে এই পথের পরিমাণ কম। তবে দেশের সর্বত্রই এই পথ পরিলক্ষিত হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : রহিম বরিশালে তার খালার বাড়িতে বেড়াতে যায়। তার ব্যবহৃত পথে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন খরচ অনেক কম। এই পথটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বেশি দেখা যায়।

দৃশ্যকল্প-৩ : রকি ঢাকা থেকে সিলেটে যেতে একটি পথ ব্যবহার করে। উক্ত পথে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন খরচ খুব বেশি। এই পথে খুব দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌঁছা যায়।

ক. বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি হলে কী ঘটে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ সজলের ব্যবহৃত পথটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ ও ৩ এ বর্ণিত পথ দুটির মধ্যে কোনটি আমাদের অর্থনীতিতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণপূর্বক তোমার মতামত দাও। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য।

খ আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি হলে উদ্বৃত্ত বাণিজ্য ঘটে।

দুটি দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে যদি একটি দেশের আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি হয় তাহলে ঐ দেশের উদ্বৃত্ত বাণিজ্য সংঘটিত হয়। যেমন— বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ পণ্য বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে তার থেকে বেশি রপ্তানি করে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উদ্বৃত্ত বাণিজ্য ঘটছে।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ সজলের ব্যবহৃত পথটি হলো সড়কপথ। নিচে এ পথের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সড়কপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে থাকে সড়কপথ। এছাড়া কৃষির উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, বনজসম্পদ আহরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন, দ্রুত পণ্যসামগ্রী একস্থান হতে অন্যস্থানে প্রেরণ, সুসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সড়কপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সড়কপথ থাকায় শিল্পদ্রব্য দেশ-বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করে শিল্পে পৌঁছানোর জন্য সড়কপথ ব্যবহৃত হচ্ছে। পচনশীল দ্রব্যসামগ্রী দ্রুত গ্রামাঞ্চল হতে সড়কপথের মাধ্যমে শহরাঞ্চলে পৌঁছানো হচ্ছে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

সুতরাং বলা যায়, সড়কপথের বহুমুখী ব্যবহারের সুবিধা থাকায় এবং দ্রব্যমূল্যের সমতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সড়কপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এর পথটি হলো নৌপথ এবং দৃশ্যকল্প-৩ এর পথটি হলো আকাশপথ। এ দুই পথের মধ্যে নৌপথ দেশের অর্থনীতিতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের সর্বত্র নৌপথ জালের মতো ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক গঠন নৌপথের অনুকূলে। যে কারণে নৌপথ বিস্তার করেছে। দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ-চলাচলের জন্য বেশি উপযোগী।

যেখানে নৌপথ রয়েছে সেখানে অন্যকোনো বিকল্প পথ ব্যবহারের চেয়ে নৌপরিবহনই সহজ ও সাশ্রয়ী। এছাড়া সমুদ্রপথে বাংলাদেশের প্রায় ৯৫ ভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। সুলভ ও সহজ পরিবহন ব্যবস্থা থাকায় কৃষির উন্নয়ন, শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ ও প্রেরণ, পণ্য ও যাত্রী পরিবহন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে নৌপথ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আকাশপথ ব্যবস্থা সর্বত্র নেই। দ্রুত পণ্য পরিবহনে এ পথ ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এ পথে যাতায়াত ও পরিবহন খরচ অনেক বেশি। তথাপি পচনশীল পণ্য পরিবহনে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তাই বলা যায়, বাণিজ্য, পণ্য ও যাত্রী পরিবহনে বাংলাদেশের নৌপথ অর্থনীতিতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ১৩ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০১৯

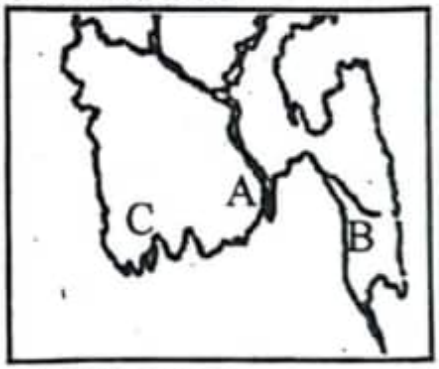

ক. নবায়নযোগ্য সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশ ক্রমেই ভূমিকম্পে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'A' অঞ্চল থেকে ঢাকায় ব্যবসায়িক পণ্য পরিবহনের জন্য কোন ধরনের যাতায়াত পথ ব্যবহার করা সুবিধাজনক? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'B' ও 'C' অঞ্চলদ্বয়ের মধ্যে কোনটি 'বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে' অধিক ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ৪

ক যে সকল সম্পদ একবার ব্যবহার করার পর তার যোগান শেষ হয় না তাকে নবায়নযোগ্য সম্পদ বলে।

খ বাংলাদেশ প্রধানত গঠনগত কারণে ভূমিকম্পে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশের উত্তরে আসামের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, হিমালয়ের পাদদেশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও বঙ্গোপসাগরের তলদেশে ভূমিকম্পপ্রবণতা যথেষ্ট লক্ষ করা যায়। বৈশ্বিক পরিবর্তনে এসব অঞ্চলে ভূমিকম্পের তীব্রতা বাড়ছে। এ কারণে বাংলাদেশও ক্রমেই ভূমিকম্পে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

গ উদ্দীপকে 'A' চিহ্নিত অঞ্চলটি বরিশাল অঞ্চল। ঢাকার সাথে এ অঞ্চলের যাতায়াতের জন্য সড়কপথ ও নৌপথ ব্যবহার করা যায়। তবে এ অঞ্চল হতে ঢাকায় ব্যবসায়িক পণ্য পরিবহনে নৌপথ ব্যবহার করা অধিক সুবিধাজনক।

বরিশাল অঞ্চল মেঘনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। মেঘনার সাথে ঢাকার শীতলক্ষ্যার মাধ্যমে নদীপথের সংযোগ রয়েছে। যার কারণে সহজেই বরিশাল হতে পণ্যদ্রব্য ঢাকায় পরিবহনের জন্য নৌপথ ব্যবহার করা যায়।

নৌপথে পণ্য পরিবহন খরচ এবং ঝুঁকি কম। তাছাড়া একসাথে অধিক পণ্য পরিবহন করা যায়। অন্যদিকে, সড়কপথে পরিবহন খরচ এবং ঝুঁকি অনেক বেশি। তাছাড়া বরিশাল থেকে ঢাকার সড়কপথ অনুন্নত এবং দীর্ঘ সময় লাগে। এ কারণে বরিশাল থেকে ঢাকায় পণ্য পরিবহনে সড়কপথের তুলনায় নৌপথ ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

ঘ 'B' ও 'C' চিহ্নিত অঞ্চলদ্বয় হলো খুলনা ও চট্টগ্রাম। এ দুই অঞ্চলের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলটি অধিক ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত। চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর মোহনা হতে প্রায় ১৩ কিলোমিটার অভ্যন্তরে এ সমুদ্রবন্দর গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে, খুলনায় পশুর নদীর তীরে গড়ে উঠেছে মংলা সমুদ্রবন্দর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে দুটি বন্দরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর অধিক ভূমিকা রাখে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অধিকাংশ মালামাল চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি করা হয়। আমদানি ও রপ্তানিজাত পণ্যসম্ভার সুষ্ঠুভাবে পরিবহন ও সরবরাহের জন্য এ বন্দরে রেল, সড়ক ও নৌপথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রয়েছে। দেশের মোট আমদানির প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৮০ শতাংশ বাণিজ্য এ বন্দর দিয়ে সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে, মংলা বন্দর দিয়ে মোট রপ্তানির প্রায় ১৩ শতাংশ ও আমদানির ৮ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়।

সুতরাং 'B' ও 'C' অঞ্চলদ্বয়ের অর্থাৎ চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলের মধ্যে 'বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে' 'B' অঞ্চল অধিক ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ১৪ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯

P, Q এবং R তিন বন্ধু ঢাকায় বসবাস করে। P জাপানে, Q বরিশালে এবং R রংপুর বেড়াতে যাবে বলে ঠিক করেছে। তারা এও ঠিক করেছে যে, তিন ধরনের যাতায়াত মাধ্যম ব্যবহার করবে।

ক. আমদানি কাকে বলে? ১

খ. চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. P যে যাতায়াত পথ ব্যবহার করবে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. Q ও R দুই বন্ধুর মধ্যে কোন বন্ধু সবচেয়ে কম খরচে বেড়াতে পারবে? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী যখন জনগণের চাহিদা মেটাতে সক্ষম না হয়, তখন জনগণের চাহিদা মেটানোর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে পণ্যসামগ্রী আমদানি করাকে বলে আমদানি বাণিজ্য।

খ দেশের সিংহভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সংঘটিত হয় বলে চট্টগ্রাম সমুদ্দবন্দর গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এ বন্দরের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি করা হয় এবং দেশের মোট আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৯৭ ভাগ এ বন্দরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। দেশের মোট আমদানির প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৮০ শতাংশ বাণিজ্য এ বন্দর দিয়ে সম্পন্ন হয়। এ বন্দরকে কেন্দ্র করে এখানে বহু শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। এ বন্দরের বিভিন্ন কাজে বহুলোক নিয়োজিত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে।

গ 'P' আকাশপথ ব্যবহার করেন।

একদেশ হতে অন্যদেশে যাতায়াতের জন্য একমাত্র উপযুক্ত পথ হলো আকাশ। এর মাধ্যমে অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যায়। সড়ক বা নৌপথে একদেশ থেকে অন্যদেশে যাতায়াতের জন্য সর্বক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। যদি থাকেও তা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং ঝামেলাপূর্ণ। তাই নিজ দেশ থেকে ভিন্ন দেশে গমন করতে হলে আকাশপথের বিকল্প নেই।

উদ্দীপকের তিন বন্ধুর মধ্যে 'P' বন্ধু ঢাকা থেকে জাপানে বেড়াতে যাবে বলে ঠিক করেছে। তার জন্য আকাশপথে যাতায়াত উত্তম হবে।

ঘ 'Q' নৌপথে স্বল্প খরচে বরিশালে বেড়াতে যেতে পারবে। কিন্তু 'R' কে সড়কপথে রংপুর বেড়াতে যেতে হবে, যা নৌপথের তুলনায় ব্যয়বহুল।

নৌপথ বাংলাদেশের সুলভ পরিবহন ও আরামদায়ক যাতায়াত ব্যবস্থা। এ পথে পরিবহন খরচ খুবই কম। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ-চলাচলের জন্য বেশি উপযোগী। বরিশাল বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। তাই 'Q' আরামদায়ক ভ্রমণে স্বল্প খরচে বরিশালে বেড়াতে যেতে পারবে।

অপরদিকে রংপুর দেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। সেখানে যাতায়াতের উত্তম মাধ্যম হলো সড়কপথ। এ পথে যাতায়াতে ব্যয় অনেক বেশি। 'R' কে রংপুর বেড়াতে যেতে হলে সড়কপথেই অধিক ব্যয়ে বেড়াতে যেতে হবে।

সুতরাং 'Q' ও 'R' এদের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে 'Q' বেড়াতে পারবে।

প্রশ্ন ১৫ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯

যোগাযোগ ব্যবস্থা	বৈশিষ্ট্য
A	সমতল ভূমিতে গড়ে ওঠে
B	দক্ষিণাঞ্চলে বেশি ব্যবহৃত হয়
C	পাহাড়ি, বন্যাঞ্চল ও জলাভূমিতে গড়ে ওঠে না

ক. যাতায়াত ব্যবস্থা কাকে বলে? ১

খ. কোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় পোতাশ্রয় ব্যবহার করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'B' চিহ্নিত পথটি কোন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'A' ও 'C' পথ দুটি চিহ্নিতপূর্বক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনটি অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ এবং মালপত্র ও লোক চলাচলের মাধ্যমকে যাতায়াত ব্যবস্থা বলে।

খ সমুদ্রপথ যোগাযোগ ব্যবস্থায় পোতাশ্রয় ব্যবহার করা হয়।

সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার জন্য দেশের পাশে অবশ্যই সমুদ্রের অবস্থান দরকার। শুধু সমুদ্র থাকলেই হবে না। তার ভৌগোলিক কিছু বৈশিষ্ট্যও দরকার যা থাকলে সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলা যাবে। তেমনি একটি ভৌগোলিক কারণ হলো পোতাশ্রয়। পোতাশ্রয় থাকলে ঝড়-ঝাপটা, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতির কবল থেকে জাহাজ রক্ষা পায়। তাই সমুদ্রপথ যোগাযোগ ব্যবস্থায় পোতাশ্রয় ব্যবহার করা হয়।

গ উদ্দীপকে 'B' চিহ্নিত পথটি নদীপথ নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থায় নৌপরিবহনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। যাত্রী পরিবহন, খাদ্যশস্য প্রেরণ, কাঁচামাল পরিবহন, বাণিজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে

যোগাযোগ, ভারী পণ্য পরিবহন, কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ইত্যাদি বিষয়ের সাথে জড়িত বলে এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নৌপথের ভূমিকা অত্যধিক। বাংলাদেশের মোট নৌপথের পরিমাণ ৮,৪০০ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৫,৪০০ কিলোমিটার নৌপথে বারো মাস নৌ চলাচল করতে পারে এবং ৩,০০০ কিলোমিটার নৌপথে বর্ষা মৌসুমে নৌ চলাচল করতে পারে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ-চলাচলের জন্য বেশি উপযোগী বলে দক্ষিণাঞ্চলে নৌপথ বেশি ব্যবহৃত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের 'B' চিহ্নিত পথটি নৌপথ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের 'A' ও 'C' পথ দুটি হলো সড়কপথ ও রেলপথ। এ দুটি পথের মধ্যে সড়কপথ অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল।

সমতল ভূমি সড়কপথ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্তিকার বুনন যদি স্থায়ী বা মজবুত হয় তবে বৃষ্টিতে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ফলে সড়কপথ গড়ে উঠলে তা স্থায়ী হয়। তবে এর নির্মাণ খরচ রেলপথে তুলনায় অনেক বেশি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিতে সড়কপথ গড়ে ওঠে। এজন্য বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই সড়কপথ বিদ্যমান।

অপরদিকে, রেলপথ নির্মাণের জন্য সমতল ভূমি অপরিহার্য। তাই যে সব অঞ্চলে সমতল ভূমি রয়েছে সেখানে রেলপথ গড়ে উঠেছে। রেলপথের নির্মাণ খরচ কম হয় ও সহজে নির্মাণ করা যায়। বাংলাদেশ রেলপথের পরিমাণ অল্প হলেও ভারী দ্রব্য পরিবহন, অল্প ব্যয়, আরামদায়ক যাত্রী পরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

উদ্দীপকে 'A' যোগাযোগ ব্যবস্থা সমতল ভূমি, মাঝেমধ্যে পাহাড়ি, বনাঞ্চল ও জলাভূমিতে গড়ে ওঠে। কিন্তু 'C' যোগাযোগ ব্যবস্থা কেবল সমতল ভূমিতে গড়ে ওঠে। 'C' পথ যোগাযোগের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয় কম হয়। সে তুলনায় 'A' পথ অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল।

প্রশ্ন ১৬ ▸ সিলেট বোর্ড ২০১৯

M, N ও O তিন বন্ধু ঢাকায় বসবাস করে। M জাপানে, N বরিশালে এবং O রংপুরে বেড়াতে যাবে বলে ঠিক করেছে। তারা তিনজন তিন ধরনের যাতায়াত মাধ্যম ব্যবহার করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

ক. বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কোন যোগাযোগ মাধ্যমটি গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'M' এর জন্য উপযুক্ত হবে কোন যাতায়াত পথ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'N' ও 'O' এদের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে কে বেড়াতে পারবে? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য।

খ বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আকাশপথ যোগাযোগ মাধ্যমটি গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বায়নের এ যুগে সারা পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সাথে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পরিবহন মাধ্যমটি হলো আকাশপথ। দ্রুত ডাক চলাচল ও পচনশীল পণ্য পরিবহনে আকাশপথের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বের একদেশ থেকে অন্যদেশে যাত্রী পরিবহনে আকাশপথই বেশি উপযোগী। কারণ দূরত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে আন্তর্জাতিক যোগাযোগে সড়কপথ, জলপথ ও রেলপথ কম গুরুত্ব বহন করে। সে হিসেবে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের সাথে দ্রুততম সময়ে যাত্রী পরিবহনসহ অন্যান্য যোগাযোগ রক্ষায় আকাশপথই একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

গ 'M' আকাশপথ ব্যবহার করেন।

একদেশ হতে অন্যদেশে যাতায়াতের জন্য একমাত্র উপযুক্ত পথ হলো আকাশ। এর মাধ্যমে অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যায়। সড়ক বা নৌপথে একদেশ থেকে অন্যদেশে যাতায়াতের জন্য সর্বক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। যদি থাকেও তা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং ঝামেলাপূর্ণ। তাই নিজ দেশ থেকে ভিন্ন দেশে গমন করতে হলে আকাশপথের বিকল্প নেই।

উদ্দীপকের তিন বন্ধুর মধ্যে 'M' বন্ধু ঢাকা থেকে জাপানে বেড়াতে যাবে বলে ঠিক করেছে। তার জন্য আকাশপথে যাতায়াত উত্তম হবে।

ঘ 'N' নৌপথে স্বল্প খরচে বরিশালে বেড়াতে যেতে পারবে। কিন্তু 'O' কে সড়কপথে রংপুর বেড়াতে যেতে হবে, যা নৌপথের তুলনায় ব্যয়বহুল।

নৌপথ বাংলাদেশের সুলভ পরিবহন ও আরামদায়ক যাতায়াত ব্যবস্থা। এ পথে পরিবহন খরচ খুবই কম। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ-চলাচলের জন্য বেশি উপযোগী। বরিশাল বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। তাই 'N' আরামদায়ক ভ্রমণে স্বল্প খরচে বরিশালে বেড়াতে যেতে পারবে।

অপরদিকে রংপুর দেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। সেখানে যাতায়াতের উত্তম মাধ্যম হলো সড়কপথ। এ পথে যাতায়াতে ব্যয় অনেক বেশি। 'O' কে রংপুর বেড়াতে যেতে হলে সড়কপথেই অধিক ব্যয়ে বেড়াতে যেতে হবে।

সুতরাং 'N' ও 'O' এদের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে 'N' বেড়াতে পারবে

প্রশ্ন ১৭ ▸ সকল বোর্ড ২০১৮

জনাব শাহ আলম নীলফামারী থেকে প্রায়ই ঢাকা যান। এতে তিনি দুই ধরনের পথ ব্যবহার করেন। প্রথমটি যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়টির পরিমাণ অল্প এবং এটি সবস্থানে গড়ে উঠতে পারে না।

ক. বাংলাদেশে সর্বমোট কতটি রেল স্টেশন আছে? ১

খ. যাতায়াত ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব শাহ আলমের ১ম যোগাযোগ ব্যবস্থাটি গড়ে উঠার অনুকূল অবস্থা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে দ্বিতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাটি দেশের সর্বত্র গড়ে না ওঠার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক বাংলাদেশে সর্বমোট ৪৭৪টি রেল স্টেশন আছে।

খ বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ এবং মালপত্র ও লোক চলাচলের মাধ্যমকে যাতায়াত ব্যবস্থা বলে।

যাতায়াত ব্যবস্থার মাধ্যম হলো তিনটি। যথা– স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথ। স্থলপথ আবার সড়কপথ ও রেলপথ এ দুটি ভাগে বিভক্ত।

গ জনাব শাহ আলমের নীলফামারী থেকে ঢাকা যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত ১ম যোগাযোগ ব্যবস্থাটি হলো সড়কপথ।

সমতলভূমি সড়কপথ গড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমতলভূমিতে সহজেই সড়কপথ নির্মাণ করা হয়। এপথ গড়ে ওঠার জন্য মাটির গঠন ও প্রকৃতি অনেকাংশে নির্ভর করে থাকে। মাটির বুনট যদি স্থায়ী বা মজবুত হয়, তবে বৃষ্টিতে সহজে নষ্ট হয় না। তাই শক্ত মৃত্তিকায় সড়কপথ গড়ে উঠলে তা স্থায়ী হয়। এছাড়া বন্দর ও শিল্পক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে অনেক সড়কপথ গড়ে ওঠে।

তাই বলা যায়, সমতল ভূমি, মৃত্তিকায় বুনট, সমুদ্রের অবস্থান ও শিল্পক্ষেত্রের অবস্থান প্রভৃতি সড়কপথ গড়ে ওঠার জন্য অনুকূল অবস্থা।

ঘ উদ্দীপকে দ্বিতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাটি হলো রেলপথ। রেলপথ সব এলাকায়ই গড়ে ওঠে না। রেলপথ সর্বত্র গড়ে না ওঠার অন্যতম কারণ হলো বন্ধুর ভূপ্রকৃতি, নিম্নভূমি এবং মৃত্তিকার বুনট।

উঁচুনিচু ও বন্ধুর ভূপ্রকৃতির ভূমিরূপ রেলপথ গড়ে না ওঠার অন্যতম কারণ। এ কারণে পার্বত্য এলাকায় রেলপথ গড়ে তোলা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। তাই বাংলাদেশের বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ির মতো পাহাড়ি অঞ্চলে এখনও রেলপথ গড়ে ওঠেনি।

আবার মাটির বুনট যথেষ্ট শক্ত না হলে ঐ অঞ্চলে রেলপথ গড়ে ওঠে না। নদী বিধৌত এলাকায়ও রেলপথ গড় তোলা কঠিন। বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে প্রচুর নদী থাকায় সেখানে রেলপথ কম।

তাই বলা যায়, বন্ধুর ভূপ্রকৃতি, নিম্নভূমি ও নরম মাটি, নদী অঞ্চল প্রভৃতি কারণে রেলযোগাযোগ ব্যবস্থাটি দেশের সর্বত্র গড়ে উঠতে পারে না।

প্রশ্ন ১৮ ▸ সকল বোর্ড ২০১৬

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে বন্দর গড়ে উঠেছে। লিপি প্রতিদিন বিকেলে তার বাবার সাথে নদীটির তীরে হাঁটে এবং বন্দরের কাজকর্ম লক্ষ করে। লিপি তার বাবার কাছে সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণ জানতে চায়।

ক. বাণিজ্য কাকে বলে? ১
খ. পরিবহন বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পথ গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপির দেখা বন্দরটির অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ৪

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য।

খ পণ্য বহন ও লোক চলাচলের বাহনকে পরিবহন বলে।

পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সড়ক, নৌ, রেল, বিমান পরিবহন। দেশের একস্থান হতে অন্য স্থানে কাঁচামাল ও লোকজনের নিয়মিত চলাচল, উৎপাদিত দ্রব্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, উৎপাদনের উপকরণসমূহের গতিশীলতা বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবহন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত পথটি হচ্ছে সমুদ্রপথ।

সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার জন্য দেশের পার্শ্বে অবশ্যই সমুদ্রের অবস্থান দরকার। শুধু সমুদ্র থাকলেই হবে না, তার ভৌগোলিক কিছু বৈশিষ্ট্যও দরকার যা থাকলে সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলা যায়। সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণের মধ্যে রয়েছে পোতাশ্রয়, উপকূলের গভীরতা, সুবিস্তৃত সমভূমি এবং জলবায়ু।

- পোতাশ্রয় থাকলে ঝড়-ঝাপটা, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতির কবল থেকে জাহাজ রক্ষা পায়।
- বন্দরের উপকূলস্থ সমুদ্র বেশ গভীর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে সবধরনের আধুনিক জাহাজ বন্দরে যাতায়াত করতে পারে।
- বন্দরের জাহাজ মেরামত ও জেটি নির্মাণের জন্য সুবিস্তৃত সমভূমি থাকা প্রয়োজন।
- বরফ, কুয়াশা প্রভৃতি সমুদ্র যোগাযোগের বাধাস্বরূপ, যা বাংলাদেশের উপকূলে অনুপস্থিত। আর এ কারণে সমুদ্র যোগাযোগ প্রসার লাভ করেছে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সমুদ্রপথটি পোতাশ্রয়, উপকূলের গভীরতা, সুবিস্তৃত সমভূমি এবং জলবায়ু ইত্যাদি ভৌগোলিক কারণে গড়ে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে লিপির দেখা বন্দরটি হলো চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর।

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ বন্দর বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অধিকাংশ মালামাল চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি করা হয়। আমদানি ও রপ্তানিজাত পণ্যসম্ভার সুষ্ঠুভাবে পরিবহন ও সরবরাহের জন্য এ বন্দরে রেল, সড়ক ও নৌপথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রয়েছে। দেশের মোট আমদানির প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৮০ শতাংশ বাণিজ্য এ বন্দর দিয়ে সম্পন্ন হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরকে কেন্দ্র করে এখানে বহু শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। এ বন্দরের মাধ্যমে দেশের খাদ্য আমদানি করে দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা হয়। বন্দরের বিভিন্ন কাজে বহুলোক নিয়োজিত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি পণ্যসামগ্রীর মধ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক, চা, চামড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমদানিকৃত প্রধান পণ্যসামগ্রী হলো খাদ্যশস্য, পেট্রোলিয়াম, কলকব্জা, নির্মাণ দ্রব্য ইত্যাদি।

সুতরাং লিপির দেখা চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে গড়ে ওঠা চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে তথা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর | মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

প্রশ্ন ১৯ ▸ হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

রুমানা ও তার বন্ধুরা কমলাপুর থেকে সুবর্ণ এক্সপ্রেস এ করে চট্টগ্রাম গেল। উক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বরিশাল, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান অঞ্চলে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

ক. যাতায়াত ব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে ওঠার নিয়ামক ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগের মাধ্যম এবং মালপত্র ও লোক চলাচলের মাধ্যমকে যাতায়াত ব্যবস্থা বলে।

খ দেশের অভ্যন্তরে পণ্যসামগ্রী আদান-প্রদান তথা ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।

আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সাধারণত গ্রাম বা হাট থেকে কাঁচামাল, খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হয় এবং উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য জেলা, সদর, গঞ্জ ও হাটে বণ্টন করা হয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেশের চাহিদা ও ভোগের সমন্বয় ঘটে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বাংলাদেশে যাতায়াত ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথ। এই পথগুলো বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত যাতায়াত ব্যবস্থা হলো রেলপথ। ভৌগোলিক কিছু উপাদান রেলপথ গড়ে ওঠাকে প্রভাবিত করে। নিচে রেলপথ গড়ে ওঠার নিয়ামক ব্যাখ্যা করা হলো—

সমতলভূমি রেলপথ নির্মাণের জন্য সুবিধাজনক। এতে খরচ কম হয় ও সহজে নির্মাণ করা যায়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চল সমতল। এজন্য পাহাড়ি, বনাঞ্চল ও জলাভূমি ছাড়া প্রায় সব স্থানেই রেলপথ গড়ে উঠেছে।

সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে বন্দর গড়ে ওঠে। এই বন্দরের কারণে অন্যান্য সমস্যা থাকলেও রেলপথ গড়ে ওঠে। এজন্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল বাদ দিয়ে বন্দরকে কেন্দ্র করে সমতলভূমিতে রেলপথ গড়ে উঠেছে।

ঘ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা যাত্রী-পণ্য পরিবহন করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে অর্থনীতিতে কার্যকরী অবদান রাখে। দেশের একস্থান থেকে অন্যস্থানে কাঁচামাল ও লোকজনের নিয়মিত চলাচল, উৎপাদিত দ্রব্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, উৎপাদনের উপকরণসমূহের গতিশীলতা বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে এ পথ ব্যবস্থায় কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

রুমানা ও তার বন্ধুরা কমলাপুর থেকে সুবর্ণ এক্সপ্রেসে করে চট্টগ্রাম গেলেও দেশের সর্বত্র যাতায়াত করা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে বরিশাল, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবানসহ অনেক অঞ্চলে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। নিচে প্রতিবন্ধকতাগুলো বিশ্লেষণ করা হলো–

উঁচুনিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় রেলপথ নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। তাই বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়ের গা বেয়ে রেলপথ নেই।

মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত না হলে রেলপথ গড়ে ওঠে না। এছাড়া নদী বেশি থাকলে রেলপথ গড়ে ওঠাও কঠিন। তাই বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ কম।

প্রশ্ন ২০ ▶ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর (সেট-ক)

পথ	অনুকূল অবস্থা
A	মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত হতে হবে।
B	জলাভূমিতে গড়ে উঠা সম্ভব।
C	অবতরণ ও উড্ডয়নের জন্য পর্যাপ্ত সমতলভূমি প্রয়োজন।

ক. বাণিজ্য কী? ১
খ. আমাদের দেশে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য থাকছে না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত B পথটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত A এবং C পথ-দুটির মধ্যে কোনটি জাতীয় দুর্যোগের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ২

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য।

খ রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হয় বিধায় আমাদের দেশে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য থাকছে না।

আমাদের দেশে কিছু কাঁচামাল, কৃষিপণ্য, তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি করে। তার বিপরীতে শিশুখাদ্য, কৃষিপণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্য ব্যাপকভাবে আমদানি করে থাকে। যার দরুন আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য থাকছে না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' পথটি হলো নৌপথ। নিচে এ পথের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো–

নদীমাতৃক বাংলাদেশের সর্বত্র নৌপথ জালের মতো ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক গঠন নৌপথের অনুকূলে। যে কারণে নৌপথ বিস্তার করেছে। দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ-চলাচলের জন্য বেশি উপযোগী।

আমাদের দেশের সড়কপথ, রেলপথ ও আকাশপথের পাশাপাশি নৌপথের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া সেখানে নৌপথ ব্যতীত অন্যপথ নেই সেখানে এ পথের গুরুত্ব অপরিসীম। আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় ৯৫ ভাগ নৌপথে তথা সমুদ্রপথে হয়ে থাকে। সুলভ ও সহজ পরিবহন ব্যবস্থা থাকায় কৃষির উন্নয়ন, শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ ও প্রেরণ, পণ্য ও যাত্রী পরিবহন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে নৌপথ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' এবং 'B' পথ দুটি হলো যথাক্রমে সড়কপথ ও আকাশপথ। জাতীয় দুর্যোগের সময় আকাশপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত হলে সড়কপথ তৈরি করা সহজ হয়। শক্ত মৃত্তিকার উপর সড়কপথ গড়ে উঠলে তা স্থায়ী হয়। অপরদিকে, আকাশপথের জন্য অবতরণ ও উড্ডয়নে পর্যাপ্ত সমতলভূমি প্রয়োজন। দুর্যোগের সময় উভয় পথই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ঐসময় আকাশপথ বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সড়কপথে দ্রুত যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জাতীয় দুর্যোগ দেখা দিলে তখন সড়কপথ অধিকাংশ সময়ই চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। কারণ দুর্যোগ জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। তখন সড়কপথ কোনো প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা বা যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা যায় না।

এমতাবস্থায় আকাশপথই একমাত্র মাধ্যম যার দ্বারা দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় ত্রাণসামগ্রী বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছানো যায়। তাই বলা যায়, আকাশপথ জাতীয় দুর্যোগের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ২১ ▶ জামালপুর জিলা স্কুল

ক. বাংলাদেশে সর্বমোট কতটি রেল স্টেশন আছে? ১
খ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বাংলাদেশে (i) নং বাণিজ্যের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের (ii) নং বাণিজ্যের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ৪ ও ৫

ক বাংলাদেশে সর্বমোট ৪৭৪টি রেলস্টেশন আছে।

খ কোনো একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের আদান-প্রদানকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

দেশের অভ্যন্তরে সাধারণত গ্রাম বা গ্রামের হাট থেকে কাঁচামাল, খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা এবং উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য জেলা সদর, গঞ্জ, হাটের মাধ্যমে বণ্টন করাই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে উৎপাদন থেকে ভোগ পর্যন্ত পণ্যের আদান-প্রদান দেশের অভ্যন্তরেই হয়ে থাকে।

গ ছকের (i) নং হলো আমদানি বাণিজ্য। দেশের চাহিদা পূরণে অন্য দেশ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করাকে আমদানি বাণিজ্য বলে। বাংলাদেশ আমদানিনির্ভর একটি দেশ।

বাংলাদেশ চাল, গম, ভোজ্যতেল, সুতা, পেট্রোলিয়াম শিল্পসামগ্রী, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি আমদানি করে। আমদানিকৃত প্রাথমিক দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে চাল, গম, তেলবীজ, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং তুলা। প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ভোজ্যতেল, সার, ক্লিংকার, স্টেপল ফাইবার এবং সুতা। এছাড়া রয়েছে মূলধনী দ্রব্যসমূহ ও অন্যান্য পণ্য (ইপিজেড-এর সহায়ক পণ্য)।

বাংলাদেশের আমদানির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে। ২০১৮-১৯ (ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরে দেশের মোট আমদানির শতকরা ২৯.৪৩ ভাগ চীন থেকে আসে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত ও সিঙ্গাপুর।

ঘ ছক (ii) এ রপ্তানি বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বিশ্বের অপরাপর উন্নয়নশীল দেশের মতো এদেশকেও উন্নতির ধাপগুলো অতিক্রম করার জন্য রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে শ্রমনির্ভর শিল্পের রপ্তানি উপযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে আছে জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স।

সময়ের সাথে সাথে শিল্পের প্রসার ঘটায় প্রাথমিক পণ্যের পাশাপাশি শিল্পদ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাথমিক পণ্যের মধ্যে রয়েছে হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত পণ্য, কাঁচা পাট, চা ও অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য। শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, রাসায়নিক দ্রব্য, প্লাস্টিকসামগ্রী, চামড়া, চামড়াজাত পণ্য, হস্তশিল্প, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, পাদুকা, সিরামিকসামগ্রী, প্রকৌশলী দ্রব্যাদি।

রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানিযোগ্য পণ্য থেকে প্রতিবছর রপ্তানি শুল্ক আদায়ের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯ অনুযায়ী ২০১৮-১৯ (ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত প্রাথমিক ও শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি ২৭,৬৫২.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে।

রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে দেশের অর্থ দেশেই থাকবে এবং খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করা যাবে। রপ্তানিজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন দেশে রপ্তানির লক্ষ্যে সরকার অবাধ বাণিজ্য নীতির সুফল পাবে। অবাধ বাণিজ্য নীতির কারণে উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা সম্ভব। ফলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশ রপ্তানি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে পূর্বের তুলনায় অধিক বৈদেশিক মুদ্রার্জন করছে।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর | বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত

প্রশ্ন ২২ ▸ বিষয়বস্তু : বাণিজ্য আমদানি ও রপ্তানি পণ্য

সাল	পণ্য রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	পণ্য আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০১৫-১৬	৩৪,২৫৭	৪২,৯২১
২০১৬-১৭	৩৪,৬৫৫	৪৭,০০৫
২০১৭-১৮	৩৬,৬৬৮	৫৮,৮৬৫

[সূত্র : বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা—২০১৯]

ক. ২০১৮-১৯ (ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরে দেশের মোট আমদানির কত ভাগ চীন থেকে করা হয়? ১

খ. রপ্তানি শিল্পজাত পণ্যগুলো কী কী লেখ। ২

গ. প্রতি অর্থবছরেই আমদানি-রপ্তানি ব্যয়ের মধ্যে অনেক ঘাটতি দেখা যায়। এর কারণ প্রদত্ত সারণির আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সারণির আলোকে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫

ক ২০১৮-১৯ (ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরে মোট আমদানির শতকরা ২৯.৪৩ ভাগ চীন থেকে করা হয়।

খ প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহের মধ্যে শিল্পজাত পণ্য অন্যতম। শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে রয়েছে— তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, রাসায়নিক দ্রব্য, প্লাস্টিক সামগ্রী, চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্য, হস্ত শিল্প, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, পাদুকা, সিরামিক সামগ্রী, প্রকৌশল দ্রব্যাদি প্রভৃতি।

গ বাংলাদেশ একটি স্বল্প আয়তনের দেশ। এখানে আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অনেক বেশি। এ বিপুল লোকের চাহিদা অভ্যন্তরীণ দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হয় না বলে প্রতিবছর আমদানি করতে হয়। যার দরুন আমদানি-রপ্তানি ব্যয়ের ঘাটতি দেখা দেয়।

প্রদত্ত সারণির আলোকে বলা যায়, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আমদানি রপ্তানি ব্যয়ের ঘাটতি ৮,৮৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে আমদানি-রপ্তানি ব্যয়ের ঘাটতি ১২,৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানি-রপ্তানি ব্যয়ের ঘাটতি ২২,১৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কম এবং প্রাচীন কৃষিপদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়। তাছাড়া কৃষিকাজ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল বলে আশানুরূপ ফসল উৎপাদন করতে পারে না। আবার মূলধনের অভাব এবং কারিগরি শিক্ষার অভাব, এমনকি রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবের কারণে শিল্পকারখানাও তেমন গড়ে উঠতে পারে নি। একদিকে কৃষিজাত পণ্য অন্যদিকে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে পারে না। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য প্রতিবছর বিপুল অর্থের পণ্যসামগ্রী আমদানি করতে হয়। সে তুলনায় সামান্য পরিমাণে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করা হয়। তাই প্রতিবছর আমদানি-রপ্তানি ব্যয়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ ঘাটতি দেখা যায়।

ঘ যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। বাংলাদেশেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সারণিতে দেখা যাচ্ছে প্রতিবছর বাংলাদেশে বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। সর্বশেষ অর্থবছরে ঘাটতির পরিমাণ ২২,১৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ ঘাটতি দূর করার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে থাকে।

উদ্বৃত্ত কৃষিজাত পণ্য বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। কাঁচাপাট, পাটজাতদ্রব্য, তৈরি পোশাক, চা, হিমায়িত খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের দেশের কৃষি, শিল্প ও পরিবহনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা এবং বিভিন্ন প্রকার শিল্পের কাঁচামাল বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে আমদানি করা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নত দেশ হতে বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা, বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য আমদানি করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিদেশে দেশীয় পণ্যের বাজার সৃষ্টির ব্যাপারে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশের বন্যা, ঝড়, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় এবং বাংলাদেশের সমৃদ্ধি সাধনে বৈদেশিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পকারখানা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিকাশ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক পরিচিতির জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ২৩ ▶ বিষয়বস্তু : বাণিজ্য আমদানি ও রপ্তানি পণ্য

তুহিন সাহেব ও তুষার সাহেব উভয় ব্যক্তিই স্বনামধন্য ভিন্ন ভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক। তুহিন সাহেবের শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি টাঙ্গাইলে এবং তুষার সাহেবের শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রামে অবস্থিত। উভয় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে বেশ সমাদৃত। তবে বিশেষ কিছু কারণে উভয় প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণ ভিন্ন।

ক. জাতীয় দুর্যোগের সময় কোন পথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? ১

খ. "অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায়"— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বিদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে তুহিন সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি কতটুকু সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানটি বেশি সুবিধা পাবে বলে তুমি মনে কর? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৩নং-প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ৫

ক জাতীয় দুর্যোগের সময় আকাশপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে একটি দেশের শিল্প, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উল্লিখিত বিষয়াদির জন্য অন্তরায়।

একটি দেশের শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ আনা-নেওয়া এবং শিল্পে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করার জন্য উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন। এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কারণেই অন্যান্য দেশের সাথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। পক্ষান্তরে, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক এর বিপরীত অর্থাৎ উন্নয়নের অন্তরায়। তাই বলা যায়, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায়।

গ বিদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে তুহিন সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি ততটা সুবিধাজনক অবস্থানে নেই।

তুহিন সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত। ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায়, এ জেলার সাথে অন্য জেলার সড়কপথের ভালো সংযোগ রয়েছে। তার প্রতিষ্ঠানে যে কাঁচামাল লাগে এগুলো আমদানি করা হয় এবং আমদানিকৃত কাঁচামাল প্রথম চট্টগ্রাম বন্দরে আসে এবং সেখান থেকে সড়কপথে ও নৌপথের মাধ্যমে টাঙ্গাইলে আসতে হয়।

আমরা জানি, নদীপথের মাধ্যমে কাঁচামাল সহজে নিয়ে আসা যায় এবং খরচ অনেক কম হয়। যেহেতু তুহিন সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রাম থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। সেহেতু তার প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আনার জন্য অতিরিক্ত পরিবহন ভাড়া দিতে হয়। আবার উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীও রপ্তানি করতে একই পন্থা অবলম্বন করতে হয়। অর্থাৎ আবার চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে বিদেশে যায়। এ কারণে তুহিন সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে নেই বললেই চলে।

ঘ পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে তুষার সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি বেশি সুবিধা পাবে।

তুহিন সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি টাঙ্গাইলে অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠানে যে পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হবে তা রপ্তানির জন্য পণ্যসামগ্রী চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। যার কারণে পরিবহন খরচ ও সময় বেশি লাগে।

তুষার সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিদেশ থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে আসে এবং সহজেই কম খরচে প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসা যায়। এছাড়া উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সহজেই কম খরচে চট্টগ্রাম বন্দরে নিয়ে যাওয়া যায়। ফলে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে তুষার সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি বেশি সুবিধা পায়।

উপর্যুক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করে বলা যায়, চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পণ্যদ্রব্য যে কম মূল্যে উৎপাদন করা যায়, তা টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য সেই মূল্যে উৎপাদন করা যায় না। আবার, রপ্তানির ক্ষেত্রে যেহেতু চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেহেতু পরিবহন খরচ টাঙ্গাইল জেলার প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদিত দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বেশি মূল্যে রপ্তানি করতে হয়। কিন্তু চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠানটি থেকে উৎপাদিত দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এ অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। সুতরাং পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে টাঙ্গাইলের প্রতিষ্ঠান থেকে চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠানটি বেশি সুবিধা পাবে বলে আমি মনে করি।

PART 03

এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স
Exclusive Suggestions

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত
এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স

▷ স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7★ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5★ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3★ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	PART 02 (অনুশীলন অংশ) এর সব বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর স্কুল এবং এসএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।		
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর	৩, ৫, ৯, ১২, ১৮	১০, ১৫, ২১, ২৫, ২৮	১৩, ১৭, ২০, ২২, ২৭
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৫, ৭, ১৪	৩, ৮, ১০, ১৫	১২, ১৬, ১৮, ২০
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	৪, ৬, ৯, ১৩, ১৭	৫, ৮, ১২, ১৫, ২০	১৪, ১৮, ২১, ২২, ২৩
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	৩, ৫, ১০, ১২, ১৫	৮, ১১, ১৬, ১৭, ২০	৯, ১৩, ১৮, ২১, ২৩

PART 04

যাচাই ও মূল্যায়ন
Assessment & Evaluation

প্রস্তুতি যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য
অধ্যায়ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ
মডেল টেস্ট ও উত্তরমালা

সময় : ৩ ঘণ্টা — ভূগোল ও পরিবেশ — পূর্ণমান : ১০০

সময়–৩০ মিনিট — বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১) — মান–৩০

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. মংলা বন্দর দিয়ে দেশের মোট রপ্তানির শতকরা কত ভাগ সম্পন্ন হয়?
ক ৮৫ খ ৮০ গ ১৩ ঘ ৮

২. বরিশাল অঞ্চলের প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা নৌপথ। কারণ–
i. উঁচুভূমির অবস্থান
ii. অসংখ্য নদীর অবস্থান
iii. ভূমির গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩. কোন জেলায় রেলপথ নাই?
ক রংপুর খ দিনাজপুর
গ মাদারিপুর ঘ চাঁদপুর

৪. ব্রডগেজ রেলপথের প্রস্থ কত মিটার?
ক ১ খ ১.৬৮ গ ২ ঘ ২.১৭

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাজু অফিসের জরুরি কাজে সৈয়দপুর থেকে বিমানে ঢাকা যায়। সে ট্রেনে ফিরে আসে।

৫. রাজুর প্রথম পথটি ব্যবহারের কারণ ছিল–
ক সহজলভ্য খ সময়ের স্বল্পতা
গ আবহাওয়া খারাপ ঘ ঝুঁকিপূর্ণ

৬. দ্বিতীয় বাহনটির জন্য প্রয়োজন–
ক সমতল ভূমি খ বন্ধুর ভূপ্রকৃতি
গ বনভূমি ঘ জলাবদ্ধতা

৭. সড়কপথ গড়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা হলো–
i. বন্ধুর ভূমিরূপ
ii. নিম্নভূমি
iii. অধিক নদনদীর উপস্থিতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. নিচের কোন জেলায় রেলপথ নেই?
ক ফরিদপুর খ টাঙ্গাইল
গ নাটোর ঘ বরিশাল

৯. বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় কোন দেশে?
ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খ ভারতে
গ জার্মানিতে ঘ চীনে

১০. ১.৬৮ মিটার প্রস্থের রেলপথকে কী বলে?
ক মিটার গেজ খ কিলোগেজ
গ ডুয়েল গেজ ঘ ব্রড গেজ

১১. কোনটির উপস্থিতির কারণে ঝড়-ঝাপটা, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতির কবল থেকে জাহাজ রক্ষা পায়?
ক উপকূলের গভীরতা খ পোতাশ্রয়
গ সুবিস্তৃত সমভূমি ঘ জলবায়ু

১২. বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিকৃত প্রাথমিক পণ্য কোনটি?
ক ক্লিংকার খ ভোজ্যতেল
গ তেলবীজ ঘ কাঁচা পাট

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রমজান তার উৎপাদিত পণ্য বরিশাল থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তিনি যে পথ ব্যবহার করেন তাতে সময় একটু বেশি লাগলেও পরিবহন খরচ কম হয়।

১৩. রমজান কোন পথ ব্যবহার করেন?
ক নৌপথ খ রেলপথ
গ সড়কপথ ঘ আকাশপথ

১৪. উদ্দীপকের পরিবহনটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে–
i. পণ্য পরিবহন করে
ii. যাত্রী পরিবহন করে
iii. পর্যটক আকর্ষণ করার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. কোন দেশের সাথে বাংলাদেশ রপ্তানি বাণিজ্যে এগিয়ে আছে?
ক চীন খ ভারত গ জাপান ঘ যুক্তরাষ্ট্র

১৬. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন পথটির অবদান সর্বাধিক?
ক সড়কপথ খ রেলপথ
গ আকাশপথ ঘ সমুদ্রপথ

১৭. কোন স্থানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে?
ক রাজশাহী খ যশোর
গ বরিশাল ঘ সিলেট

১৮. বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলস্টেশন কোনটি?
ক গোয়ীপুর খ ঈশ্বরদী
গ কমলাপুর ঘ আখাউড়া

১৯. কোনগুলো বাংলাদেশের আমদানি পণ্য?
ক কয়লা ও চামড়া
খ ইলেকট্রনিক ও লৌহসামগ্রী
গ পাট ও পাটজাত দ্রব্য
ঘ সুতা ও তৈরি পোশাক

২০. কোন পথে যোগাযোগ খরচ কম?
ক সড়কপথ খ জলপথ
গ রেলপথ ঘ বিমানপথ

২১. মংলা বন্দর দিয়ে মোট আমদানির প্রায় কত শতাংশে বাণিজ্য সম্পন্ন হয়?
ক ৮ খ ১৩ গ ৮০ ঘ ৮৫

২২. বাংলাদেশে কত কিলোমিটার বাধা জলপথ আছে?
ক ৮,৪০০ খ ৫,৪০০
গ ৪,৩২৩ ঘ ৩,০০০

২৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে সড়কপথ কম হওয়ার কারণ কী?
ক বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি
খ মৃত্তিকার স্থায়ী নুন
গ অধিক নিম্নভূমি
ঘ বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি

২৪. কত মিটার প্রস্থ রেলপথকে মিটারগেজ বলে?
ক ১.০০ খ ১.৫০ গ ১.৬৮ ঘ ১.৮৫

২৫. বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ কম থাকার কারণ হলো–
i. মৃত্তিকার নুনন দুর্বল
ii. নদনদীর আধিক্য
iii. বন্ধুর ও উঁচু-নিচু ভূপ্রকৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

২৬. সড়কপথ গড়ে ওঠার অনুকূল অবস্থা কোনটি?
ক ঢালবিশিষ্ট ভূমি খ ভূমির বন্ধুরতা
গ জলাভূমির আধিক্য ঘ মৃত্তিকার শক্ত নুনন

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সজল একজন কম্পিউটার ব্যবসায়ী। প্রতিবছর তিনি ভারত থেকে জরুরি ভিত্তিতে কম্পিউটার আমদানি করেন।

২৭. সজল কোন পথে কম্পিউটার আমদানি করেন?
ক সমুদ্রপথে খ সড়কপথে
গ আকাশপথে ঘ রেলপথে

২৮. উক্ত পথে পণ্যটি আনার সুবিধা হলো—
i. সময়ের সাশ্রয়
ii. পরিবহন খরচ কম
iii. যন্ত্রাংশের ক্ষতির সম্ভাবনা কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. কোন ধরনের দ্রব্য পরিবহনের জন্য আকাশপথ ভালো?
ক শিল্পজাত খ খাদ্যশস্য
গ পচনশীল ঘ কাঁচামাল

৩০. বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে কোন দেশ থেকে?
ক চীন খ ভারত
গ আমেরিকা ঘ জাপান

উত্তরমালা ▸ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	গ	২	গ	৩	গ	৪	খ	৫	খ	৬	ক	৭	খ	৮	ঘ	৯	ক	১০	ঘ	১১	খ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	খ
১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	খ	২০	খ	২১	ক	২২	ক	২৩	ক	২৪	ক	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	গ	৩০	ক

সময়—২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন) মান—৭০

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

যেকোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ২ × ১০ = ২০

১। পরিবহন ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?
২। সড়কপথ গড়ে ওঠার অনুকূল অবস্থা সম্পর্কে লেখ।
৩। বাংলাদেশে কয় ধরনের রেলপথ রয়েছে, ছকাকারে তা উপস্থাপন কর।
৪। রেলপথ গড়ে ওঠার অনুকূল দুটি অবস্থা সম্পর্কে লেখ।
৫। রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে এমন পাঁচটি বিষয় উল্লেখ কর।
৬। নৌপথ সাশ্রয়ী পথ কেন?
৭। সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার প্রধান দুটি ভৌগোলিক কারণ লেখ।
৮। বাংলাদেশের প্রধান দুটি সমুদ্রবন্দর দিয়ে কত শতাংশ বাণিজ্য হয়ে থাকে?
৯। দ্রুত যোগাযোগে আকাশপথ গুরুত্বপূর্ণ কেন?
১০। আকাশপথ গড়ে ওঠার জন্য কোন দুটি বিষয় আবশ্যক?
১১। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কোন কোন রুটে বিমান চলাচল করে?
১২। বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়?
১৩। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে কী বোঝ?
১৪। আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়?
১৫। আমাদের দেশে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য থাকছে না কেন?

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০ × ৫ = ৫০

১। সায়হান গত শীতের ছুটিতে রাজশাহী থেকে তার ফুফুর বাড়ি সিলেট বেড়াতে যায়। সে কম খরচে এবং আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য একটি পথ বেছে নিয়েছিল। কয়েকদিন পর সেখান থেকে চট্টগ্রাম হয়ে সে খাগড়াছড়ির আলুটিলা সুড়ঙ্গপথ দেখতে যায়।
ক. স্বল্প খরচের যোগাযোগ পথের নাম কী? ১
খ. দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে নৌপথ উন্নতি লাভ করার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সায়হানের রাজশাহী থেকে ফুফুর বাড়ি যাওয়ার পথটি মানচিত্রে নির্দেশ কর। ৩
ঘ. সায়হানের 'সিলেট থেকে চট্টগ্রাম' এবং 'চট্টগ্রাম থেকে আলুটিলা' পর্যন্ত যাতায়াত ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

২। জারিফ সৈয়দপুর থেকে বেশি খরচে কম সময়ে ঢাকা গেল। কাজ শেষে কম খরচে বেশি সময়ে আরামদায়কভাবে যানজট ছাড়া ফিরে এল।
ক. বাণিজ্য কী? ১
খ. শস্য বহুমুখীকরণ বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জারিফের ব্যবহৃত প্রথম পথটি কী? বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় পথটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩।

যাতায়াত ব্যবস্থা	পরিমাণ
X	৮৪০০ কিলোমিটার নাব্যপথ
Y	১৮৪৩ কিলোমিটার মিটার গেজ

ক. বাণিজ্য কাকে বলে? ১
খ. শক্ত মৃত্তিকা সড়কপথ গড়ে উঠার জন্য উপযোগী কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকে 'Y' চিহ্নিত যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে ওঠার অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ছকে 'X' চিহ্নিত যাতায়াত ব্যবস্থা বাংলাদেশে সুলভ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা হিসাবে পরিচিত। তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। P, Q এবং R তিন বন্ধু ঢাকায় বসবাস করে। P জাপানে, Q বরিশালে এবং R রংপুর বেড়াতে যাবে বলে ঠিক করেছে। তারা এও ঠিক করেছে যে, তিন ধরনের যাতায়াত মাধ্যম ব্যবহার করবে।
ক. আমদানি কাকে বলে? ১
খ. চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. P যে যাতায়াত পথ ব্যবহার করবে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. Q ও R দুই বন্ধুর মধ্যে কোন বন্ধু সবচেয়ে কম খরচে বেড়াতে পারবে? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৫। জনাব শাহ আলম নীলফামারী থেকে প্রায়ই ঢাকা যান। এতে তিনি দুই ধরনের পথ ব্যবহার করেন। প্রথমটি যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়টির পরিমাণ অল্প এবং এটি সবস্থানে গড়ে উঠতে পারে না।
ক. বাংলাদেশে সর্বমোট কতটি রেল স্টেশন আছে? ১
খ. যাতায়াত ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব শাহ আলমের ১ম যোগাযোগ ব্যবস্থাটি গড়ে উঠার অনুকূল অবস্থা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে দ্বিতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাটি দেশের সর্বত্র গড়ে না ওঠার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে বন্দর গড়ে উঠেছে। লিপি প্রতিদিন বিকেলে তার বাবার সাথে নদীটির তীরে হাঁটে এবং বন্দরের কাজকর্ম লক্ষ করে। লিপি তার বাবার কাছে সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণ জানতে চায়।
ক. বাণিজ্য কাকে বলে? ১
খ. পরিবহন বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পথ গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপির দেখা বন্দরটির অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। রুমানা ও তার বন্ধুরা কমলাপুর থেকে সুবর্ণ এক্সপ্রেস এ করে চট্টগ্রাম গেল। উক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বরিশাল, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান অঞ্চলে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।
ক. যাতায়াত ব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে ওঠার নিয়ামক ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। তুহিন সাহেব ও তুষার সাহেব উভয় ব্যক্তিই স্বনামধন্য ভিন্ন ভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক। তুহিন সাহেবের শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি টাঙ্গাইলে এবং তুষার সাহেবের শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রামে অবস্থিত। উভয় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে বেশ সমাদৃত। তবে বিশেষ কিছু কারণে উভয় প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণ ভিন্ন।
ক. জাতীয় দুর্যোগের সময় কোন পথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? ১
খ. "অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায়"— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বিদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে তুহিন সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি কতটুকু সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানটি বেশি সুবিধা পাবে বলে তুমি মনে কর? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরসূত্র ▸ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১ ▸ ৬১৮ পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▸ ৬১৮ পৃষ্ঠার ৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৩ ▸ ৬১৮ পৃষ্ঠার ৭ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৪ ▸ ৬১৮ পৃষ্ঠার ৮ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৫ ▸ ৬১৮ পৃষ্ঠার ৯ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৬ ▸ ৬১৯ পৃষ্ঠার ১০ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৭ ▸ ৬১৯ পৃষ্ঠার ১৬ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৮ ▸ ৬১৯ পৃষ্ঠার ১৭ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৯ ▸ ৬১৯ পৃষ্ঠার ১৯ নং প্রশ্ন ও উত্তর
১০ ▸ ৬১৯ পৃষ্ঠার ২১ নং প্রশ্ন ও উত্তর
১১ ▸ ৬১৯ পৃষ্ঠার ২২ নং প্রশ্ন ও উত্তর
১২ ▸ ৬১৯ পৃষ্ঠার ২৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর
১৩ ▸ ৬২০ পৃষ্ঠার ২৫ নং প্রশ্ন ও উত্তর
১৪ ▸ ৬২০ পৃষ্ঠার ২৬ নং প্রশ্ন ও উত্তর
১৫ ▸ ৬২০ পৃষ্ঠার ২৮ নং প্রশ্ন ও উত্তর

উত্তরসূত্র ▸ সৃজনশীল প্রশ্ন

১ ▸ ৬২৩ পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▸ ৬২৫ পৃষ্ঠার ৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৩ ▸ ৬২৬ পৃষ্ঠার ৫ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৪ ▸ ৬৩১ পৃষ্ঠার ১৪ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৫ ▸ ৬৩২ পৃষ্ঠার ১৭ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৬ ▸ ৬৩৩ পৃষ্ঠার ১৮ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৭ ▸ ৬৩৩ পৃষ্ঠার ১৯ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৮ ▸ ৬৩৬ পৃষ্ঠার ২৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর